পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 250 Friday, 9 August, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২৫০ সংখ্যা ✱ ২৪ শ্রাবণ ১৪৩১, শুক্রবার, ৯ আগস্ট, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

বুদ্ধাবসান

অমলিনই রয়ে গেল সেই সাদা ধুতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৮০ বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। বালিগঞ্জে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতেই বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রেখে গেলেন স্ত্রী ও এক সন্তানকে। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। শয্যাশায়ী ছিলেন। বুধবার থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে, বৃহস্পতিবার সকালে এল মৃত্যুসংবাদ। দীর্ঘ পাঁচ দশকের রাজনৈতিক জীবন। প্রথমে কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তিনি। এরপর ১৯৮৭ সালে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ান। ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন বুদ্ধবাবু। ১৯৪৪ সালের ১ মার্চ কলকাতায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্ম। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কাকা। আজীবন বামপন্থায় বিশ্বাসী এই মানুষটির রুচিবোধ নিয়ে এখনও চর্চা হয়। রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাতেও সমান আগ্রহ ছিল বুদ্ধবাবুর। শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় থেকে স্কুল জীবন শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর সরকারি স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন। ১৯৬৬ সালে সিপিএমের প্রাথমিক সদস্যপদ নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ১৯৭২ সালে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সালে বিধানসভা ভোটে প্রথমবার লড়াই। ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত সে জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে। রাজ্যের বিভিন্ন দফতর সামলেছেন তিনি। তথ্য সংস্কৃতি দফতর থেকে পর্যটন, নগরোন্নয়ন- কখনও পূর্ণ মন্ত্রী, কখনও আবার সাময়িকভাবে সামলেছেন দফতর। ১৯৯৬ সালের পর স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ১৯৯৯ সালে ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি। জ্যোতি বসু অবসর নেওয়ার পর ২০০০ সালে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেন বুদ্ধবাবু। বাংলায় ৩৪ বছরের বাম রাজত্বের শেষের ১০ বছরের মুখ্যমন্ত্রী তিনিই। পরনে সাদা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি, বাঁদিকে পাট করে আঁচড়ানো চুল, শব্দচয়নে সদা সতর্কতা, গলার স্বরের গাম্ভীর্য, স্পষ্ট উচ্চারণে বাংলায় কথা বলা-১০টা বছরেই তাঁকে করে তুলেছিল 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ব্র্যান্ড হয়েই থেকে গেলেন। বিতর্ক এসেছে, যেমনটা আসে রাজনীতির অনুষঙ্গে। তবে সেসব ঠেলে সরিয়ে তিনি আজীবন 'বুদ্ধবাবু' হয়েই থেকেছেন।

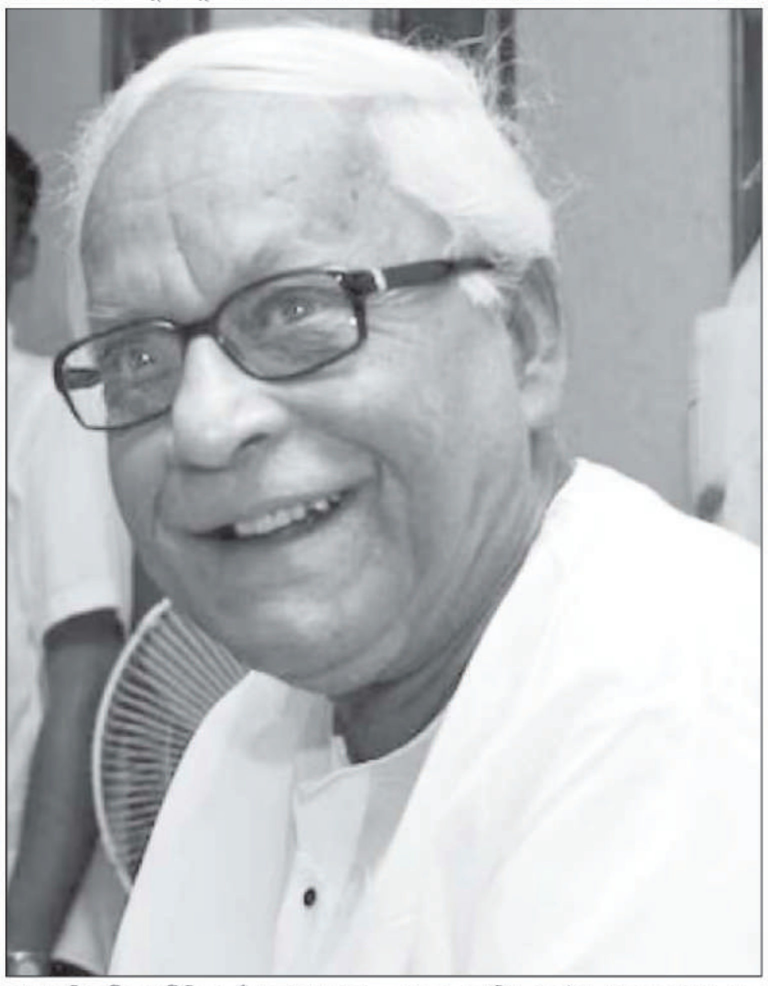

কোনও বিরোধী রাজনীতিক তাঁকে ভাষার বাণে বিঁধতে গেলেও কখনও 'বাবু' ছাড়া সম্বোধন করেনি। এটাই বোধহয় 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'র ক্যারিশমা। দক্ষিণ কলকাতায় পাম অ্যাভিনিউয়ের দু' কামরার ফ্ল্যাটে আড়ম্বরহীন জীবন কাটিয়েছেন শেষ দিন পর্যন্ত। গত কয়েক বছরে একাধিকবার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। বারবার সেই লড়াই জিতে ফিরেও এসেছেন। কখনওই হাসপাতালে যেতে চাইতেন না তিনি। পাম অ্যাভিনিউয়ের ঘরটাই ছিল তাঁর সবটা। বৃহস্পতিবার সেই ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শেষ হল বাম রাজনীতির এক জমানার। জানা গেছে বুধবার রাত এগারোটা। ডিনার হয়ে গিয়েছে আগেই। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী স্ত্রী লক্ষ্য করেন, হঠাৎ একটা অস্থিরতা বুদ্ধবাবুর শরীরে। এ অস্থিরতা তাঁর চেনা। তাই সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন স্ত্রী মীরা ভটাচার্য। তিনি ফোন করেছিলেন একাধিক জনকে। কিন্তু যেরকমটা হয়! বুদ্ধবাবুর ইচ্ছা ছিল না। সে সময়ে স্থির হয়েছিল বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। আর হল না, মিলল না সময়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতার আকাশ মেঘলা। সকালে নির্দিষ্ট সময়েই ঘুম ভাঙে তাঁর। তিনি ওঠেন। স্ত্রীর হাতে ব্রেক ফাস্টও করেন। তারপর চা খান। চা খাওয়ার সময়েই আচমকা বিষম খান। আবারও সেই একই অস্থিরতা। শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। আবারও কয়েকটা ফোন ঘোরে। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। দ্রুত তাঁরা এসে পৌঁছন বাড়িতে। তাঁরা দেখে বলেন, বুদ্ধবাবু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পেলেন না কেউই। কোভিডের আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বুদ্ধবাবু। জটিল থেকে জটিল হয় পরিস্থিতি। কিন্তু জয় করে ফিরে এসেছিলেন। হাসপাতালে থাকার ব্যাপারে চরম অনীহা বুদ্ধবাবুর। বুদ্ধবাবু তাই হয়তো এবার আর হাসপাতাল গেলেন না। বাড়িতেই থাকলেন, পাম অ্যাভিনিউয়ের ছোট্ট এক কামরার ঘরেই শেষ নিঃশ্বাসটা পর্যন্ত থাকলেন তিনি। তখন ঘড়ির কাঁটায় সময় ৮.২০ মিনিট। খবরটা পাওয়া মাত্রই চরম অস্থিরতা তৈরি হয় মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যেও, সে কথা নিজেও বললেন।

> পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মৃত্যুতে আমি শোকাহত। দেশের সেবা করাটাই ছিল তাঁর অঙ্গীকার, তিনি ছিলেন এমনই এক রাজনৈতিক নেতা। তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। ওম শান্তি।
>
> -প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

> আমি শুনেছি ভীষণ ভীষণ ক্রিটিক্যাল। আমি তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছি, তখনই ফোন আসে। অনেক ক্ষতি হল। দীর্ঘদিন মানুষের স্বার্থে কাজ করেছেন। দলের জন্য কাজ করেছেন। ক্ষতি তো হবেই বন্ধু চলে গেলে ক্ষতি তো হবেই।
>
> -বিমান বসু

> একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে সৎ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন। কখনও আপোস করেননি এই জায়গাটায়। মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পরেও তাঁর সাধারণ যে জীবনযাত্রা সেটা আজকের রাজনীতিবিদদের কাছে শিক্ষণীয়।
>
> -অধীর চৌধুরি

> ওনার সততার জন্য ওনাকে অত্যন্ত সম্মান করি। মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন মেরুর লোক হলেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি অত্যন্ত সম্মান করতাম। রাজনীতিতে এই চরিত্র বিরল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর আত্মার সদ্গতি হোক।
>
> -সুকান্ত মজুমদার

বুদ্ধবাবুর খবরটা শুনেই কেমন যেন হয়ে গেলাম মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ যখনই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অসুস্থ হয়েছেন, তখনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটে গিয়েছেন তাঁকে দেখতে। শেষবার (৯ আগস্ট, ২০২৩) হাসপাতাল থেকে যখন ফিরলেন তখনও সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন বারেবারে। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলা থেকে বুদ্ধবাবুর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের খোঁজ নেওয়া সবটাই করেছেন মমতা। আজ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকস্তবব্ধ তিনি। শোকপ্রকাশ করলেন। ঘোষণা করলেন পূর্ণ দিবস ছুটির। মমতা লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আকস্মিক প্রয়াণে আমি মর্মাহত। বিগত কয়েক দশক ধরেই আমি তাঁকে চিনতাম এবং গত কয়েক বছরে তিনি যখন

অসুস্থ ছিলেন তখন আমি কয়েকবার তাঁকে বাড়িতে দেখতে গিয়েছি। এই শোকের সময়ে মীরাদি এবং সুচেতনের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।' একই সঙ্গে তিনি সিপিআই(এম)-এর সকল কর্মীদের শোকবার্তা দিয়েছেন। এদিন বুদ্ধবাবুর প্রয়াণের খবর পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি অসাবধানে হাতও কেটে গিয়েছে তাঁর। অনেকটা কেটে গলগল করে রক্তও বেরিয়েছে। আজ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মারা যাওয়ার পরে তাঁকে শেষ দেখার পরে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে এ কথাই জানালেন মমতা। তিনি এদিন জানান, এই পরিস্থিতিতে তাঁর কলকাতায় থাকা দরকার ছিল, বুদ্ধবাবুর শেষযাত্রার তদারকি তিনি নিজেই করতেন। কিন্তু উপায় নেই, কারণ ঝাড়গ্রামে বিশেষ অনুষ্ঠান রয়েছে তাঁর। তিনি বলেন, ''আজ আমায় ঝাড়গ্রাম যেতেই হবে, বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠান ঠিক করা আছে। অন্য প্রোগ্রাম হলে ক্যানসেলই করে দিতাম। কিন্তু এটা সেন্টিমেন্টের বিষয়।' এর পরেই হাত কেটে ফেলার কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আজ বুদ্ধবাবুর খবরটা শুনেই আমি এমন হয়ে গেলাম, হাতটা ঘষে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়েছে। কীরকম একটা লাগছিল আমার। আমি এখন বাড়ি গিয়ে, কিছু পরে ঝাড়গ্রাম বেরোব। আমি সবাইকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি, বুদ্ধবাবুর শেষযাত্রায় যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সবরকম ব্যবস্থা যেন করা হয়।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''আমার এবং বুদ্ধবাবুর ব্যক্তিগত অনেক কথা আছে, আজ সেসব বলার দিন নয়। আজ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর দিন। দল হারিয়েছে তাদের নেতাকে। আমি অন্য দল করলেও ওঁর দলের প্রতি সমবেদনা রয়েছে।'' পুরনো স্মৃতি হাতড়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''বুদ্ধবাবুর সঙ্গে আমার সিঙ্গুর আন্দোলনের পরে দেখা হয়েছিল। গোপাল গান্ধী তখন রাজ্যপাল, উনিও ছিলেন। অন্যরকম পরিবেশে কথাবার্তা চলছিল। গোপালবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো, 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়' গানটার অন্তরাটা কী? বুদ্ধবাবুও ছিলেন, আমিও ছিলাম সেখানে। আমি উত্তর দিলাম, 'যে পথে যেতে হবে, সে পথে তুমি একা, নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোকরেখা।' এই ঘটনাগুলি আমার মনে পড়ে।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোলেন নয়ের দশকের অশান্ত পরিস্থিতির কথাও। তাঁর কথায়, ''৯২ সালে যখন দাঙ্গা হয়, আমি ছুটে গিয়েছিলাম মহাকরণে। আমার কিছু দরকার আছে কিনা, কোনও সাহায্য চাই কিনা, আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন বুদ্ধবাবু। মতাদর্শগত বিরোধ যাই থাকুক, দেশে বা রাজ্যে যখনই কোনও ঘটনা ঘটেছে, আমি রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে শান্তিরক্ষা করার ব্যাপারে আমি সবসময় এগিয়ে গেছি। আপনারাও শান্তির সঙ্গে শোকপালন করুন।''

ওয়াকফ বোর্ড বিল পেশ করে সংসদীয় কমিটিতে পাঠাল কেন্দ্র

তুলকালাম লোকসভায়, রাহুলের ওয়াকআউট

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্টঃ ওয়াকফ বোর্ড বিল যৌথ সংসদীয় কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠাল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার লোকসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ পেশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিল পেশের দিনেই বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে সরকারপক্ষ। রিজিজু বিলের সমর্থনে বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি লোকসভা কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান। কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, এই সংশোধিত বিল কঠোর এবং নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে নিশানা করে করা হয়েছে। উল্টে সরকারপক্ষ এবং এনডিএ শরিক দল জেডিইউ ও তেলুগু দেশম পার্টি বিলকে সমর্থন জানিয়েছে। কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল এই আইনকে কঠোর বলে বর্ণনা করেন। তাঁর অভিযোগ, এই আইন দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করবে। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও বিপন্ন করবে। ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিম সদস্যের নিযুক্তিরও বিরোধিতা করেন তিনি। বিভাজনের এই রাজনীতিকে দেশবাসী মেনে নেবেন না বলে তাঁর দাবি। সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব এদিন লোকসভায় বলেন, ''বিজেপির কট্টর সমর্থকদের খুশি করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিমদের আনার পিছনে রহস্য কী!'' দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের আরেক সদস্য মহিবুল্লা বলেন, ''মুসলিমদের প্রতি এটা অবিচার। আমরা বিরাট ভুল করতে চলেছি। এটা একটি ধর্মের

প্রতি অন্যায়।'' এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ার কন্যা সুপ্রিয়া সুলের অভিযোগ, এই বিল আনার আগে সরকার কারও সঙ্গে আলোচনা করেনি। তিনি এই বিলকে বৃহত্তর আলোচনার স্বার্থে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। মিম প্রধান আসাউদ্দিন ওয়েইসি বলেন, ''এই বিল আমাদের দ্বিখণ্ডিত করবে। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জায়গায় বিভাজন করবে। এই বিল প্রমাণ করে আপনারা মুসলিমদের শত্রু।'' সরকারপক্ষ এর জবাবে সংসদে বলে, ''ওয়াকফ বোর্ড মাফিয়ারা দখল করে বসে আছে। এই বিলে কোনও ধর্মের অধিকারে নাক গলানো হচ্ছে না।'' সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, ''এই বিলের সঙ্গে কোনও ধর্মকে জড়িত করা সদস্যদের উচিত নয়। আমরা বলিনি যে, অন্য ধর্মের কাউকে ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য করা হবে। বিলে রয়েছে, একজন সংসদ সদস্য বোর্ডের সদস্য হবেন।'' তিনি আরও বলেন, ''বিরোধীরা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছেন। অনেক মুসলিমই আমাকে বলেছেন, বোর্ড এখন মাফিয়ারা নিয়ন্ত্রণ করছে। অনেক সাংসদ যাঁরা বিরোধী রাজনীতি করেন, তাঁরাও আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁদের সমর্থন আছে এই বিলের প্রতি। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁরা মুখ খুলতে পারছেন না।''

বাংলাদেশের দায়িত্ব নিলেন ইউনুস

ঢাকা, ৮ আগস্টঃ অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। বাংলাদেশে গঠিত হল অন্তর্বর্তী সরকার। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শপথ অনুষ্ঠানে হাজির রয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের বাকি ১৬ উপদেষ্টাও। এদিন সন্ধেই বঙ্গভবনের অনুষ্ঠানে ইউনুসকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় শুরু হয়ে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। ইউনুসের পাশাপাশি বাকি উপদেষ্টাদেরও শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার

বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি 'সবটা জানি'

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্টঃ শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সেনার হাতে গিয়েছে ক্ষমতা। অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ গ্রহণ হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই। তবে তার পরেও শান্ত হয়নি বাংলাদেশ। এখনও একাধিক ঘটনা হচ্ছে যা উদ্বেগের। এদিকে নানা মাধ্যমে খবর আসছে যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এবার এনিয়ে বিশেষ বার্তা দিয়েছে ভারতের বিদেশ দফতর। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে যে, 'আমরা গোটা বিষয়গুলি সম্পর্ক অবহিত। একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমরা সেই পদক্ষেপগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোটা না ফেরা পর্যন্ত উদ্বেগ থাকবে। আইন ও সরকারের দায়িত্ব হল সমস্ত নাগরিকদের সুরক্ষা যাতে বজায় থাকে। এটা সেই দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য দরকার। বৃহত্তরক্ষেত্রে এটা দরকার।' গত সোমবার হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘুদের উপরে হামলার অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, যশোরের

বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুদের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আগুন। চলেছে ডাকাতি। অভয়নগর, বাঘারপাড়ার মতো উপজেলায় সেইসব ঘটনা ঘটেছে। ওই সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাঘারপাড়ার নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবলুকুমার সাহা জানিয়েছেন, যা ঘটনা ঘটছে, তাতে এলাকার হিন্দুরা ভয় সিঁটিয়ে আছেন। মন্দিরে হামলা চালানো হচ্ছে। ভাঙচুর চালানো হচ্ছে বাড়িতে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে ছোট-ছোট দল তৈরি করে নিজেরাই এলাকায় পাহারা দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন বাঘারপাড়ার নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তাঁর বাড়িতেও হামলা চলেছে বলে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এদিকে আতঙ্কে ভারত বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে বহু বাংলাদেশী জড়ো হয়ে যাচ্ছিলেন বলে খবর। তবে সেখানে যে কেবলমাত্র বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা এসে জড়ো হচ্ছেন তেমনটা নয়। এনিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে বিএসএফ। নিজেদের বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। বিএসএফের তরফে বলা হয়েছে, কিছু গুজবের সঙ্গে ব্যাপারটি মিলছে না, বিএসএফ গোটা বিষয়টি পরিস্কার করে বলছে যে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যালঘু মানুষ ভারতীয় সীমান্তের দিকে চলে আসছে তেমনটা হচ্ছে না। স্থানীয় স্তরে অস্থিরতার জেরে কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। বিএসএফ বিজিবি ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় তাদের বাড়ি ফেরাতে সবরকম উৎসাহ দিয়েছে। বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার সীমান্ত সুরক্ষা যথাযথ রাখতে ও সীমান্ত এলাকায় প্রত্যেক মানুষের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। গোটা পরিস্থিতির উপর সবরকমভাবে নজর রাখছে বিএসএফ।

সবশেষে দেহদান, আজ একাধিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মরদেহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্মান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজে জানান, তাঁকে গান স্যালুট দেওয়া হবে। তবে আদৌ বুদ্ধবাবুর পরিবার তাতে সম্মতি জানাবে কিনা সে নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে আপাতত বৃহস্পতিবার পিস ওয়ার্ল্ডেই রাখা থাকবে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দেহ। শুক্রবার রয়েছে একাধিক কর্মসূচি। আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার পিস ওয়ার্ল্ড থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মরদেহ বিধানসভার উদ্দেশে রওনা দেবে সকাল সাড়ে ১০টায়। বিধানসভা ভবনে পৌঁছনোর কথা, সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ। সেখানেই কিছুক্ষণ শায়িত থাকবে তাঁর মৃতদেহ। এরপর দুপুর ১২টায় বুদ্ধবাবুর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে মুজফফর আহমেদ ভবন, সেখানে ৩.১৫ মিনিট পর্যন্ত তাঁর দেহ শায়িত থাকার কথা। সেখান থেকে দীনেশ মজুমদার ভবন এবং তারপর দেহদানের জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেহ নিয়ে আসা হবে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বিকেল ৪টেয় হবে দেহদান। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার কিছু পরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে

আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর বাইরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, ''বুদ্ধবাবুর দল এবং তাঁর পরিবার যেমনভাবে চাইবে তেমনভাবেই তাঁকে সম্মান জানানো হবে। রাজ্য পুলিশ সবরকম সহযোগিতা করবে। চাইলে তাঁর মরদেহ নন্দনেও রাখা যেতে পারে, বিধানসভাতেও আনা যেতে পারে।'' তবে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে, বুদ্ধবাবুর মরদেহ নন্দন বা রবীন্দ্র সদনে যাবে না। আর রাজ্য সরকারের তরফে গান স্যালুটও নেওয়া হবে না। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কয়েক মাস আগে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎকসদের পরামর্শ ছিল তিনি কিছুদিন হাসপাতালেই পর্যবেক্ষণে থাকুন। কিন্তু নিজের বাড়িতেই ফিরে যেতে চেয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর থেকেই বাড়িতে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিটে পাম অ্যাভিনিউয়ে নিজের দু-কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাটেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বুদ্ধবাবু। -ছবিঃ সৌরভ দত্ত

হিমাচল ও উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, বিহারেও হবে প্রবল বর্ষণ

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃদেশের বিভিন্ন রাজ্যে এখন ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে, কোথাও কোথাও বন্যার মতো পরিস্থিতি। ভূমিধস, মেঘভাঙা বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশের মতো পাহাড়ি রাজ্যে। এই পরিস্থিতি হিমাচল প্রদেশে আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।হিমাচল প্রদেশ ছাড়াও বিহারে ৯ আগস্ট ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এছাড়াও উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম এবং মেঘালয়েও ভারী বৃষ্টি চলবে। পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং সিকিমেও আগামী ২৪ ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। উত্তরাখণ্ডেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।অন্যদিকে বারাণসীতে, ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে উত্তর প্রদেশে গঙ্গা ও যমুনা নদীর জলস্তর নিরন্তর বা।ছে। গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে সমস্ত ঘাট ইতিমধ্যেই ডুবে গিয়েছে। যমুনা নদীর জলের উচ্চতাও ক্রমাগত বাড়ছে এবং নীচু অঞ্চলে জল প্রবেশ করতে শুরু করেছে।গঙ্গা ও যমুনা নদীর জলস্তর বিপদ সীমার দূরে থাকলেও উত্তর প্রদেশের বাঘাদা, সালোরি এবং রাজাপুর এলাকায় জল ঢুকে গিয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় চলছে পারাপার। স্কুল পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ, সবাইকে এখন যাতায়াতের জন্য নৌকার ওপর ভরসা রাখতে হচ্ছে।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির নির্দেশ

কলকাতা,৮আগষ্টঃপথ দুর্ঘটনায় লাগাম টানতে রাজ্য সরকার বর্ষার বৃষ্টির জেরে বেহাল রাস্তাঘাট যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের পূর্ত দফতরের তরফে সব জেলায় রাস্তা মেরামতি শুরু করতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের আজ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাস্তার হাল হকিকত পর্যালোচনা করতে পূর্ত কর্তারা আজ জেলা গুলির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন। বর্ষার মরশুমে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে, ভিআইপি রোড-সহ রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার হাল বেহাল হয়ে পড়েছে । যান চলাচল স্বাভাবিক করতে এবং গতি বাড়াতে পূর্ত দফতরের অধীনে থাকা রাস্তাগুলি মেরামতি জরুরি বলে ওই পর্যোলোচনায় উঠে এসেছে। তাই তড়িঘড়ি ওই রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করতে পূর্ত দফতর নির্দেশ দিয়েছে। আজ রাত থেকেই ভিআইপি রোড -সহ একাধিক জায়গায় রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হবে বলে পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গেছে।

বিশেষ অ্যাপ চালু

কলকাতা,৮আগষ্টঃরাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ডেঙ্গুএবং ম্যালেরিয়ার মোকাবিলা করতে পঞ্চায়েত দফতর একটি বিশেষ অ্যাপ চালু করেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে মশাবাহিত রোগ নির্মূল করার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কাজের উপর সরাসরি নজর রাখা হবে। পাশাপাশি, পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীরা যে সব জায়গায় গিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন, সেখান থেকেই তাঁদের ওই অ্যাপে যাবতীয় তথ্য আপলোড করতে বলা হয়েছে।পুরসভা এলাকাগুলিতে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দিলে এই সব রোগের মোকাবিলা তথা ডেঙ্গুও মশার লার্ভা ধ্বংস করার কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। কিন্তু পঞ্চায়েত এলাকায় স্বাস্থ্য দফতরের কাছে যেতে হয়। আর সেকারণেই এই অ্যাপ চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে, ডেঙ্গুএবং ম্যালেরিয়ার মোকাবিলা করতে আগামী কাল ৮ আগস্ট কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে রাজ্যের সব পুরসভাগুলির চেয়ারম্যান ও আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ঐদিন বৈঠকে বলেন।

দক্ষিণ জাপানে ৭.১ তীব্রতার ভূমিকম্প

টোকিও, ৮ আগস্ট ঃ জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো দক্ষিণ জাপান। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.১। ভূমিকম্পের পরই সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জাপানের স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বিকেল ৪.৪২ মিনিট নাগাদ জাপানের মিয়াজাকিতে ৭.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।জাপানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মিয়াজাকি, কোচি, ওইটা, কাগোশিমা এবং এহিমে প্রিফেকচারের উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল

বৃদ্ধি পাচ্ছে না রেপো রেট ৬.৫ শতাংশেই অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই, সিদ্ধান্ত মুদ্রানীতি কমিটির

মুম্বই, ৮ আগস্ট ঃআবারও বাড়ছে না রেপো রেট। বৃহস্পতিবার সকালে স্বস্তির খবর দিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। যার অর্থ, আপাতত রেপো রেটের হার ৬.৫ শতাংশই থাকছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তের ফলে গৃহঋণ, গাড়ির ঋণ এবং অন্যান্য ঋণে অতিরিক্ত সুদ

গুনতে হবে না গ্রাহকদের। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেপো রেট ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।আরবিআই-এর মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, ৪ঃ২ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মুদ্রানীতি কমিটি রেপো রেট ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইভাবে স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি রেট থাকছে ৬.২৫ শতাংশ এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি রেট থাকছে ৬.৭৫ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস আরও বলেছেন, ঘরোয়া অর্থনৈতিক কার্যকলাপ স্থিতিশীল অবস্থাতেই রয়েছে।

বুদ্ধদেবের প্রয়াণে ব্যথিত শুভেন্দু, পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি জানালেন সমবেদনা

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুদ্ধদেবের পরিবার ও তাঁর অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সকালে ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অশীতিপর এই বাম নেতা দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন।বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দু ঃসংবাদ পাওয়ার পর শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সামাজিক মাধ্যম এক্স-শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে ব্যথিত। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা। তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।

কেজরিওয়ালের হাজতবাসের মেয়াদ বৃদ্ধি, ২০ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ল জেল হেফাজত

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দদ কেজরিওয়ালের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের (জেল হেফাজত) মেয়াদ ফের বাড়ল। কেজরিওয়ালকে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালকে তিহার জেল থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আদালতে পেশ করা হয়। আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালকে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

ভোট প্রস্তুতি শুরু জম্মু ও কাশ্মীরে, অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি একাধিক রাজনৈতিক দলের

শ্রীনগর, ৮ আগস্ট ঃ ভোটের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীরে। বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা শ্রীনগরের এসকেআইসিসি-তে ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরে অবিলম্বে বিধানসভা নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন। যে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, সেই

দলগুলির মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপি, বিজেপি।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও ডঃ সুখবীর সিং সান্ধুর নেতৃত্বে ভারতের নির্বাচন কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে শ্রীনগরে এসে পৌঁছয়। প্রাদেশিক সভাপতি নাসির আসলাম ওয়ানির নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)-এর পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে এবং অবিলম্বে বিধানসভা নির্বাচনের দাবি জানায়।

ঝাড়খণ্ডে আবারও ইন্ডি জোটই সরকার গড়বেঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বৃহস্পতিবার তাঁর বাসভবনে ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। ঝাড়খণ্ডের নেতাদের সঙ্গে দেখা করার পরে খাড়গে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই বৈঠকের ছবি পোস্ট করেন। সঙ্গে লেখেন, আজ ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেস নেতাদের সাথে বৈঠক হয়, সেখানে আলোচনা হয়েছে যে আসন্ন ঝাড়খণ্ড নির্বাচনে আমরা আরও বেশি করে জনগণের কাছে যাব এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করব। রাজ্যে আবারও ইন্ডি জোটেরই সরকার গঠন হবে। ঝাড়খণ্ডের মানুষের জল, জমি, বনাঞ্চল এবং জনজাতিদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সংরক্ষণ করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮.৫৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম একই রয়েছে

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার প্রাথমিক বাণিজ্যে, বেন্ট ক্রুড ০.২২ ডলার বা ০.২৮ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৮.৫৫- এ ঘোরাফেরা করছে।ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৫.৫৪ ডলারে লেনদেন করছে, দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম ০.৩০ শতাংশ বেড়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

মান্ডির কাছে ভূমিধস, অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে

মান্ডি, ৮ আগস্ট ঃপ্রবল বৃষ্টির কারণে দুর্যোগ চলছেই হিমাচল প্রদেশে। হিমাচল প্রদেশের মান্ডির কাছে ভয়াবহ ভূমিধসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে। ব্যস্ততম এই হাইওয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন বিপুল সংখ্যক যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। মান্ডি জেলায় প্রায় ৯ মাইল দূরে মান্ডি ও পান্ডোহের মধ্যে চন্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে অবরুদ্ধ হয়ে ড়েছে।মান্ডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) সাগর চন্দরের মতে, যান চলাচল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার কাজ করছে। খুব শীঘ্রই যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, হিমাচল প্রদেশে ১০ ও ১১ আগস্ট ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ম্যাচ পরিচালনা করার রেকর্ড গড়লেন রঞ্জন মাদুগালে

কলম্বো, ৮ আগস্ট ঃপ্রথম রেফারি হিসেবে ৪০০ ওয়ানডে ম্যাচ পরিচালনা করে রেকর্ড গা।লেন শ্রীলঙ্কার রঞ্জন মাদুগালে। বুধবার কলম্বোয় যে ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে তৃতীয় ওয়ানডে চলছে সেই ম্যাচে তিনি এই অনন্য রেকর্ডটি গড়লেন। মাদুগালের আইসিসির ম্যাচ রেফারি হিসেবে অভিষেক ১৯৯৩ সালের ১ ডিসেম্বর। সেই মাসেই পাকিস্তান ও জিম্বাবয়ের ম্যাচ দিয়ে তার ওয়ানডে অভিষেক হয়। ৪০০টি ওয়ানডের পাশাপাশি কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত ২১৬টি টেস্ট ম্যাচ পরিচালনা করেছেন মাদুগালে।

সড়ক দুর্ঘটনা এবং তার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি,(পিআইবি) ৮ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাস।ক মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি বছর ' সড়ক দুর্ঘটনা' শীর্ষক একটি তথ্য প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ৪,৭০,৪০৩টি স।ক দুর্ঘটনা হয়েছিল। এর ফলে ১,৫৭,৫৯৩ জন প্রাণ হারান এবং ৪,৬৪,৭১৫ জন আহত হন। তথ্য অনুসারে ২০২২ সালে ৪,৬১,৩১২টি সড়ক দুর্ঘটনা হয়। সে বছর ১,৬৮,৪৯১ জন প্রাণ হারান এবং ৪,৪৩,৩৬৬ জন আহত হন। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক জাতীয় সড়ক এবং এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা ছাড়াও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। ওই বছর এক্সপ্রেসওয়ে সহ জাতীয় স।কগুলিতে মোট দুর্ঘটনার ৩২.৯৪ শতাংশ, অর্থা ১,৫১,৯৯৭টি দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার ফলে মোট নিহতের ৩৬.২২ শতাংশ, অর্থাৎ ৬১,০৩৮ জনের মৃত্যু হয় এক্সপ্রেসওয়ে সহ বিভিন্ন জাতীয় স।কে। ভ্জ্জন্ত্রক স।ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে যখন পরিকল্পনা করে, সেই সময়ে প্রযুক্তি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে সেই বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১২,৭০৫, ত্রিপুরায় ৫৫২, আসামে ৮,২৪৮ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২৫৪টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ২০২২ সালের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ১৩,৬৮৬, ত্রিপুরায় ৫৭৫, আসামে ৭,০২৩ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৪১টি পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫,৭১১ জন। ত্রিপুরায় ২১৩, আসামে ২,৯৬৬ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৬,০০২, ত্রিপুরায় ২৪১, আসামে ২,৯৯৪ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৯ জন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে স।ক দুর্ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে ১১,৯৯৭ জন, ত্রিপুরায় ৭৪১ জন, আসামে ৭,৩৭৫ জন এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২৬০ জন আহত হন। ২০২২ সালে উপরোক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যথাক্রমে ১২,৮৪৩ জন, ৫৪১ জন, ৫,৬৩৭ জন এবং ১৩৬ জন স।ক দুর্ঘটনায় আহত হন। ভ্জ্জপথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেগুলি হল - (১) শিক্ষা - পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে মন্ত্রক বিভিন্ন সংস্থাকে নানা ধরনের কর্মসূচি পালনের জন্য আর্থিক সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও, প্রতি বছর জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা মাস সপ্তাহ পালন করা হয়। ইনস্টিটিউট অফ ড্রাইভিং, ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ, রিজিওনাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার এবং বিভিন্ন শহরে ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। (২) প্রযুক্তিগত বিভিন্ন ব্যবস্থা - প্রতিটি জাতীয় স।কে পথ নিরাপত্তার বিষয়ে অডিট করা বাধ্যতামূলক। এই অডিট তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ, থার্ড পার্টি অডিটর করে থাকেন। এক্ষেত্রে সড়কের নির্মাণশৈলী, যানবাহন পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। জাতীয় স।কের যেসব অঞ্চল দুর্ঘটনাপ্রবণ অর্থা ব্ল্যাকস্পট যুক্ত, সেই অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দেশজুড়ে স।ক দুর্ঘটনা মূল্যায়ন করার জন্য বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। গাড়ির চালকরা যাতে গাড়ি চালানোর বিভিন্ন প্রতীক এবং নির্দেশনা যথাযথভাবে দেখতে পান, সে বিষয়ে মন্ত্রক প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করে। এক্ষেত্রে কোনো শৈথিল্য দেখা দিলে, ১৯৮৮ সালের মোটর ভেহিকেল্স অ্যাক্ট অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যানবাহনগুলি যাতে সব ধরনের সুরক্ষা বজায় রেখে চলাচল করে তার জন্য বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলা হয়। চালকের আসনের পাশের সিটে এয়ারব্যাগ রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মোটর সাইকেলে চার বছরের নীচে কোন শিশুকে নিয়ে যাওয়া হলে তার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে গা।রি গতি চল্লিশ কিলোমিটারের বেশী হলে চলবে না । এম ওয়ান শ্রেণিভুক্ত গাড়িগুলির চালক ও সহ-চালকের জন্য সিট বেল্ট থাকতে হবে। ' এবং ' শ্রেণিভুক্ত গাড়িগুলির ক্ষেত্রে অ্যান্টি -লক ব্রেকিং সিস্টেম বাধ্যতামূলক। গাড়িগুলি চলাচলের উপযুক্ত কিনা, তা নিশ্চিত করতে ফিটনেস টেস্টিং-এ নিয়ে যেতে হবে। ভেহিক্ল স্ক্র্যাপিং পলিসি অনুসারে পুরনো যে গাড়িগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত নয়, সেই গাড়িগুলি স্ক্র্যাপ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চললে বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে। বাস তৈরি করার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হবে। পণ্যবাহী গাড়িগুলির কেবিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা রাখা আগামী ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। (৩) বিভিন্ন নিয়ম-বিধি কার্যকর করা - প্রযুক্তি ব্যবহার করে যান চলাচল সংক্রান্ত কোনো নিয়ম যদি কেউ লঙ্ঘন করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ২০১৯ সালের মোটর ভেহিকেল্স সংশোধনী আইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রক পথ নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে নজরদারি সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রকাশ করেছে। এখানে জাতীয় সড়কের যে অংশে যান চলাচল বেশি হয় এবং দেশের বড় বড় শহরগুলিতে যে অংশে জাতীয় স।ক রয়েছে, সেইসব জায়গায় বৈদ্যুতিন নজরদারি যন্ত্র বসানো হয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালের মোটর ভেহিকেল্স অ্যাক্ট যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য গত ১০ জুন সমস্ত রাজ্য ও কেঃদ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। (৪) আপকালীন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা - পথ দুর্ঘটনায় কেউ যদি আহত হন, তাহলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের যাতে কোনো সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রক আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার ঘটিয়েছে। গা।রি ধাক্কায় আহত ব্যক্তিদের জন্য ১২,৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। পথ দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয়কে ২৫,০০০ টাকা থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় স।ক কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুলেন্স, প্যারা-মেডিকেল স্টাফ সহ চিকিৎসাক্ষেত্রের সহায়ক ব্যক্তিদের টোল প্লাজাগুলিতে রাখার ব্যবস্থা করেছে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের নগদবিহীন চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স।ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক একটি কর্মসূচি তৈরি করেছে। ইতোমধ্যেই আসাম এবং চণ্ডীগড়ে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত, ওয়েলিংটনে রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে উষ্ণ অভিবাদন

ওয়েলিংটন, ৮ আগস্ট ঃ দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন পৌঁছেছেন। নিউজিল্যান্ডের গভর্নর জেনারেল ডেম সিন্ডি কিরোর উপস্থিতিতে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। ঐতিহ্যবাহী মাউরি সংস্কৃতির নানা ঝলক রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সামনে তুলে ধরা হয়।বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ওয়েলিংটনের গভর্নমেন্ট হাউসে নিউজিল্যান্ডের গভর্নর জেনারেল ডেম সিন্ডি কিরো উষ্ণভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতিকে ঐতিহ্যবাহী মাউরি পোহিরি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়েছিল। তাঁকে রয়্যাল গার্ড অফ অনারও দেওয়া হয়েছিল।অন্যদিকে শিক্ষা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাই নয়, শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তন ও দেশ গঠনের একটি বাহনও বটে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভোরে ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ড আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, শিক্ষা সবসময় আমার হৃদয়ের কাছাকাছি ছিল। আমি শিক্ষার রূপান্তরকারী শক্তি দেখেছি এবং অনুভবও করেছি। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর ভারতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতা তৈরি করেছে যারা শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে অবদান রাখছে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, নিউজিল্যান্ড গবেষণা ও উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্বের উপর বিশেষ মনোযোগ-সহ উচ্চ-মানের শিক্ষার জন্য বিখ্যাত।

কেজরিওয়ালের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষা উদ্ধবের, নানা বিষয়ে হয়েছে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ দিল্লি সফরে এসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে এবং তাঁর ছেলে আদিত্য ঠাকরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল এবং তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংও উপস্থিত ছিলেন।সঞ্জয় সিং বলেছেন, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে এবং তাঁর ছেলে আদিত্য ঠাকরে, রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বৃহস্পতিবার সুনীতা কেজরিওয়াল এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে, ভারতীয় বিচার বিভাগের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, তাঁর মুক্তি আটকে দেওয়া হয়েছিল। উদ্ধবজি সুনীতা কেজরিওয়াল ও তাঁর পরিবারকে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের সপক্ষে সওয়াল রিজিজুর, বললেন কারও অধিকার খর্ব হবে না

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের সপক্ষে সওয়াল করলেন সংসদ বিষয়ক তথা সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বৃহস্পতিবার লোকসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে আলোচনায় কিরেন রিজিজু বলেছেন, কারও অধিকার খর্ব হবে না। রিজিজু বলেছেন, এই বিলের মাধ্যমে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না। কারও অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা ভুলে যান, যারা কখনও অধিকার পাননি, তাঁদের জন্য এই বিল আনা হয়েছে।রিজিজু আরও বলেছেন, তাঁরা (বিরোধীরা) মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে...গত রাত পর্যন্ত, মুসলিম প্রতিনিধি দল আমার কাছে এসেছে...অনেক সাংসদ আমাকে বলেছেন যে মাফিয়ারা ওয়াক্ফ বোর্ডদখল করেছে। কিছু বিরোধী সাংসদরা বলেছেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এই বিলটিকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক দলের কারণে তা বলতে পারছেন না। আমরা এই বিল নিয়ে দেশব্যাপী বহু-স্তরীয় আলোচনা করেছি।

তাজপুরে বনদফতরের অভিযোগের পর এসসি মহিলাদের অবস্থান বিক্ষোভ

তাজপুর, ৮ আগস্টঃতাজপুরের সমুদ্র সৈকতসহ মন্দারমনি থানা এলাকায় শনিবার অস্থায়ী কাঠামো বসানো নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বন দফতরের জায়গা দখলের অভিযোগে পরিস্থিতি আরও উত্তাল হয়ে ওঠে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের কারা মন্ত্রী অখিল গিরি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।সোমবার মন্ত্রী অখিল গিরি পদত্যাগ করেন। তবে পরিস্থিতি শিথিল না হওয়ায় মঙ্গলবার এসসি মহিলারা দোকানদারদের নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে বন দফতরের ক্ষুব্ধ আধিকারিকের শাস্তির দাবি জানায়। এর পরেই বন দফতরের পক্ষ থেকে মন্দারমনি থানায় ২০ জন এলাকাবাসীর নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়।এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়ে এসসি মহিলারা অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন। তাঁরা দাবি করছেন, অবিলম্বে বন দফতরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং তাঁদের সমস্যার সমাধান করা

সমাজকে সচেতন করতে সচেতনতামূলক স্লোগান ও প্রচার অভিযান কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃবিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পাক্ষিক ২০২৪ কে সামনে রেখে ২০১৯ সালে শিশু মিত্রপুরস্কার প্রাপ্ত ওন্দা ব্লকের একমাত্র ইতিহাস সৃষ্টিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মদনমোহপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রচারিত সমাজকে সচেতন করতে সচেতনতামূলক স্লোগানঃ১) হেপাটাইটিস প্রতিরোধঃআমরা জেনেছি, অপরকে জানিয়েছি ।২) হেপাটাইটিস ভাইরাস ঘটিত সংক্রমণ ,মা বোনেরা জেনে নিন, জেনে নিন।।৩) হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধে-নবজাতকের টিকাকরণ সুনিশ্চিত করছি-করবো।৪) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন,নির্মল বাংলা গড়ুন।৫) অপরের ব্যবহার করা-ব্লেড, রেজার, তোয়ালে ব্যবহার করছি না-করবেন না। ৬) সব রকম নেশা বা মাদকদ্রব্য দূর হটাও ,দূর হটাও। ৭) খাবার আগে ধুয়ে হাত সুস্থ থাকি দিন রাত।৮) নিরাপদ পানীয় জল পান করুন হেপাটাইটিস থেকে দূরে থাকুন। ৯) বাঁচার মতো বাঁচতে,ভ্রক্তদান কর হাসতে।১০)আমাদের বিদ্যালয় দিচ্ছে ডাক হেপাটাইটিস নিপাত যাক, নিপাত যাক।।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, সমাজকে সচেতন করতে সচেতনতামূলক বার্তা মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পাড়াগুলির আলো -বাতাস কে মুখরিত করে ওন্দা ব্লকের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছি। আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই সচেতনতামূলক বার্তা বাঁকুড়া জেলা অতিক্রম করে আমাদের রাজ্যের গ্রাম থেকে গঞ্জে, গঞ্জ থেকে শহরের সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করুক।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৩ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ৮ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২৪ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ৪ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিঃ১৭ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৪ হাবান, আসামঃ২৩ শাওন, মুসলিমঃ২-সফর-১৪৪৬ হিজরী। সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১৩ঃ৪৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ০৯ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৮ঃ১৩ঃ৪৭(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ০৮ঃ৩৫ঃ১৯(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃচতুর্থী (রিক্তা) রাত্রিঃ০৯ঃ ৩১ঃ৩৭ দং ৪০৪৪২৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরফাল্গুনী রাত্রিঃ ০৯ঃ৫২ঃ০৯ দং ৪১৩৫৪৭.৫ পর্যন্ত পরে হস্তাকরণঃবিষ্টি রাত্রিঃ০৯ঃ৩১ঃ ৩৭ দং ৪০৪৪২৭.৫ পর্যন্ত পরে ববযোগঃ শিব দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ১৮ দং ১৭৪১১০ পর্যন্ত পরে সিদ্ধ অমৃতযোগঃরাত্রি ১২ঃ৪৮ঃ১৪ থেকে - ০৩ঃ০১ঃ০২। মহেন্দ্রদ্রযোগঃদিন ০৫ঃ১৩ঃ৫০ থেকে - ০৬ঃ৫৭ঃ১৮ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৪ঃ১৪ থেকে - ১২ঃ৫৯ঃ২৬ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০৯ঃ৩২ঃ৩০ থেকে - ১০ঃ২৪ঃ ১৪ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৯ঃ০৬ঃ৫৪ থেকে - ০৯ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত। কালবেলা ঃ দিন ০২ঃ৫৫ঃ৫০ থেকে - ০৪ঃ৩২ঃ৫০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৪ঃ৩২ঃ৫০ থেকে - ০৬ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ৪৪ঃ৫০ থেকে - ০১ঃ০৪ঃ৫০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩২২২২৪ (৯) ২ পদচন্দ্রঃ ৫১২৩০৩ (১৩) ১ পদমঙ্গলঃ১১৬৮৪৬ (৪) ২ পদবুধঃ ৩২৯২০৭ (৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ ১২২২৩২৬ (৪) ৪ পদশুক্রঃ ৪১০১৪৩৯ (১০) ৪ পদশনিঃ ১০২০৫৭৪১ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৭১৬৬ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৭১৬৬ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৫ঃ ৪৭ঃ৩৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ৫৮ঃ৫৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ০৯ঃ০৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ২৩ঃ১৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ৩৯ঃ০২ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ৪৪ঃ১৯ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৬ঃ৩১ঃ১৩ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ০৪ঃ৩৬ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ৩৫ঃ৪০ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ১৬ঃ১৪

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতকরা এবং ৮০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ১০ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৮মিনিট।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ গুরুজনদের চিকিৎসা বিভ্রাটে হয়রানি ও অর্থব্যয়। সন্তানের জন্য আপনার মুখ উজ্জ্বল হবে।

বৃষ রাশিঃ সন্তানের বিবাহ স্থির হলেও পারিবারিক কারণে স্থগিত রাখতে হতে পারে। মায়ের শরীর এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না।

মিথুন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা নতুন কাজের খবর পাবেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনও মনোমালিন্যে যাবেন না। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনদের সঙ্গে বিবাদ বহুদূর গড়াতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগিতার ফলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

সিংহ রাশি ঃআর্থিক বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন। পৈত্রিক ব্যবসা বাড়ানোর জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। উচ্চ রক্তচাপ ও মধুমেহ রোগকে অবহেলা করবেন না। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে

কন্যা রাশিঃ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন। অপরের উপকার করবার সময় ভালো-মন্দ বিচার করে নিন।

তুলারাশিঃবসায়ীরা শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে পারেন। বয়স্ক জাতক-জাতিকাদের তীর্থভ্রমণের সুযোগ আসবে। সংসারে শান্তি

বৃশ্চিক রাশিঃ প্রতিবেশীর উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। শুভ দিন

ধনু রাশি ঃ প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনও মনোমালিন্যে যাবেন না।

মকর রাশিঃ বিদেশ যাত্রা শুভ হতে পারে আজকে। শুভ রং লাল।

কুম্ভ রাশি ঃসন্তানের পড়াশোনায় পরিবর্তন যোগ লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীন পেশার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকাদের জন্য সপ্তাহটি শুভ।

মীন রাশিঃ চিকিৎসক, অধ্যাপক ও আইনজ্ঞদের এই সময় নাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ আগস্ট ঃ ০৬.০৮.২০২৪ তারিখে প্রায় ১৫,৫০ টায়, সহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একজন অন-ডিউটি মহিলা শুল্ক কর্মী বুকিং কাউন্টারের কাছে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা দিয়ে ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে অর্থা ১৯,১৫ টায়, একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইকরণ এবং সমস্ত অফিসিয়াল আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, ফোনটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

তারকেশ্বর লোকালে শেওড়াফুলি স্টেশনে ট্রেনের কামরায় ধুমপান করার নিয়ে মারামারির অভিযোগ

বনস্পতি দে, হুগলি, ৮ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার রাতে পাঁচটা দিনের থেকে একটু বেশিই ভিড় ছিল তারকেশ্বর লোকালে। অফিস থেকে নিত্যযাত্রীরা ফিরছিলেন ট্রেনে। সেই সময় আচমকা শুরু ঝামেলা। তা থেকে বচসা। আর সেই বচসা থেকে শুরু মারমারি। রেল সূত্রে খবর, গোটা ঘটনায় আটক হয়েছেন ছ'জন। ঘটনার পর থেকেই ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। জানা গিয়েছে, তারকেশ্বর লোকাল শেওড়াফুলি স্টেশনে ঢোকার পরই শুরু হয় তুমুল গন্ডগোল। ট্রেনের কামরায় ধুমপান করার নিয়ে শুরু হয় ঝামেলা। অভিযোগ, শেওড়াফুলি স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় জলযাত্রীদের। সুত্রের খবর লাঠি হাতে মারতে উদ্যতও হয়েছেন

নিত্যযাত্রী। সঙ্গে বলতে শোনা যায়, 'মেরে ফেল' হুগলির শেওড়াফুলি জিআরপি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, তারকেশ্বর থেকে হাওড়া ফিরছিল ট্রেনটি। সেই ট্রেনে উঠেছিল পুণ্যার্থীদের একটি দল। কালীঘাট থেকে এসেছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, জল যাত্রীদের দলটি ট্রেনের ভিতরেই ধুমপান করছিলেন। এরপর তারকেশ্বর লোকাল রাত আটটা নাগাদ শেওড়াফুলি স্টেশনে ঢুকলে নিত্যযাত্রীদের একাংশের সঙ্গে মারামারি বেধে যায়। অভিযোগ, কামরা থেকে টেনে নামিয়ে পুণ্যার্থী চলে বেধড়ক মার। ঘটনায় শেওড়াফুলি জিআরপি এই ঘটনায় ছয়জনকে আটক করেছে।

সিঙ্গুরের স্কুলে সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা,হুগলি, ৮ আগস্ট ঃ বি সি রায় শিশু হাসপাতালের হেমাটোলজি দপ্তরের সহযোগিতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান মঞ্চের সিঙ্গুর শাখার ব্যবস্থাপনায় হুগলির সিঙ্গুর মহামায়া উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের এস আই সিঙ্গুর সার্কেল মধুরিনা চক্রবর্তী, এ আই সিঙ্গুর সঞ্জয় কুমার মন্ডল, সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ গৌতম চ্যাটার্জী, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিজলী ঘোষ, সিঙ্গুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা গিরি, সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য শেখ উমর ও নির্বাচিত সদস্যা চিত্রা বোস সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

স্কুলে ঢুকে আলমারির তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি,তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ আগস্ট ঃ রাতের অন্ধকারে স্কুলে ঢুকে একাধিক আলমারির তালা ভেঙে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা স্কুল জুড়ে। ঘটনা টি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার নরে ঃ দ্রপুর থানার বোড়াল ঋষি রাজনারায়ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। স্কুলে কর্তৃপক্ষের অনুমান প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চুরি হতে পারে। ব্যাংক থেকে মিড ডে মিলের জন্য টাকা তোলা হয়েছিল, সেই টাকা এবং স্কুল ফান্ডের টাকা ও সেখানে ছিল, সেই টাকাও নিয়ে চলে যায় তারা। অভিযোগ বুধবার সকালে স্কুলে এসে টিচার রুমে ঢুকে তারা দেখতে পান ' চারটে আলমারি ভেঙে তছনছ করা হয়েছে। সেখানে কিছু না পেয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ড্রয়ার ভাঙ্গা হয়, সেখানেও কিছু না পেয়ে পাশেই প্রধান শিক্ষিকার রুমে দরজার তালা ভেঙে ভেতরে গিয়ে আলমারির লক ভেঙে সেখান থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। সেই ঘরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিক্স ভেঙে দেওয়া হয়। তার কারণে কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। সম্প্রতি এর আগেও একাধিক চুরির ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায়। এবার আবারও চুরির ঘটনা ঘটলো বোড়াল ঋষি রাজনারায়ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এই ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের স্কুল কর্তৃপক্ষের। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গে ভূমিধসেরও সম্ভাবনা, ভিজবে দক্ষিণবঙ্গও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হলেও, তা হবে হালকা থেকে মাঝারি, কোথাও কোথাও আবার ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ, কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, এই সময়ে আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ৯ আগস্ট দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ ও আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এই সময়ে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের সম্ভাবনাও রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে হালকা থেকে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৯ আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। এরপর ১০-১৩ আগস্ট সময়কালেও চলবে বৃষ্টিপাত। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ৯-১১ আগস্ট পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি বেশি।

কূটনৈতিক চাপে কাজ না হলে সামরিক অভিযানের দাওয়াই তথাগতের

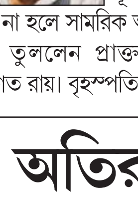

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার জন্য কূটনৈতিক চাপে কাজ না হলে সামরিক অভিযান করার দাবি তুললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, বাংলাদেশ যদি ইচ্ছে করে নিজেদের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা না দেয়, যদি তাদের পিছনে কাঠমোল্লাদের লেলিয়ে দেয়, এবং এরা যদি তার ফলে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়, তাহলে লাভ বাংলাদেশের, ক্ষতি ভারতের। ভারত কেন এই ক্ষতি সহ্য করবে? তাই ভারতের উচিত, প্রবল কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা, যাতে এই সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা নিয়ে সেদেশে বাস করতে পারে। আর যদি কূটনৈতিক চাপে কাজ না হয় তাহলে মিলিটারি অভিযান করা। তুমি আমার পাশে বসে আমার ক্ষতি করবে, আর আমি তোমার প্রেমে মজে সেই ক্ষতি সহ্য করে যাব, এ হয় না।

কোন্নগরে সম্পত্তির লোভে দিদির গায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৮ আগস্ট ঃ নির্মম ঘটনা ১হুগলিতে। সম্পত্তির লোভে দিদির গায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ। গ্রেফতার পিসেমশাই ও তাঁর পিসতুতো ভাই। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। আহত যুবতীর নাম ঐশ্বর্য আদক। বয়স পঁচিশের আশপাশে। অভিযোগ, তাঁর শরীরেই পিসতুতো ভাই গরম জল ঢেলে দেয়। ঘটনায় মদত দেয় যুবতীর পিসি ও পিসেমশাই বলে দাবি আহতর বাবা প্রণব আদকের। প্রণব বাবুর অভিযোগ, তাঁকে ও তাঁর মেয়েকে ওই বাড়ি থেকে উখাত করতে নানারকম অভিসন্ধি করে তাঁর বোন-ভগ্নীপতি। ঘটনার দিন তিনি কাজে গিয়েছিলেন। রাত নটা নাগাদ বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে জানতে পারেন নির্মমতার কথা। গরম জল তৈরি করে ঢালা হয় মেয়ের গায়ে। তারপর তার পিসি বোরোলিন লাগিয়ে দেয়। পিসেমশাই আবার আইসক্রিম

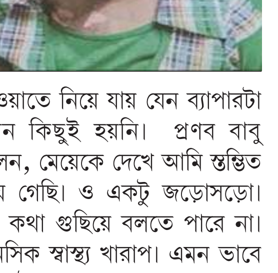

খাওয়াতে নিয়ে যায় যেন ব্যাপারটা এমন কিছুই হয়নি। প্রণব বাবু বলেন, মেয়েকে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। ও একটু জড়োসড়ো। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ। এমন ভাবে ওর উপর অত্যাচার হয়েছে এর বিচার চাই। তবে এই অত্যাচার কিন্তু দীর্ঘদিনের। প্রণব আদকের অভিযোগ, তাঁর বাবা পান্নালাল আদকের মৃত্যুর আগে বোন ভগ্নিপতি জোর করে তাদের বাড়ি নিজেদের নামে লিখিয়ে নেয়। তবুও তাঁরা পৈত্রিক ভিটেতেই থাকেন। গত মে মাসে ঐশ্বর মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর মেয়েটা একা হয়ে যায়। তিনি বেসরকারি জায়গায় কাজ করেন। মেয়েকে রেখেই কাজে যেতে হয়। আর সেই সুযোগে তার উপর চলে অত্যাচার। আহত যুবতীর বাবা জানিয়েছেন, এর আগে একবার আমার মাথায় জল ভর্তি পিতলের বালতি ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিল আমার ভাগ্না। সেটা আমি দেখে ফেলি। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করত। সে যাত্রায় কোনও ভাবে প্রাণে বাঁচি। আমাকে মারতে পারছে না এখন অবলা মেয়েটার উপর নির্যাতন চলছে। এর বিচার চাই। উত্তরপানা থানার পুলিশ অভিযুক্ত দীপঙ্কর মৈত্র ও তার নাবালক ছেলেকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার ধৃত দীপঙ্কর মৈত্রকে শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়। তার ছেলেকে জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হবে। কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস বলেন, সম্পত্তির জন্য মানুষ যে এত নির্মম হতে পারে তা দেখে খারাপ লাগছে। ঘটনা যদি সত্যি হয় পুলিশ তার ব্যবস্থা নেবে। অভিযুক্তদের পক্ষে কেউ থাকবে না।

অতিরিক্ত বার্থ উপলব্ধ হবে নয় জোড়া পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর জন্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ অতিরিক্ত ১৭৯০০০ বার্থ উপলব্ধ হবে নয় জোড়া পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর ফলে। যারা ভেবেছিলেন পুজোর সময় ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে যাবেন কিংবা যেসমস্ত যাত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কর্মস্থল থেকে পূজার ছুটিতে বাড়ি ফিরতে চান, কিন্তু ট্রেনের টিকিট বুক করতে পারলেন না ! মন খারাপ? চিন্তা নেই। পুজোয় ভ্রমণের জন্য টিকিট বুক করার আরেকটি সুযোগ করে দিচ্ছে পূর্ব রেল। পুজোর সময় ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য, ১ লা অক্টোবর ২০২৪ থেকে ১লা ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৯টি ভিন্ন রুটে পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। এই সুবর্ণ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে আপনার পূজা ভ্রমণকে স্মরণীয় করে তুলুন। পূজা স্পেশাল ট্রেনের তালিকা নিম্নরূপঃ ০৩৪১৭ মালদা টাউন-উদনা জংশন (প্রতি রবিবার ০৬.১০.২০২৪-২৪.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮ ট্রিপ) ০৩৪১৮ উদনা জংশন - মালদা টাউন (প্রতি মঙ্গলবার ০৮.১০.২০২৪ - ২৬.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮ ট্রিপ)০৩০০৭ হাওড়া-খাতিপুরা (প্রতি রবিবার ০৬.১০.২০২৪ - ২৪.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮ ট্রিপ)০৩০০৮ খাতিপুরা- হাওড়া (প্রতি মঙ্গলবার ০৮.১০.২০২৪-২৬.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮ ট্রিপ) ০৩৫০৯ আসানসোল-খাতিপুরা(প্রতি মঙ্গলবার০১.১০.২০২৪-২৬.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৯ ট্রিপ)০৩৫১০ খাতিপুরা-

আসানসোল (প্রতি বুধবার ০২.১০.২০২৪-২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৯ ট্রিপ)০৩১৩১ শিয়ালদহ-গোরখপুর(প্রতি শনিবার ও সোমবার ০৫.১০.২০২৪-৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৭ ট্রিপ)০৩১৩২ গোরখপুর-শিয়ালদহ (প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার ০৬.১০.২০২৪ - ০১.১২.২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৭ ট্রিপ) ০৩০৪৩ হাওড়া-রক্সউল জংশন(প্রতি শনিবার ০৫.১০.২০২৪-৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৯ ট্রিপ)০৩০৪৪ রক্সউল জংশন-হাওড়া (প্রতি রবিবার ০৬.১০.২০২৪-০১.১২.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৯ ট্রিপ)০৩০৪৫ হাওড়া -রক্সাউল জংশন (প্রতি সোমবার ০৭.১০.২০২৪-২৫.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮ ট্রিপ)০৩০৪৬ রক্সউল জংশন-হাওড়া (প্রতি মঙ্গলবার ০৮.১০.২০২৪ - ২৬.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮ ট্রিপ)০৩১০৯ শিয়ালদহ - ভাদোদরা জংশন (প্রতি মঙ্গলবার ০১.১০.২০২৪ - ২৬.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৯ ট্রিপ)০৩১১০ ভাদোদরা জংশন-শিয়ালদহ (প্রতি বৃহস্পতিবার ০৩.১০.২০২৪ - ২৮.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৯ ট্রিপ)০৩৫৭৫ আসানসোল - আনন্দবিহার টার্মিনাল (প্রতি শুক্রবার ০৪.১০.২০২৪ - ২৯.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৯ ট্রিপ)০৩৫৭৬ আনন্দবিহার টার্মিনাল-আসানসোল (প্রতি শনিবার ০৫.১০.২০২৪-৩০.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৯ ট্রিপ) ০৩৪৩৫ মালদা টাউন-আনন্দবিহার টার্মিনাল(প্রতি সোমবার ০৭.১০.২০২৪- ২৫.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮ ট্রিপ)০৩৪৩৬ আনন্দবিহার টার্মিনাল - মালদা টাউন (প্রতি মঙ্গলবার ০৮.১০.২০২৪-২৬.১১.২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮ ট্রিপ) এই সুযোগটি মিস করবেন না। আপনার পূজার ট্রিপের জন্য এখনই টিকিট বুক করুন এবং নিশ্চিন্তে যাত্রা করুন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত পূর্ব রেলের প্রধান কার্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস-কেন্দ্রীয়,বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলো পূর্ব রেলের প্রধান কার্যালয়ের-(ফেয়ারলি প্লেস)প্রেক্ষাগৃহে। নিবেদনে ও সকলের অংশগ্রহণে পূর্ব রেলের প্রধান কার্যালয় ও শাখা সমূহের শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ। এদিন ওই পেক্ষাগৃহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৩ তম তিরোধান দিবসে ওনারই সৃষ্টি ও রচনা কবির স্মৃতিতে অর্পণ করা হলো আগত বিভিন্ন অতিথিদের কন্ঠে ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। এদিন উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন রেলওয়ে গরিষ্ঠ পদাধিকারীদের মধ্যে পিসিপিও, সিপিওআই আর,পিএফএ, এসডিজেএম, পিসিই সহ বিভিন্ন পদাধিকারীবৃন্দ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের(কেন্দ্রীয)-বিনোদ শর্মা মহাশয়, ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস(কেন্দ্রীয়)-এর সাধারণ সম্পাদক স্বপন দত্ত সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার কেন্দ্রীয় স্তরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাধব মল্লিক। আপনার এই খবর দেখছেন জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় আরবান টাইমসে প্রশান্ত দাশগুপ্তর খবরে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি ভিএইচপির দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের

শিলচর, ৮ আগস্ট ঃ হিংসা ও অরাজকতায় জর্জরিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করে দেশত্যাগের পর নৈরাজ্যবাদী উপাদানগুলি আধিপত্য বিস্তার করে আইন-শৃঙ্খলা তছনছ করে দিয়েছে। বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশের চরমপন্থী জিহাদিরা হিন্দু সমাজের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন শুরু করেছে। আজ বৃহস্পতিবার শিলচরে বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সভাপতি শান্তনু নায়েক এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথাগুলো বলেন। শান্তনু নায়েক বলেন, গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে ধর্মীয় স্থান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়িতে আক্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। এ ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় সংগঠিত হচ্ছে। এমন-কি মৌলবাদীদের হাতে শ্মশান পর্যন্ত রেহাই পায়নি। মঠমন্দিরগুলোকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এমন কোনও জেলা নেই, যেখানে তাদের হিংসা ও সন্ত্রাসের লক্ষ্যে পরিণত হয়নি। সব কয়টি জেলাতেই আতংকের পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি ত্রাস ও হিংসা ছড়িয়েছে তারা। সময় সময় এ ধরনের জঙ্গিপনার ফলস্বরূপ বাংলাদেশে হিন্দুরা, যারা দেশভাগের সময় ৩২ শতাংশ ছিল, তারা আজ ৮ শতাংশেরও নীচে চলে এসেছেন ক্রমাগত জিহাদি নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক আরও বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট, অফিস, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, মহিলা, শিশু, এমন-কি তাঁদের আরাধনাস্থল মন্দির, গুরুদ্বার এবং অন্যান্য আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলি নিরাপদ নয়। বলা যায় সেখানে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শান্তনু নায়েক বলেন, এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব। তিনি বলেন, ভারত অবশ্যই এই পরিস্থিতিতে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। ভারত ঐতিহ্যগতভাবে সারা বিশ্বের নিপীড়িত সমাজকে সাহায্য করেছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

ইসিলর এ বিরাট কোহলিকে সামনে রেখে নতুন ব্র্যান্ডের প্রচার শুরু করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ Essilorএ, বিশ্বব্যাপী প্রেসক্রিপশন লেন্সের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড, ভারতের ব্র্যান্ড ফেস বিরাট কোহলিকে সামনে রেখে তাদের নতুন প্রচারাভিযান চালু করেছে। ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল ব্র্যান্ডের অবস্থানকে শক্তিশালী করা এবং দর্শকদেরকে Essilor-এর উন্নততর পণ্য অফারগুলির সাথে সংযুক্ত করা যা দৃষ্টি সংশোধনের প্রয়োজনের সমাধান প্রদান করে। প্রচারণার প্রথম পর্ব Eyezenএ-কে তুলে ধরে, এটি Essilorএ-এর পক্ষ থেকে আসা একক লেন্স, যারা ডিজিটাল ডিভাইসের সামনে দীর্ঘ সময় ধরে উন্মুক্ত থাকেন তাদের জন্য। ক্যাম্পেইন ফিল্মটি দীর্ঘ সময় ধরে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা এবং চোখের চাপ ও ক্লান্তির মুখোমুখি হওয়া একাধিক পরিস্থিতি চিত্রিত করে। কোহলি, একজন Eyezenএ পরিধানকারী হিসেবে, দেখা যায় যে আইজেন লেন্সের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে এগুলি ডিজিটাল স্ক্রিন থেকে চাক্ষুষ ক্লান্তি কমাতে এবং নীল-বেগুনি আলো ফিল্টার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, একটি অনন্য সমন্বয় যা চোখের শিথিলতা এবং সুরক্ষা প্রদান করে। প্রচারের দ্বিতীয় ধাপটি Variluxএ -কে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে, Essilorএ-এর প্রগ্রেসিভ লেন্স, যা প্রেসবায়োপিয়া সম্পর্কিত দৃষ্টি সমস্যা সংশোধন করতে ব্যবহৃত হয়।(২)ক্যাম্পেইন ফিল্মটি বিরাট কোহলিকে পূর্ববর্তী বছর থেকে তার কোচের কাছে Varilux এ-এর প্রচারক এবং উকিল হিসাবে দেখায়। ফিল্মে দুজনেই একটি রেস্তোরাঁয়

কথোপকথন করছেন যেখানে কোহলি তার কোচের লক্ষণীয় সংগ্রাম পর্যবেক্ষণ করেছেন, যিনি একটি নন-প্রগ্রেসিভ লেন্স পরেছেন কাছের দূরত্বে ডিজিটাল ডিভাইস দেখার জন্য। কোহলি পরামর্শ দিয়েছেন যে তার কোচ Variluxএ লেন্স ব্যবহার করে এই ধরনের অসুবিধা এড়াতে এবং আরও ভাল দৃষ্টি পেতে পারেন। ফিল্মটি Variluxএ প্রগ্রেসিভ লেন্সের সাহায্যে প্রেসবায়োপিয়া সংশোধন করার জন্য AI প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে। নরসিমহান নারায়ণন যিনি, Essilor Luxottica দক্ষিণ এশিয়ার প্রেসিডেন্ট তিনি বলেন, Essilor-এ, আমরা গ্লোবাল স্পোর্টস আইকন - বিরাট কোহলির সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব চালিযে. যেতে এবং আমাদের গ্রাহকদের জন্য একটি নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায় উন্মোচন করতে পেরে রোমাঞ্চিত। আমাদের উন্নত প্রযুক্তি এবং Eyezen এবং Variluxএ এর মতো উন্নত পণ্য আবিষ্কার করার সময় সব বয়সে পরিস্কার এবং স্বাস্থ্যকর দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। নতুন ক্যাম্পেইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিরাট কোহলি শেয়ার করেছেন, আমি নিজে একজন Eyezen এ পরিধানকারী এবং এই লেন্সগুলি যে প্রচুর আরাম এবং সুরক্ষা প্রদান করে তা ভালোবাসি। Essilor বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি যত্নে বিপ্লব ঘটাতে অগ্রগণ্য এবং আমি তাদের উদ্ভাবনী পণ্য এবং প্রতিটি লেন্স কীভাবে ব্যক্তিগত দৃষ্টি যত্নের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৈরি করা হয় সেটি শেয়ার করতে পেরে দারুন উদগ্রীব হয়ে পড়েছি।

নেটওয়ার্ক অ্যাডভার্টাইজিং প্রাইভেট লিমিটেড হল বিরাট কোহলির সাথে নতুন প্রচারের পিছনে সৃজনশীল সংস্থা। শায়নদীপ পাল, নেটওয়ার্কের চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার ক্যাম্পেইনটির পিছনে তার অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করেছেন, এটা প্রতিদিন হয় না যে আপনি এমন কোনও সেলিব্রিটির সাথে কাজ করবেন যিনি, বাস্তব জীবনে, তিনি এমন একটি ব্র্যান্ড ব্যবহার করেন যা তিনি অনুমোদন করেন। এবং এটি আমাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে-এমন একটি স্ক্রিপ্ট লিখতে যা ১০০ সত্যিকারের দেখতে এবং অনুভব করে। সমন্বিত বিপণন প্রচারাভিযানটি সারাদেশে টিভি, সামাজিক ও ডিজিটাল চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে।

(১) উৎস– Euromonitor, Eyewear ২০২৩ সংস্করণ Essilor ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি RSP এ বিশ্বব্যাপী খুচরা মূল্য বিক্রয়।

(২) প্রায় ৪০ বছর বয়স থেকে, একজনের কাছের বস্তুগুলিতে ফোকাস করতে বা আবছা আলোতে পড়তে সমস্যা হতে পারে। একে প্রেসবায়োপিয়া বলা হয় এবং এটি বার্ধক্যের একটি প্রাকৃতিক অংশ।

এপিডিআরের উদ্যোগে বন দফতর ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৮ আগস্ট ঃ বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমনে মারা যাচ্ছে ক্রমাগত সুন্দরবনের মৎস্য জীবিরা। আর সরকারী ক্ষতি পূরণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের। তাই তাদের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতিএপিডিআরের উদ্যোগে বুধবার বনদপ্তরের ক্যানিং অফিসে গন ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হলো একাধিক দাবিকে সামনে রেখে।এদিন সুন্দরবনের কুলতলি মৈপীঠ এলাকার শতাধিক মৎস্য জীবি এপিডিআরের ডাকে ক্যানিং বন দপ্তরের অফিসে জড়ো হয়। বন দপ্তরের অফিসার ও কর্মীদের অবহেলা ও অত্যাচারে সু ন্দরবনের মানুষ চরম ক্ষুদ্ধ। তাই এদিনের গণ ডেপুটেশনে তারা গণজমায়েত করে। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ডিরেক্টর জাস্টিন জোনস এপিডিআরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করেন।এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এদিন এই গন ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন এপিডিআরের রাজ্য সহ সম্পাদক সোমনাথ বসু, জেলা সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল,জেলা কমিটির সদস্য রঞ্জিত সাহা,সমাজ কর্মী সিরাজ খান সহ আরো অনেকে।এদিন এই প্রসঙ্গে এপিডিআরের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, চলতি বছরে এখনো পর্যন্ত সু ন্দরবনে দশ জন মৎস্যজীবির ওপর বাঘের আক্রমন ঘটেছে। তার মধ্যে সাত জনের মৃত্যু ঘটেছে। আর সরকারি ক্ষতিপূরন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বাঘে আক্রান্তদের পরিবাররা বঞ্চিত।তাই তাদের নার্য্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে এদিন আমরা বন দফতরের ক্যানিং অফিসে গন ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করি।আমাদের দাবি গুলো ছিলো-১ সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে নিহত আবুর আলি মোল্লার মৃতদেহ খুঁজে বের করে পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে। ২ বাঘের আক্রমণে নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রাপ্য ক্ষতি পূরণের টাকা ঘটনার একমাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। পরিবারের প্রাপ্য সরকারি চাকরির নিয়োগ পত্রও দ্রুত দিতে হবে। ৩ সু ন্দরবনে সমস্ত মসজীবীদের নৌকা সহ মাছ ধরার বিএলসি পাস দিতে হবে।৪ আটক করা সমস্ত নৌকা বিনা শর্ত ফিরিয়ে দিতে হবে। ৫ সুন্দরবনের মৎস্য জীবীদের উপর বন দপ্তরের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। দোষী বন কর্মীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে হবে। বনদপ্তর আমাদের সমস্ত দাবি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো আমরা। তবে এ ব্যাপারে এদিন সু ন্দরবন টাইগার রিজার্ভের ডেপুটিডিরেক্টর জাস্টিন জোনস বলেন, আমি এ দিন এপিডিআরের ডেপুটেশন গ্রহন করেছি। ওনাদের সাথে কথা বলেছি। ওনাদের দাবী গুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবো।

খানাকুলে ত্রাণ বণ্টন থেকে বঞ্চিত,অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ৮ আগস্ট ঃ বন্যা দুর্গতদের এলাকা খানাকুল। প্রতিবছরই বৃষ্টির জেরে ভেসে যায় এলাকা। আর সেখান থেকেই উঠল ত্রাণ নিয়ে বৈষম্যর অভিযোগ। ত্রাণ বণ্টন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের। যা নিয়ে বুধবার বিক্ষোভ দেখাল শাসক শিবির। শাসক শিবিরের দাবি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমুল পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলি ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য,গত মঙ্গলবার এই একই দাবিতে খানাকুল বিধায়কের নেতৃত্বে খানাকুল ১ ব্লকে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিজেপি। যদিও, খানাকুলের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ পাঠানো হয়েছে। যাতে সঠিক বণ্টন হয়। বিষয়টি নিয়ে জানিয়েছেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য। এ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নুর নবি মণ্ডল বলেন, বিজেপির লোকজন ফূর্তি করছে। সরকারিভাবে যে ত্রাণ আসছে তা ওরা লুঠ করছে। ওদের দুটো মাত্র পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার বেশি আছে। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কোনও সময় চাইলে পঞ্চায়েত দখল করেই নিতাম। অপরদিকে, খানাকুল ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ উমেশ অধিকারী বলেন, খানাকুল বন্যা কবলিত এলাকা। এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে গিয়েছে। আর আমরা ত্রাণ সমবণ্টন করেছি। এই সব অভিযোগ মিথ্যা।

হাওড়ায় বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ

সুমন আদক, হাওড়া, ৮ আগস্ট ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং পানীয় জল, রাস্তা, বিদ্যুৎ সহ মানুষের নূন্যতম দৈন্যন্দিন চাহিদার দাবিতে বুধবার হাওড়ার সাঁকরাইল চাঁপাতলায় বিজেপির পক্ষ থেকে এক অবস্থান সত্যাগ্রহ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা। তিনি বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য। সাধারণ মানুষ জিনিস কিনতে পারছেন না। চাষীরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। অথচ তৃণমূলের একশ্রেণির ফোঁড়েরা বাজারে কৃত্রিমভাবে জিনিসের দাম বাড়িয়ে মুনাফা লুটছে। অথচ রাজ্য সরকার একটা টাস্ক ফোর্সের নাটক করে চুপ করে বসে রয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৫০ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩১

রাজনৈতিক পরিবেশ পাল্টাচ্ছে

পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে করোনা সংক্রমণ একেবারে বিশ্বের সমস্ত স্তরের পরিবেশ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক পরিবেশ একেবারে পাল্টে দিয়েছে। করোনা পরিবেশ তো বিশ্বের মানুষকে একটি ঘর বন্দ্ব প্রাণীতে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছে। মানুষ কোনওদিন ঘরে আবদ্ধ থাকেনি। তারা সব সময়ে বিশ্বকে জয় করতে রাস্তায় বের হয়েছে। সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করেছে। মানব সভ্যতার বিকাশ করতে তারা আগ্রহী হয়েছে। ভারতের বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল মানব সভ্যতার অগ্রগতির সময় থেকে। তারও আগে থেকে ভারতের মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হলেও আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার পর দ্রুত গতিতে জীবনের অগ্রগতি হতে শুরু করে। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার আগে ভারতের অবস্থা কী রকম ছিল তা অবশ্যই জানা যায় না। তবে এটা ঠিক যে ভারতের প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছিল আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার সময়ে। তার আগে অনার্যরা ভারতে বসবাস করতো বটে। তবে তারা বনের মধ্যে বসবাস করতে বেশি পছন্দ করতো। আর্যরা এসে তাদেরকে সভ্য করতে শুরু করে। ইউরোপকে সভ্য করেছে গ্রীস দেশ। গ্রীস দেশের দার্শনিকেরা ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ করে। আমেরিকার সভ্যতার বিকাশ করে ব্রিটিশরা। আমেরিকায় আগে রেড ইন্ডিয়ানরা বসবাস করতো। তারা কাচা মাংস থেকে শুরু পুড়িয়ে মাংস খেতো। সেই রেড ইন্ডিয়ানদের সভ্য করে ইংরেজরা। ইংরেজরা আমেরিকাতে গিয়ে সভ্যতার বিকাশ শুরু করে দেয়। পৃথিবীর পরিবেশ কিন্তু সব সময়ে একটি স্থানে স্থির হয়ে থাকেনি। বারবার তার পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছিল। মধ্য প্রাচ্যের সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছিল আরও পরে। সেখানকার পরিবেশ ছিল রুক্ষ। তার ফলে সেখানে কোনও রকমভাবে মানুষ বসবাস করতে চাইতো না। কিন্তু সেখানকার মানুষেরা প্রবল সংগ্রাম করে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তবেই তারা সেখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। এই পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবেশ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ইউরোপের পরিবেশের সঙ্গে মিল খাবে না। ইউরোপের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এশিয়ার পরিবেশের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমেরিকার প্রাকৃতি পরিবেশের সঙ্গে এশিয়া এবং ইউরোপের পরিবেশের সঙ্গে মিল খাবে না। পরিবেশ এবং রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে থাকে। এইভাবেই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে শুরু করে সভ্যতার বিকাশ এবং রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছিল। খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, বৃদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম সহ বিভিন্ন ধর্ম যখন পৃথিবীতে প্রচারিত হতে শুরু করে দিল তখন থেকেই আবার মানুষের পরিবেশগত পার্থক্য দেখা দিতে থাকলো। ধর্ম মানুষকে বিভাজন করতে শুরু করে দিল। জাত-বর্ণ মানুষের পরিবেশকে পরিবর্তন করতে থাকে। সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন রেখা তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে।

শিল্পী অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিয়ালি ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে হয়েও অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে শিল্পকলা চিত্রায়িত করে গিয়েছেন সেটা কিন্তু বাংলার তথা ভারতের শিল্প সম্পদ। ঔপনাসিক শাসনের কালে বিদেশি শিল্পীদের সমকক্ষ শিল্পী হয়ে উঠলেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনকী তাঁর চিত্রকলা থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি ইতিহাসের সন্ধান করতে শুরু করে দেয় বহু বিদেশি শিল্প ইতিহাসবিদেরা। অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার নিজস্ব যে চিত্রকলা ছিল তাকে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন 'আপন কথা', 'ক্ষীরের পুতুল' বা বাংলার রূপ কথার মতো অবিস্মরণীয় রচনার মধ্যে দিয়ে। সেখানে তিনি শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, চিত্রশিল্পকে সৃষ্টি করেছেন। গ্রামীন চিত্রকলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাশাপাশি তিনি ইসলামীয় শিল্প কলার চর্চা করে গিয়েছেন। ভারতের ইসলাম যুগের বিশেষ করে মোঘল শিল্পকে তাঁর তুলিতে স্থান দিয়েছেন। একেবারে সেই সব চিত্রকলা নতুন আঙ্গীকে প্রকাশিত হয়েছিল। ধ্রুপদী সঙ্গীতে, নৃত্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিগুরু তাঁকে পাগলা বলে উল্লেখ করলেও অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনও সময়ে রাগ করেননি। উপরন্তু তিনি খুশি হতেন। বাড়ির কাকা জ্যেঠাদের আদর পেয়েছেন সারা জীবন। সেই কারণ তাঁর শিল্পকলা ছিল খুশির হাওয়া। সেখানে কোনও দুখ ছিল না। যদিও সাজাহানের শেষ চিত্র অঙ্কিত করেছেন মনের গভীর দুঃখবোধ থেকে। সেটা শিল্পকে উজ্জ্বল করেছে। ভারতীয় শিল্পকলার একটি অন্যতম সেরা নির্দর্শন হয়ে থেকেছে। স্বদেশি চিন্তায় মধ্যে দিয়ে যেমন তিনি শিল্পকলা চিত্রায়িত করেছেন, পাশাপাশি মধ্যযুগের ভারতীয় শিল্পকলার রীতি এসে ধরা পড়েছে তাঁর তুলিতে একেবারে আধুনিক হয়ে। এই ধরনের শিল্পীর হাতে গিয়ে পড়লেন নন্দলাল বোস। দেশগাঁয়ের ছেলে ছিলেন নন্দলাল। নন্দলালের বাবা পূর্ণচন্দ্র ওভারশিয়ার পড়ে মুঙ্গের জেলার খড়গপুরে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে দ্বারভাঙ্গা এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। ১৫ বছর বয়সে কলকাতায় এসে এন্ট্রাস পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়ে বিশে, সুবিধা করতে পারলেন না। তাঁর মা ক্ষেত্রমণি প্রভাব নন্দলালের জীবনে এসে পড়েছিল। ছোট বয়স থেকে আঁকা-গড়ার াকজের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মনের টান ছিল শিল্পকলার দিকে। পরিবারের কেউই নন্দলালের সেই দিকের কথাটা নজরে আনেননি। ফলে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে মন টানতো না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

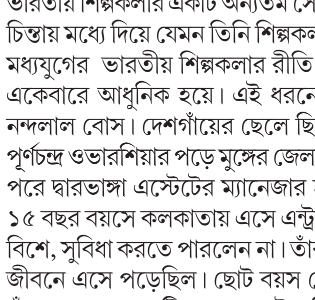

রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন। অহংকার পতনের মূল কারণ।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। শক্তিকে গ্রহণ করে কোনও পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস।

বারাণসী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের সদর দফতর হয়ে উঠতে শুরু করলো ব্রিটিশ শক্তির অগোচরে

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৮৫৭ সালে বারাকপুর থেকে। এবারে আর একটি 'দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ' নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন রাসবিহারী বোস এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ এবং গর্ডন হত্যার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও চুপ করে বসে থাকার লোক নন রাসবিহারী। তিনি এবারে চিন্তা ভাবনা করলেন যে আর দেরাদুনে থাকা চলবে না। এবারে অন্য কোনও স্থান থেকে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে। বাংলা এবং চন্দননগরের ওপরে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সেখান থেকে আর কোনও বিপ্লবী কাজকর্ম করা অসম্ভবে পরিণত হয়েছে। সেই সময়ে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, চন্দননগরের বিপ্লবী সমিতির সদস্য এবং রাসবিহারী বোসরা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিলেন যে কলকাতা এবং চন্দননগর থেকে বিপ্লবীর কাজকর্ম অন্যত্র সরাতে হবে যেখানে ব্রিটিশ সরকারের নজর থাকবে না। বেনারস হচ্ছে ধর্মীয় স্থান। ফলে এই স্থানের দিকে ব্রিটিশ সরকারের নজর কম থাকবে। ১৯১৩ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বেনারস গোষ্ঠীর নেতা রূপে চিহ্নিত হলেন। তবে তার আগেই তিনি ১৯০৮ সালে বেনারসে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ সরকার 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে শচীন্দ্রনাথ বেনারসের 'অনুশীলন সমিতি'এর নাম পরিবর্তন করে 'ইয়ং মেন'স অ্যাসোসিয়েশন' নাম রাখলেন। অনুশীলন সমিতি'র নাম বদল করা হল শুধু মাত্র ইংরেজদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। তিনি আবার অভিভাবকদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করলেন। সেই কমিটি তৈরি করার একমাত্র লক্ষ্য হল অভিভাবকেরা যাতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সহযোগিতা করেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত এই অভিভাবক কমিটি সদসর্য্য খুবই সক্রিয় ছিল। "formed a new party the object of which was to get in touch with the Bengal anarchists an to carry on a similar work in the United Provinces. The obtaining of arms and ammunation, the manufacture of bombs, the distribution of seditious literature, and tampering with the loyalty of the troops were among the means to be employed. From this time the activities of Sachindra and his friends became definitely criminal in character. Sachindra did in fact get in touch with the Bengal anarchists through one Makhan babu who introduced him to Sasanka Mohan

Hazra, and Sachindra used to visit Bengal time to time and obtain both funds and bombs from that source. In the autumn of 1913 seditious literature was distributed by hand to a number of schools and colleges in Benares, while some numbers pasted sedtious leaftets on walls, and other copies of leaflets were distributed through the post. (The Judgement of Benares Conspiracy Case, as reported in the Statesman of February, 15, 1916)" ১৯১৪-১৪ সালে 'শ্রমজীবী সমন্বয়' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মারফৎ রাসবিহারী বোস এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সরাসরি যোগযোগ কর্য্যর ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে গোপন আলোচনা বসল। সেখান রাসবিহারী ১৮৫৭ সালে সেপাই বিদ্রোহের মতো ভারতীয় সেনাদের সহযোগিতা নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী একটি সেনা অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দিলেন। এর আগে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে হাবিলদার এবং স্থানীয় সেপাইদের মধ্যে জাতীয় চেতনা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। দেশীয় সিপাইরা এখন বিদেশে গিয়ে যুদ্ধ করছে। সেখানেই তারা মারা যেতে শুরু করেছে। সৎকার হচ্ছে না। ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা পরিবারের মধ্যে। ১৯১৪-১৫ সালে 'শ্রমজীবী সমন্বয়' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মারফৎ রাসবিহারী বোস এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সরাসরি যোগযোগ করার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটিতে গোপন আলোচনা বসল। সেখান রাসবিহারী ১৮৫৭ সালে সেপাই বিদ্রোহের মতো ভারতীয় সেনাদের সহযোগিতা নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী একটি সেনা অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দিলেন। এর আগে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে হাবিলদার এবং স্থানীয় সেপাইদের মধ্যে জাতীয় চেতনা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। দেশীয় সিপাইরা এখন বিদেশে গিয়ে যুদ্ধ করছে। সেখানেই তারা মারা যেতে শুরু করেছে। সৎকার হচ্ছে না। ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা পরিবারের মধ্যে। ইউরোপে যুদ্ধ অভ্যসম্ভাবী। বাংলার সেনা অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জিকে দায়িত্ব নেওয়ার কথা উল্লেখ করলেন রাস বিহারী। রাসবিহারী সেই সময়ে মতিলাল রায়কে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে অরবিন্দের কাছে উপস্থিত হওয়ার কথা বললেন। মতিলাল রায় একেবারে ইংরেজ সাহেবদের মতো সাজপোশাক করে পণ্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। সঙ্গে ছিলেন সুদর্শন চ্যাটার্জি। সেখানে তিন মাস তিনি ছিলেন। মতিলাল অরবিন্দের সম্মতি নিয়ে চন্দননগরে এসে উপস্থিত হলেন।

পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী বেনারস এসে পৌঁছালেন শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে সঙ্গী করে। তিনি শচীন্দ্রনাথের বাঙালিটোলার বাড়িতে বাস করতে শুরু করলেন। তারপরে তিনি অযোধ্যা, লখনউ, কাউনপুর, আগ্রা পরিদর্শন করে কলকাতায় ফিরে আসেন। রাসবিহারী তখন বেনারস, দিল্লি এবং লাহোর অঞ্চলে বিপ্লবী সচেতনা বৃদ্ধি করতে ব্যস্ত ছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি এবং রাসবিহারী তখন বেনারস গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এদিকে ১৯১৪ সালে দিল্লিতে আমির চাঁদ এবং অবোধ বিহারী গ্রেফতার হওয়ার খবরের পরই রাসবিহারীকে গ্রেফতার করার ওয়ারেন্ট ইস্যু বের করলো ব্রিটিশ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ সালে। যাবজ্জীবন কারা দণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেতে রাসবিহারী চন্দননগরে এসে গা ঢাকা দিলেন। সেই সময়ে স্কুল বন্ধু শিরীষ চন্দ্র ঘোষ রাসবিহারীকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হল রাসবিহারীকে। সেই ঘরটি বাইরের থেকে তালা দেওয়া ছিল যাতে কেউ বুঝতে না পারে ঘরের ভিতর কোনও লোক রয়েছে। রাসবিহারী একাকী একটি অন্ধকার থাকতে লাগলেন। খাদ্য থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস খুব গোপনে তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো। ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ কলকাতা পুলিশ-এর ডেনহ্যাম এবং টেগার্ট সেই বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন রাসবিহারীকে গ্রেফতার করতে। কিন্তু সেখানে রাসবিহারীর কোনও দেখা তাঁরা পেলেন না। খালি হাতে তাঁদেরকে ফিরতে হলো। ১৯১৪ সালের ২৯ জুলাই পুলিসের সাপ্তাহিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে "he (Rash Behari) was present at home on the night his house was searched at Chandernagore, and actually watched the search from behind a mango tree in his garden close by."। এই ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন বিজন বিহারী বোস তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধ লেখায়" নীরব বিপ্লবী শিরীষ চন্দ্র ঘোষ" যা প্রকাশ হয়েছিল 'প্রবর্তক' পত্রিকায় ১৯৫৮-১৯৫৯ সালে। বিপ্লবী শিরীষ চন্দ্র ঘোষ সেই সময়ে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন রাসবিহারীকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে। হাটখোলাতে নরেন্দ্রনাথ ব্যানাার্জির বাড়িতে থাকার সময়ে একই রকমভাবে রাসবিহারীকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেন শিরীষ চন্দ্র ঘোষ।

এদিকে ইউরোপ চঞ্চল হতে শুরু করে দিয়েছে। অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধের একটি অভাস আগে থেকেই ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ পেয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ গোপনে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। রাস বিহারী ভাবলেন এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। ব্রিটিশ শক্তি যখন ইউরোপের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন চরম আঘাত হানতে হবে। তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারত থেকে সরে যেতে বাধ্য। সেই কারণে দেরাদুন থেকে কোনও রকম আর বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করা যাবে না। বেনারস হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ। ধর্মীয় পাঠস্থানের আড়ালে বিপ্লবী কর্মযজ্ঞ চলতে থাকবে। ব্রিটিশ রাজ শক্তি যখন ইউরোপের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন ভারতের সমস্ত বাসিন্দা এবং ভারতীয় সেনারা একত্র হয়ে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে তারা বাধ্য হবে ভারত ত্যাগ করতে। বেনারসে আছেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। তাঁর রাসবিহারী সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বিপ্লবী শিরীষ ঘোষের সঙ্গে আলোচনাা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবারে একেবারে আত্মনিয়োগ করতে হবে দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে। রাস বিহারী দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটের থেকে চিকিৎসার কারণ দেখিয়ে বেশ দীর্ঘকালীন ছুটি নিলেন। পিতাকে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিটা তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল শিরীষ চন্দ্র ঘোষের ওপরে। রাসবিহারীর পিতা বিনোদ বিহারী বোস তখন সিমলাতে। ১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে তিনি পুত্রের চিঠিটা হাতে পেলেন। "Dear Baba, After crores of salutations, my submission in this that you have surely heard by this time I am now entangled in a net of dangers of most terrible nature. Though God knows that I am wholly innocent, yet through the influence of my stars, I am today in the eye of all, an accused in the Delhi case. This is perhaps my last letter. But I trust you will never look upon me as faithless and guilty. I say in the name of God that I am wholly innocent. Be that as it may, everything is happening through the influence of stars, and I too am being carried along in their revolutions. What can I do? Man can never alter fate. Besides, when the mightiest government is my antagonist, it will be extremely difficult (for me) to obtain justice in the court (of law). However, whatever, is decreed by fate, will happen. I have been dreaming of how you might get happiness in end of your life, when the terrible bolt from heaven fell. Don'y waste money for nothing by engaging a pleader for me, for it is almost an impossible to fight against the government..I resign everything into the hand of God; do pray to Him for my welfare. " (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-121)। রাসবিহারী যা চিন্তা করেছিলেন তাই ইউরোপে ঘটতে শুরু করলো। ১৮ জুন ১৯১৪ সালে যুগোশ্লাভের জাতীয়বাদীরা (ক্রমশ)

বাঙালি চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশ

১৯৩৪ সালে অবিভক্তত বাংলার ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন দিলীপ মহলানবিশ। দেশভাগের সময়ে বাংলাদেশ থেকে চলে আসেন দিলীপ এর পরিবারের লোকেরা। প্রথম বরাহনগরে। তারপরে তিনি শ্রীরামপুরে এসে বসবাস করতে থকেন। কলকাতার হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯৫১ সালে এই স্কুল থেকে তিনি মাট্রিক পাশ করেন। তারপরে তিনি প্রেসিডেন্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্স কলেজের কলমে লেখায় তাঁর নাম একেবারে ছোট কবে লেখা রয়েছে। তিনি কোনও দিন নামের পিছনে ছোটেন নি। চিরকালই তিনি প্রচার বিমুখ ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিএস পাশ করেন। তার আগে তিনি ১৯৫৩ সালে বেলুড় মঠ মিশন আইসিএস পাশ করেছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি এডিনবর রয়েল কলেজ থেকে এম আর সিএস পাশ করেছিলেন। কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯৬২ সালে। তাঁর শেষ জীবনটা কেটেছে কলকাতার সল্টলেকে। কলকাতা মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগে তিনি হাউস স্টাফ যোগদান করেছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে যোগান করেছিলেন। লন্ডন থেকেই তিনি শিশু চিকিৎসা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ডিসিএইচ লাভ করেন। এরপরে তিনি এমআরসিপি হন এডিনবরার রয়্যাল কলেজ থেকে। মাত্র ২৮ বছরে তিনি কুইন এলিজাবেথ হাসপাতাল ফর চিলড্রেন সংস্থার রেজিস্ট্রার হিসাবে যোগদান করেন। তিনি সব সময়ে শিশুদের চিৎিসা করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি মনে করতে শিশুদের জীবন যদি রক্ষা করা যায় তাহলে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব। শিশুদের রক্ষা করতে পারলে আগামি দিনে নয়া মানব সত্যা গড়া তোলা সম্ভব হবে। শিশুরা হচ্ছে ভগবানর দূত। তাদেরকে রক্ষা করা একজন চিকিৎসকের প্রধান কর্তব্য। সেই কারণে তিনি শিশুদের জীবন রক্ষা করার ওপরে বেশি করে জোর দিতেন। ভারতবর্ষে শিশুর মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। শিশুদের মৃত্যুহার কমাতে হবে। শিশুদের জন্য সুচিকিৎসার বব্যস্থা করতে হবে। সেই কারণে তিনি ব্রিটেনের কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালে শিশু বিভাগের ডাক্তার হয়েছিলেন। সেখানে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে চিকিৎসা কবে

সেখানে সুনাম অর্জন করেন। বিলাতের রাজ পরিবারের সদস্যরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তারপরে তিনি আমেরিকান মেডিকেল কেয়ার ফেলো পদে যোগ দেন জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭০ সালে তিনি কাজ করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে কলেরা, ডায়েরিয়া, আন্ত্রিক রাগ থেকে রক্ষা পেতে গেলে নুন চিনির জল খেতে হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি আবিস্কার করে ফেললেন চিনি বেকিং পাউটার মিশ্রিত যা ওআরএস নামে একটি মহাযৌধ যার খ্যাতি একন সারা বিশ্ব জুড়ে। এই ওআরএস এর আবিস্কার কর্তা হচ্ছেন ডাক্তার দিলীপ মহলনাবিশ। তিনি এই ওআরএস আবিস্কার না করতে পারলে সারা বিশ্বে কয়েক কোটি মানুষ প্রতি বছর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে তিনি নিজের গবেষণাগার হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন। সেখানেই তিনি বিভিন্ন সংক্রমণ রোগ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে থাকলেন। বিশেষ করে সংক্রামণ রোগের ব্যাপারে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকলেন। তিনি মনে করেন কলেরা হচ্ছে একটি সংক্রমণ রোগ। একজনের হলে তা দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থকে। সেই কারণে তিনি কলেরাকে একেবারে নির্মূল করার কথা ভাবতে থাকেন। তার ফলে তিনি উন্নত মানের ওআরএস আবিস্কার করে ফেললেন। আমেরিকার জনস হপকিনস থেকে কলকাতার বেলেঘাটা হাসপাতালে থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করলেন।

বিদেশ থেকে নিজ মাতৃভূমিতেফিরে এলেন দিলীপ মহলনাবিশ। ১৯৭১ সালে বনগাঁতে শরনার্থী শিবিরে উপস্থিত হয়ে তিনি ওআরএস প্রয়োগ করতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে নবগাঁ অঞ্চলে শরনার্থীদের মধ্যে যে ব্যাপক কলেরা দেখা গিয়েছিল তা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিল। একেবারে নির্মীল করে দিলেন ডাক্তার দিলীপ মহলনাবিশ। এই নিয়ে বিশাল বিশাল প্রবন্ধ রচনা হল 'জনস হপকিনস' এবং 'লানসেট' জার্নালে। সেই সব লেখা জমা পড়তে শুরু করলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাতে। হু এর প্রতিনিধিরা বনগাঁ সীমান্তে এসে উপস্থিত হল। হু এর প্রতিনিধি নিজেদের চোখে দেখে গেলেন ডাক্তার দিলী মহলনাবিশের আবিস্কার ওআরএস কীভাবে রোগ বৃদ্ধি কমাতে শুরু করে দিলীপ মহলনাবিশের নাম প্রথম সারিতে উঠে এল। কথা উঠেছিল তাঁর নাম নোবেল কমিটির কাছে পাঠাানো হবে। কিন্তু প্রচার বিমুখ ডাক্তার দিলীপ মহলনাবিশয কারোর কাছে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা বলেননি। কোনও নোবেল প্রাপক তাঁর নাম নোবেল কমিটির কাছে সুপারিশ করেননি। তার ফলে তাঁর নোবেল পাওয়া একেবারে অধরা থেকে গেল। এটা আমাদের কাছে খুবই আক্ষেপের বিষয়। যে আবিস্কারক ডাক্তার দিলীপ মহলনাবিশের নোবেল পাওয়ার কথা ছিল তাঁর নোবেল পাওয়া হল না। এমনকী ভারত সরকার থেকে তাঁকে পদ্মশ্রী বা পদ্মবিভূষণ দেয়নি। অথচ এই ডাক্তার মানুষটি আজকে সারা বিশ্বের মানুষদের বিশেষ করে শিশুদের জীবনকে রক্ষা করার জন্য ওআরএস আবিষ্কার করে লেগেন। তাঁর ওষুধ আজকে বিশ্বের সব মানুষের প্রাণকে রক্ষা করছে। এটা একেবারে ভুলে গেলে চলবে না। ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এর ডায়রিয়া ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের মেডিকাল অফিসার ছিলেন। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিস রিসার্চ এর ক্লিনিক্যাল সায়েন্সের অধিকর্তা ছিলেন। নির্মাণ করেছিলেন সোসাইটি ফর অ্যাপ্লায়েড স্টাডিজ। যুক্ত হলেন পার্ক সার্কাস এর ইন্সটিডিউট অব চাইল্ড হেলথের সঙ্গে। বহু চিকি?সা কেন্দ্রকে তিনি অর্থ দান করতেন। পার্ক সার্কাসের ইন্সটিডিউট অব চাইল্ড হেলথ সংস্থাকে তাঁর নিজের অর্জিত অর্থ থেকে এক কোটি টাকা দান করেছিলেন। শিশুদের জীবনকে রক্ষা করতে এই দাান করেছিলেন। শিশুরা যাতে চিকিৎসা থেকে অবহেলিত নাহতে পারে তার দিকে খেয়াল তিনি রাখতেন। তাঁর াকছে যে কোনও সময়ে .শিশুদের রোগী উপস্থিত হলে তিনি কাজ থেলে দিয়ে আতে চিকিৎসা করতে শুরু করতেন।

সম্পাদক সমীপেষু

সাঁওতালদের মধ্যে আস্থা অর্জন

কলকাতার শিক্ষিতদের মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগর একেবারে হাঁপিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি শেষ জীবনে শান্তিতে বসবাস করার জন্য কর্মাটাঁড়ে চলে গিয়েছিলেন। একেবারে সাঁওতালদের মধ্যে থেকে জীবনের শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিধবা বিবাহ দেওয়ার পর বিদ্যাসাগর মনে করলেন এবারে কলকাতায় থেকে আর কোনও কাজ নেই। বিদ্যাসাগর সেই কারণে শেষ জীবন শান্তিতে থাকার জন্য বাংলা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কর্মাটাঁড় কথাটার অর্থ হচ্ছে বিস্তীর্ণ কর্মভূমি বা করমগাছ এর ডাঙ্গা। বিদ্যাসাগর আঠারো বছর সাঁওতালদের মধ্যে কাটান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, কর্মা নামে এক সাঁওতালের নামে কর্মাটাঁড়)। এখানে বিদ্যার পাহাড় নন, কর্মের পাহাড় করমবুরু বা কর্ম-দেবতা। ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকায় অনেক স্থানে বিভিন্ন গ্রামের এক নাম দেখা যায়, প্রধানত গাছের নাম, মেন কর্মাটাঁড় (হলুদ ও কেলিকদম), জামতাড়া, মাতকোমডহি (মহুয়া), সারজংডিহি (শাল), সাপারমডিহি (শিউলিবন) ইত্যাদি। হাওয়া বদল বা বিশ্রাম নিতে বিদ্যাসাগর বাঙালি অধ্যুষিত দেওঘরের বড় বাড়ি কেনার চেয়ে সাঁওতালদের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কর্মাটাঁড়েড় বৃক্ষবাগান সহ ছোট বাড়ি কেনা ঠিক করলেন ১৮৬৯ সালে। সাঁওতালরা ওখানকার সাত-আট ধল দিকো (বহিরাগত) বা বাঙালিদের বিশ্বাস করতো না। কারণ এই ভদ্রলোকেদের কাছ থেকে তারা জিনিস বিক্রি করলে দাম পেত না।

শ্রমের মজুরি পেত না। একমাত্র বিদ্যাসাগর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি প্রতি বছর হাজার টাকার কম্বল, কমলালেবু, খেজুর কিনে সাঁওতালদের পরিবারের মধ্যে বিতরণ করতেন। বিশেষ করে বয়স্ক সাঁওতালদের শীতের বস্ত্র দিতেন। ওষুধ, ভেষজ ও পথ্য দিতেন। কারোর কলেরা হলে চিকিৎসা করতেন এবং নিজের হাতে রোগীর মলমূত্র পরিস্কার করতেন। দুপুর রোদে তিন মাইল হেঁটে বালকের চিকিৎসা করেছেন। সাঁওতালদের মধ্যে থেকে তিনি কাজ করে গিয়েছেন আনন্দের সঙ্গে। সেখানকার আদিবাসী সমাজ বহিরাগতদের সম্পর্কে যে অবজ্ঞা ছিল সেটাকে তিনি দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের মধ্যে আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার জন্য সেখানে একটি স্কুল খুলে ছিলেন। সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তিনি স্বয়ং। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরেরর এই নন্দন কাননের নাম দিয়েছিলেন 'মহর্ষির আশ্রম'। বিদ্যাসাগর সকাল বেলায় বাগানের কাজ করতেন। সেখানে বহ্রামী শাক, তেলাকুচা শাক, তুলসী সহ আরও বেশ কিছু ওষুধি গাছ লাগিয়েছিলেন। ফলের গাছও তিনি লাগান। এখন তাঁর নিজের হাতে পোঁতা আম গাছটি বিশাল আকার ধারন করে বিরাজ করছে এখনও।

সাঁওতালদের গ্রামেও যেতেন বিদ্যাসাগর। সহজ সরল মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। বিদ্যাসাগর না চাইলে তার হাতে মরগিছানা তুলে দিত সাঁওতালরা। তাঁর সমানে সাঁওতাল মেয়েরা নাচ করতো। বিদ্যাসাগরের সমানে নাচ করতে সাঁওতাল মেয়েদের কোনও লজ্জা ছিল না। নন্দন কাননে বিদ্যাসাগর একটি স্কুল স্থাপন করেন ১৮৭৩ সালে। সাঁওতালরা সবাই কিন্তু বিদ্যাসাগরের বাংলা ভাষা বুঝতো না। মাত্র একজন সাঁওতাল মেয়ে বিদ্যাসাগরের কথা বুঝতো । সেই বিদ্যাসাগরের কথাকে সবার কাছে পোঁছে দিত। বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। -**কাজল বোস**

গোকর্ণ থেকে ডাঙ্গাপাড়া ৮ কিমি বেহাল রাস্তা, ধানের চারা পুতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ৮ আগস্ট ঃ গোকর্ণ থেকে ডাঙ্গাপাড়া ৮ কিমি রাস্তার বেহাল দশা, রাস্তা মেরামতের দাবিতে ধানের চারা পুঁতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসী। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান প্রায় ১০ বছর ধরে গোকর্ণ বাজার থেকে ডাঙ্গাপাড়া পর্যন্ত প্রায় ৮ কিমি রাস্তার বেহাল দশা, প্রশাসনকে বারবার জানিয়ে কোনো সুরাহা হয়নি। তাই বৃহস্পতিবার দুপুরে রাস্তা মেরামতের দাবিতে কান্দি থানার কুমারষণ্ড অঞ্চলের গোকর্ণ থেকে ডাঙ্গাপাড়া রাস্তার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। রাস্তার মাঝে ধানের চারা পুঁতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর ফলে বেশ কিছুক্ষন যানজটের সৃষ্টি হলে কান্দি থানার পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। যদিও এলাকাবাসীর দাবী রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা না করলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান কান্দির কুমারষণ্ড অঞ্চলের ২৭ টি গ্রামের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হাজার মানুষের একমাত্র রাস্তা । গোকর্ণ থেকে ডাঙ্গাপাড়া ৮ কিমি রাস্তা এতটাই খারাপ যে সাধারণ মানুষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতে প্রচন্ড সমস্যা হয়। প্রায় ১৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দুটি হাইস্কুলের শত শত ছাত্র- ছাত্রী এই রাস্তার জল কাদা মারিয়ে স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। সবচেয়ে বড়ো সমস্যায় পড়তে হয় অসুস্থ রোগী থেকে গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে টোটেতে যাওয়ায় সময় মাঝে মধ্যেই বিপদে পড়তে হয় বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। কান্দির গোকর্ণ নওপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মাসরাউল সেখ বলেন ১০ আগে থেকে প্রতিদিন জলকাদা মেরে আমাদের যাতায়াত করতে হয়। যদিও ৫ বছর আগে একবার কোনোরকমে রিপিয়ারিং করা হলেও ৬ মাস যেতে না যেতেই পিচ উঠে পাথর বেরিয়ে গর্ত হয়ে যায়। মাদারহাটি গ্রামের বাসিন্দা সারিউল সেখ বলেন, প্রাইমারী স্কুল থেকে হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা সাইকেল কিংবা টোটোতে যাতায়ত করতে গিয়ে অনেক সমস্যায় পড়ে, কখনো বই কখনো বা স্কুলের পোশাক জলকাদায় নষ্ট হয়ে যায়। বিজয়নগর গ্রামের বাসিন্দা সাইনদ্দীন সেখ বলেন বাজার হাট, চাষ বাসের ফসল নেওয়ার সমস্যা তো আছেই , বড়ো সমস্যা হয় অসুস্থ রোগী, গর্ভবতী মায়েদের , এমন অনেকদিন আছে রাস্তা খারাপের জন্য টোটোর মধ্যেই সন্তান প্রসাব করতে হয়েছে । যদিও এই বিষয়ে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানা যায় এই রাস্তাটি জেলা পরিষদের অধীনে। রাস্তা সমসস্যার বিষটি জানানো হয়েছে। তবে জেলা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

জানালার গ্রিল ভেঙে লুটপাট

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ আগস্ট ঃ ঘরের জানালার গ্রিল ভেঙে আলমারিতে থাকা টাকা এবং সোনার গহনা সহ ভাঙা গ্রিল নিয়ে পালিয়ে গেল দুস্কৃতীরা। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা শহরের ৯ নং ওয়ার্ডের পচাগড় মোড় সংলগ্ন এলাকার। জানা গেছে ওই এলাকার বাসিন্দা অনুব্রত দত্তের বাড়িতে এই চুরির ঘটনাটি ঘটে। বাড়ির মালিক অনুব্রত দত্ত বলেন সকালে ঘরের জানালার গ্রিল ভাঙা দেখতে পান এবং তারপরই নজরে আসে ঘরে থাকা আলমারিও ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। আলমারিতে থাকা প্রায় তিন ভরি সোনার গহনা সহ নগদ কিছু টাকা উধাও। সোনার গহনা এবং নগদ অর্থই নয় জানালার ভাঙা গ্রিল নিয়ে দুস্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলেও জানান তিনি। এদিকে চুরির ঘটনায় মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। অভিযোগের ভিত্তিতে অনুব্রত দত্তের বাড়িতে যান মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন বোলপুরে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৮ আগস্ট ঃ ধামসা মাদলে ও আদিবাসী নৃত্যের ছন্দে মেতে উঠবে বিশ্ব আদিবাসী দিবসে বোলপুর। শুক্রবার বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের মহিষডাল হুল মঞ্চ প্রাঙ্গণে। শুক্রবার বেলা ১২ টা নাগাদ এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়, রাজ্যসভার সাংসদ জনাব সামিরুল ইসলাম, জেলা শাসক বিধান রায়, জেলার বিধায়কবৃন্দ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

OFFICE OF THE
DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NO-12/15TH CFC/2023-24

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 5 (Five) Nos. similar works. Source of Fund: 15 th CFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website http://wbtenders.gov.in from 07.08.2024 at 12.00 Hours to 16.08.2024. up to 12.00 Hours. The pre-qualification documents alone will be opened on 20.08.2024 at 12.00 hours.

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ১৫২_২০২৪-২৫, তারিখ ০৭.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ:** হাওড়া স্টেশনের পিএফ এলাকায় ক্রস ট্র্যাক ড্রেন সহ ভূগর্ভস্থ সিউয়ারেজ লাইনের মেরামতি, রিঅ্যালাইনমেন্ট, ব্যাস বৃদ্ধি। **আনুমানিক ব্যয়:** ২,১৭,৯৭,৩৬০.৩৬ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,৫৯,০০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ৩০.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-215/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DEHIMONDALGHAT-I Gram Panchayat
BARADABAR, AJODHYA, SHYAMPUR-II, Dist.-Howrah

Notice inviting e-tender no- (I) DMGHAT-I-80/2024-25 (II) DMGHAT-I-68/2024-25 and ( ) 102/DM-I/2024-25 E-Tender is invited by the Prodhan, DEHIMONDALGHAT-I Gram Panchayat, for different works.for details please visit website **https://webtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
DEHIMONDALGHAT Gram Panchayat

Office of the
HEERAPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.+P.O.-Dakshin Hirapur, Uluberia, Howrah
Notice Inviting E-Tender

Notice inviting e-tender for works, List of Tender Notice:-1.E-NIT No 01 to 07/15 th CFC/2024-25 dated 08.08.2024. Bid submission Date: from 5.30 PM on 08.08.2024 to 2.00 P.M. on 20.08.2024. Date of opening of Technical Bid:- at 2.00 P.M. on 22.08.2024. Details are available in the office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Hirapur Gram Panchayat
ULUBERIA-I, HOWRAH

হাওড়া পৌরনিগম
৪. মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
দূরভাষ নং. ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২/ ১৩ ফ্যাক্স নংঃ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/02/EE-II/MPLAD/BEUP/24-25 Dated 07.08.2024

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

সহকারী প্রকৌশলী (MPLAD/BEUP), HMC দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে দেশোপ্রাণ সংঘের কাছে আলংকারিক ঠান্ডা জল পানীয় প্রকল্পের জন্য এবং বৈরাগী পাড়া লেনে সিমেন্ট কংক্রিট রাস্তা নির্মাণের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের কাছ থেকে। কাজের অনুরূপ প্রকৃতি। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে https://wbtenders.gov.in বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ২০.০৮.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি 2024_MAD_729823. HMC কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩০(১) / ২৪-২৫
৮ ।৮।২৪

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

ডেঙ্গু মোকাবিলায় শহর জুড়ে সচেতনতার মিছিল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ আগস্ট ঃ ডেঙ্গু মোকাবিলা শহর জুড়ে সচেতনতা মিছিল। জেলা প্রশাসন ও রেড ক্রসের মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে মিছিলের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ মালদা কলেজ ময়দান থেকে শুরু হয় সুসজ্জিত সচেতনতা মিছিল। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সংগঠন ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ও সাফাই কর্মীরাও পা মিলিয়ে ছিল সচেতনতা মিছিলে। মিছিলে পা মেলান, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযূষ শালুঙ্কে, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, ইন্ডিয়ান রেড ক্রসের মালদা জেলা শাখার সভাপতি ডা. ডি এন সরকার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মানুষকে সচেতন করতে মশার মডেল প্রদর্শন করা হয় মিছিলে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র- ছাত্রীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ডেঙ্গু মোকাবিলার বার্তা দেয়। পথ চলতি মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় লিফলেট। সারা শহর পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয় মালদা শহরের বৃন্দাবনি ময়দান এলাকায়। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে জেলা প্রশাসন ও ইন্ডিয়ান রেডক্রসের উদ্যোগে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সচেতনতা মিছিলের আয়োজন করা হয় মালদা শহরে বলে জানান, জেলাশাসক ও পুরপ্রধান।

ডোলোমাইটের ধুলোয় বাড়ছে ফুসফুসের রোগ, দূষণ বন্ধের আওয়াজ তুলে বিক্ষোভে ভয়েস অফ বীরপাড়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ ভুটান পাহাড় থেকে উত্তোলিত ডোলোমাইটের ধুলোয় বাড়ছে ফুসফুসের রোগ, দূষণ বন্ধের আওয়াজ তুলে বিক্ষোভে ভয়েস অফ বীরপাড়া। ডোলোমাইটের ধুলোয় অতিষ্ট মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বীরপাড়া শহরের বাসিন্দারা। মঙ্গলবার ডলোমাইট হাঁটাও, বীরপাড়া বাঁচাও স্লোগান কে সামনে রেখে বিশাল ব্যালি বের করে ডেপুটেশন দিল ভয়েজ অফ বীরপাড়া নামে একটি অরাজনৈতিক মানবিক সংগঠন। উল্লেখ্য, বীরপাড়ার অনতিদূরেই অবস্থিত ভুটান দেশ, মূলতঃ সেই পাহাড় থেকে ডোলোমাইট উত্তোলন করা হয়, যাকিনা ভারতের বিরপাড়া হয়ে চ্যাংড়া বান্দা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য স্থানে পাঠানো হয়। এদিন সংগঠনের ডাকে এবার সেই ডোলোমাইটের বিরুদ্ধে বীরপাড়া শহর উত্তাল হলো বুধবার, শহর জুড়ে চললো র‍্যালি, বিক্ষোভ। ব্যালিতে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের কয়েক হাজার মানুষ সামিল হন। এমনকি বাড়ির প্রচুর মহিলারাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে র‍্যালিতে অংশ নেন। ব্যালিটি বীরপাড়া নতুন বাস স্যান্ড থেকে শুরু হয়ে বীরপাড়া হাসপাতাল চত্বর হয়ে দলগাঁও স্টেশনে পৌঁছে দাবি সম্বলিত স্মরকলিপি বীরপাড়া থানা ও দলগাঁও স্টেশন সুপারেন্টেন্ডেন্ট এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযোগ, দলগাঁও স্টেশনে চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে চলছে ডলোমাইট লোডিং এবং আনলোডিং এর কাজ। সকালে থেকে শুরু হয় চলে রাত পর্যন্ত। বাতাসে উড়তে থাকে ডোলোমাইটের গুঁড়ো। ছড়িয়ে পরে সমগ্র বীরপাড়া শহরে। দেখা দেওয়া নানান সমস্যা, যার মধ্যে ফুসফুসের অসুখে আক্রান্ত সংখা বাড়ছে নিত্য দিন। এলাকা জুড়ে এই ভয়ঙ্কর দূষণ রোধের ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই প্রসাশনের । এছাড়া প্রতিদিন প্রচুর ডলোমাইটের গাড়ি বীরপাড়া ব্যস্ত শহরে যাতায়াত করে। ফলে ধুলোর পরিমান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় যানজট। দুর্ভোগে পরেন সাধারণ মানুষ। দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়েই পথে চলতে হচ্ছে আমজনতাকে। বীরপাড়া শহর ডোলোমাইট মুক্ত হলে যানজট অনেকাংশে কমে যাবে বলে অনেকেই মত পোষণ করেন। তবে শুধু ডোলোমাইট নয়। বীরপাড়ার অপর একটি জলন্ত সমস্যা বীরপাড়া শহরের উপর অবস্থিত রেলগেট। রেল গেটটি বন্ধ হলে দুর্ভোগে পরেন বীরপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সাধারণ মানুষ। দীর্ঘদিনের সমস্যা আজও অধরা। দীর্ঘদিন ধরে একটি ওভার ব্রিজের দাবি জানিয়ে আসছেন এলাকাবাসী। নির্বাচন এলে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়। নির্বাচন পার হলে আর খেয়াল থাকে না। ভয়েজ অফ বীরপাড়া সংগঠনের সভাপতি চতুর বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ডোলোমাইট দুষনের শিকার হচ্ছি। এবার আমরা ডোলোমাইটের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ভাবে গন আন্দোলনে নেমেছি। কয়েক হাজার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দিনভর চলে আন্দোলন। ভয়েস অফ বীরপারা সংগঠনের দাবি প্রসঙ্গে চতুর আরও বলেন অবিলম্বে বীরপাড়া থেকে ডোলোমাইট লোডিং এবং আন লোডিং অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। দাবির সমর্থনে র‍্যালি করে দলগাঁও স্টেশন সুপারকে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি তুলে দিয়েছি। আমরা আশাবাদী আমাদের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন। দাবি না মিটলে আমরা ফের শান্তিপূর্ণ ভাবে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবো বলে তিনি জানান।

OFFICE OF THE
DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ
DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 07/DGP/15th FC/2024-25 Dated: 08.08.2024 . The last date for online submission of tenderis 17-08-2024 up to 11:00 Hours. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Howarh

NIT MEMO No. JBPUR-II/233/2024, Dated: 08.08.2024, 05.30PM, Last date of Tender droping: 17.08.2024, 05.30 PM, Date of opening of Bibs: 20.08.2024, 11.30 PM Details Contact: wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block,Howarh

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/XIII/119/17/24-25 (1st call)
Name of work : **Maintenance of Borough Health Centre with various civil related work at Raja Ram Mohan Roy Road under Borough-XIII**. Work Value : **Rs. 4,48,306.41**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

2. NIT No. : KMC/XIII/119/03/24-25/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Maintenance of existing C.C. & paver block of passage/road at differents slum/bustee area in W-119**. Work Value : **Rs. 2,99,443.31**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **25 Days**.

3. NIT No. : KMC/XIII/119/06/24-25/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Construction of sanitary latrines at 28 S. N. Chaterjee Road and 30 Shil Thakur Bari Road (slum area) in Ward No.-119**. Work Value : **Rs. 2,99,415.50**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date of submission of bid : **21.08.2024** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). Tender will be opened on : **23.08.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **09.08.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No. : KMC/IX/079/028/2024-2025
Name of work : **Renovation of bustee I. P. Passage at 49/5/H/131, 49/5/H/18, 49/5/H/22, 49/5/H/108, Karl Marx Sarani in Ward No.-079**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,89,444.57**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Period of Completion: **45 Days**.

2. NIT No. : KMC/IX/079/027/2024-2025
Name of work : **Renovation of bustee I. P. Passage at 49/5/H/171, 49/5/H/173, 49/5/H/190, Karl Marx Sarani in Ward No.-079**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,58,668.00**. Earnest Money: **Rs. 5,200.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.08.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Tender will be opened on : **24.08.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **10.08.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

373/24-25

অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগে ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ গ্রীন ট্রাইবুনাল আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অবাধে চলছে নদী থেকে বালি তোলার কাজ। এমনই সরকারি নির্দেশ না মেনে বালি তোলার অভিযোগে ফুলবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হলো বাবলু হক নামে এক ব্যক্তিকে। আটক করা হয়েছে বালি তোলার কাজে ব্যবহৃত একটি ট্র্যাক্টরকে। জানা গেছে গ্রীন ট্রাইব্যুনাল আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ফুলবাড়ী মহানন্দা নদী থেকে অবাধে চলে বালি তোলার কাজ। বালি মাফিয়ারা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ট্রাকের পরিবর্তে বালি তোলার কাজে ব্যবহার করছে ট্রাক্টর সহ বিভিন্ন ছোট গাড়িকে। রাত গড়ালেই চলে এমন কারবার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ফুলবাড়ি, কালাঙ্গিনীর বাসিন্দা বাবলু হক দীর্ঘদিন ধরেই এমনই অবৈধ কাজে লিপ্ত ছিলেন। বৃহস্পতিবার মৃত ব্যক্তিকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

ঐতিহ্য মেনে শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ উৎসব পালন

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৮ আগস্ট ঃ ঐতিহ্য মেনে শান্তিনিকেতনে পালিত হলো হলকর্ষণ উৎসব। গুরুদেবের জীবদ্দশায় প্রথম ১৯২৮ সালের ২১ জুলাই বৃক্ষরোপণ এবং ১৪ জুলাই হল কর্ষণ উৎসব পালিত হয়। স্বয়ং গুরুদেব - এর সূচনা করেন। ১৯৪২ সালের পর ২২ শ্রাবণ বৃক্ষরোপণ এবং তার পরের দিন হল কর্ষণ উৎসব পালিত হয়। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নতুন প্রাণের উদ্বোধন। জীবনের পক্ষে শপথ নেওয়া। বৃহস্পতিবার হল কর্ষণের উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অরবিন্দ মণ্ডল। কবির ভাষায় এই উৎসবের সূচনা মানুষকে বোঝাতে 'মানুষ প্রকৃতির কাছের বন্ধু'। শ্রীনিকেতনের পুরানো ঐতিহ্য মেনেই হয় হলকর্ষণের উদ্বোধন করেন উপাচার্য। তারপর পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক চাষী এসে লাঙল ধরে প্রতীকি চাষ করেন। বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা সঙ্গীত ও নৃত্যে পরিবেশন করেন 'ফিরে চল মাটির টানে'। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে ২৩ শ্রাবণ হলকর্ষণ উৎসব পালিত হলো এবার শ্রীনিকেতনে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ জয়া মিত্র। ছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক অরবিন্দ মন্ডল। কৃষিকাজকে উন্নত করতে ও কৃষকদের সাহায্য করতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন গড়ে তোলেন। শ্রীনিকেতনের কাজে ব্রতী হতে তার নিজের সন্তান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিদেশে পাঠিয়ে ছিলেন কৃষি কাজ শিখতে। এই শ্রীনিকেতনি আজও তার স্বপ্নকে বহন করে চলেছে। কৃষকদের উন্নতি সাধনের জন্য নানান কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। সেই দিন আজও একইভাবে পালন করে আসছে বিশ্বভারতী। কৃষিকাজ ও কৃষকদের উৎসাহিত করতে হলকর্ষণ করছেন উৎসব পালিত হলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, নৃত্য ও মন্ত্র চারণের মধ্য দিয়ে হাল চালালেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ জয়া মিত্র, বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক অরবিন্দ মন্ডল। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বিশ্বভারতীর শ্রীনিনিকেতনের অন্তর্ভুক্ত যে কয়টি গ্রাম আছে সে কটি গ্রামকে চারা গাছ প্রদান করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠান মঞ্চে একজন কৃষককে সম্মান প্রদান করা হয়।

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II
P.S: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 162/NAB-II/2024, Dated-07/08/2024

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the work of Construction of concrete drain from Kaltala near Somai Besra house to Canal. Last date of submission of Bid on 16/08/2024 up to 12.00 Pm. Date of opening of tender (online): 20/08/2024 at 02.00 pm. For details please visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE
DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NO-11/5TH SFC/2023-24

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 3 (Three) Nos. similar works. Source of Fund: 5 th SFC. Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website http://wbtenders.gov.in from 06.08.2024 at 12.00 Hours to 14.08.2024. up to 12.00 Hours. The pre-qualification documents alone will be opened on 20.08.2024 at 12.00 hours.

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অভিযান গঙ্গারামপুর পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ আগস্ট ঃ ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে পুনরায় দক্ষিণ দিনাজপুর গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কালদিঘি এলাকায় অভিযান চালাল গঙ্গারামপুর পুরসভা । বৃহস্পতিবার বিশেষ অভিযানে নেমে হাসপাতাল সংলগ্ন বেশ কয়েকটি দোকান গুঁড়িয়ে দিল পুরসভা। এই ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। সম্প্রতি পুরএলাকার ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয় গঙ্গারামপুর পুরসভা। কিন্তু তারপরেও গঙ্গারামপুর শহরের বিভিন্ন প্রান্তের ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা দখল করে রেখেছিল। অবশেষে অভিযানে নামে পুরসভা। গঙ্গারামপুর পুরসভার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফুটপাথ দখলমুক্ত করা হয়। তবে গত ১৯ জুলাই অভিযানে নেমে কালদিঘি এলাকা থেকে কার্যত খালি হাতে ফিরতে হয় পুরসভাকে। এরপর পুনরায় ফুটপাথ দখলমুক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ে কালদিঘি এলাকার বেশিরভাগ দোকানপাট সরিয়ে নেওয়া হলেও বেশ কিছু দোকান ফুটপাথ দখল করেছিল। এরপর বুধবার পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্রের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। কালদিঘি হাসপাতাল সংলগ্ন বেশ কয়েকটি দোকান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমি রাকেশ ব্যানার্জী, পিতা - তপন ব্যানার্জী (২) শ্রাবন্তী ব্যানার্জী, স্বামী-রাকেশ ব্যানার্জী মৌজা - রাজপুর (J.L. নং - ৫৫), L.R. দাগ - ২৫৩১,২৫৩১ / ২৬৯৫, L.R খতিয়ান - ৭৯১ , পাওয়ার দলিল নং- ১২৬২ / ২০০৭ (সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিস) পাওয়ার দাতা- (১) সঞ্জীব সরকার, পিতা- শঙ্কর সরকার (২) রতন সরকার, পিতা- সুধানিধী সরকার। পাওয়ার গ্রহীতা - শঙ্কর সরকার, পিতা- গোপাল চন্দ্র সরকার । MN case no - ২৬২৭৭, ২৬২৭৬। উক্ত পাওয়ার দলিলের বিষয়ে যদি কারোর কোনো আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে ৮২৪০০১৪৯৮৪ ফোন নম্বরে অথবা B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন।(বোসপুকুর, সোনারপুর, কোল-৪১)

শিলিগুড়িতে বাইক চুরির কারবার, ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ বিহার থেকে এসে শিলিগুড়িতে বাইক চুরির কারবার করতো এই যুবক। বিরাজ কুমার নামে এই যুবক শিলিগুড়িতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে বাইক চুরি করত। কিছুদিন আগেই মাটিগাড়া থানার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ আউটপোস্টের পুলিশ ধীরাজকে গ্রেপ্তার করে বেশ কয়েকটি চোরাই বাইক উদ্ধার করে। গ্রেফতারের পর জেল হয় ধীরাজের। কিন্তু সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে আবার বাইক চুরি। শিলিগুড়ি থেকে বাইক চুরি করে বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে দিত ধীরাজ বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ। এবার আবার ধীরাজ পুলিশের জালে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার প্লেন ক্লথস পার্টির হাতে গ্রেপ্তার ধীরাজ কুমার। বিহারের সিওয়ানের বাসিন্দা ধীরাজ। গত ৫ তারিখ বাইক চুরির সাথে যুক্ত সন্দেহে প্রধান নগর থানার পুলিশ ধীরাজ কুমারকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গত মাসের ১৮ তারিখ প্রধান নগর থানার বিশ্বদীপ সিনেমা হলের সামনে থেকে চুরি যাওয়া মোটরবাইকের হদিশ পেল প্রধান নগর থানা। মোটর বাইক চুরি করে শিলিগুড়ির জংশনের পার্কিং লটে রেখে দিয়েছিল ধৃত। অভিযুক্ত ধীরাজ কুমারকে আজ আবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠায় প্রধান নগর থানার পুলিশ। এই চক্রে আর কারা জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানা।

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/MDW/NIeT1/24-25(2nd Call), Vide Memo No:1771/e-Tender/112/2024, Date:07/08/2024 are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, P.O.-Raghunathganj, Dist. Murshidabad from the eligible contractors for 05 Nos Construction of Additional Class Room (ACR) and 05 Nos Construction of ICDS Centre with in Jangipur Municipal Area, Tender ID: 2024_MAD_730335_1,Publish Date: 09/08/2024 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 09/08/2024 at 12:00 IST and Bid Submission Closing date(Online): 26/08/2024 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen www.wbtenders.gov.in

Sd/-Chairman
Jangipur Municipality

হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড
CIN: L24117WB1998PLC087800
রেজ অফিস ঃ ৬২বি, ব্রাউনফিল্ড রো, ১ম তল, কলকাতা-৭০০ ০২৭
ই-মেলঃ contactush@indcon.com, ওয়েবসাইটঃ www.hindcon.in

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র ফলাফল			একত্রিত		
		ত্রৈমাসিক শেষে ৩১ ।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	পূর্ব বছর শেষে ৩১ ।০৩।২৪ পরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ ।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	পূর্ব বছর শেষে ৩১ ।০৩।২৪ পরীক্ষিত	আগের বছরের ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১,৩২৫.২১	৬,৩৪২.৪১	১,৭৬৬.২৯	১,৩২৬.৬৩	৬,৬১৯.২৮	১,৭৬৮.৫০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ	১৮৯.০৫	৮৪৭.৭৪	৩৪১.৮৯	১৮৯.২৮	৮৩৫.০৯	৩৪২.৯৪
৩.	করের আগে সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারন আইটেম পরে #)	১৮৯.০৫	৮৪৭.৭৪	৩৪১.৮৯	১৮৯.২৮	৮৩৫.০৯	৩৪২.৯৪
৪.	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং/ অথবা অতি-সাধারণ আইটেম পরে#)	১৩২.৭১	৬৩৮.৪০	২৫৪.২১	১৩১.৫২	৬২৩.২০	২৫৪.৯৬
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	১৪৫.৪২	৬৬২.৭৯	২৬১.৫৪	২১৪.৮১	৮১০.০৫	৩০১.২৮
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে	-	৩,৬০৬.৭২	-	-	৪,২২৮.২৩	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ২ /- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)**						
	মূল	০.২৬	১.২৫	০.৫০	০.৩৪	১.৬২	০.৬৬
	মিশ্র	০.২৬	১.২৫	০.৫০	০.৩৪	১.৬২	০.৬৬

কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারন আইটেম নেই।
* শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ / = প্রত্যেকটি থেকে ৫টি শেয়ারে ২ / = প্রতিটি
** উপরে উপস্থাপিত ইপিএস সমস্ত ত্রৈমাসিক/ বছরের জন্য গণনা/ পুনঃগণনা করা হয়েছে শেয়ারের অভিহিত মূল্যে শেয়ার প্রতি ১০/= টাকা থেকে বিভক্ত
বছরে শেয়ার প্রতি ২ / =টাকা।
'''' উপরে উপস্থাপিত ইপিএস ৩১ মার্চ, ২০২৩ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালের শেষ হওয়া বছর ছাড়া বার্ষিক হয় না।

নোটঃ
১. উপরেরটি ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি নির্যাস, যা SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। ত্রৈমাসিকের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এবং অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল NSE-এর ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.hindcon.com) পাওয়া যায়।
২. উপরোক্ত ফলাফলগুলি ৮ আগস্ট, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৩. কোম্পানী বার্ষিক ভিত্তিতে একত্রিত আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যানের মধ্যে রয়েছে কোম্পানির সাবসিডিয়ারি, মেসার্স হিন্দকন সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড।
৪. কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই।

বোর্ডের ডিরেক্টরের পক্ষে,
হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড
স্বা /-
সঞ্জয় গোয়েঙ্কা
চেয়ারমান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00848190

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৮ আগস্ট, ২০২৪

গৃহকোণ

বর্ষায় অনেকেরই আসবাবের চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ে

বর্ষার আর্দ্র আবহাওয়ায় শুধু কাঠের আসবাবপত্র কেন জামাকাপড় থেকে সবজিপাতি, আচারের সবকিছুরই দফারফা হয়। এক্ষেত্রে ' অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প। ভরা বর্ষার মরসুমে তাই অনেকেরই আসবাবের চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ে। কীভাবে যত্ন নেবেন? সেটা জানা ভীষণ জরুরী। রইল টিপস।

১) প্রথমেই বলব, কোনওদিন ভেজা কাপড়ে আসবাবপত্র মুছবেন না। এতে ছত্রাক পড়তে পারে। কোনও জেদি দাগ তোলার জন্যও নয়। প্রয়োজনে নারকেল তেল ব্যবহার করুন। শুকনো কাপড় দিয়ে মুছুন।

২) বর্ষাকালে কাঠের আসবাবপত্রে ঘুণ ধরার প্রবণতা বাড়ে। তাই নিমপাতা, নিমের তেল, কর্পূর, রাবিং অ্যালকোহল বা স্পিরিট একসঙ্গে মিশিয়ে একটা স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন। ঘুণ ধরেছে দেখতে পেলেই স্প্রে করে দিন।

৩) কাঠের আসবাব ভালো রাখতে বছরে একবার বার্নিশ করতে পারেন। কিংবা চায়ের লিকারের প্রলেপও খুব কার্যকরী। কীভাবে করবেন? চিনি ছাড়া কড়া চায়ের লিকার তৈরি করুন। এবার তাতে সামান্য ভিনিগার মেশান। এবার সেটা দিয়ে ফার্নিচারের যে অংশে ছত্রাক ধরেছে, সেখানটা পরিষ্কার করুন।

৪) আর্দ্রতা শোষণের জন্য কর্পূর বা ন্যাপথলিন খুব উপকারী। বর্ষাকালে আসবাবের কোণে কর্পূরের থলে কিংবা ন্যাপথলিন রাখুন। এতে আর্দ্রতা শোষণের পাশাপাশি পোকামাকড়ও দূরে থাকে।

৫) মেঝে সবসময়ে শুকনো রাখুন। ভেজা মেঝে ঘরের পরিবেশকে আরও আর্দ্র করে। এতে কাঠের আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়। তাই ঘর মুছলেই ফ্যান চালিয়ে শুকিয়ে নিন।

৬) রুম হিটার থাকলে দরজা বন্ধ রেখে কিছুক্ষণ চালিয়ে রাখতে পারেন। সেই ঘরে কিছুক্ষণ না-ই বা থাকলেন! এতে ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব দূর হওয়ার পাশাপাশি, আসবাবের ভেজা ভাবও দূর হবে।

গৃহকোণ হবে ঝকঝকে দেখ নিন কি ভাবে- পরিস্থিতির যাঁতাকলে পড়ে ঘরদোর রয়েছে অবহেলায়? পরিষ্কার করার সময়ই পাচ্ছেন না একদম! ঘর পরিষ্কার করাকে এবার আরও সহজ করে নিন।

১) প্রথমেই ব্যস্ত শিডিউল থেকে একটা লিস্ট তৈরি করে নিন। কোনদিন কোনদিকটা বা কোন ঘরটা পরিষ্কার করবেন? এবার সপ্তাহের একেকটা দিন টাইম বের করে সেটা করার চেষ্টা করুন।

২) একদিনেই গোটা বাড়ির ময়লা পরিষ্কার করার ঝক্কি নেবেন না। এতে আপনার উপর চাপ পড়বে। শুরু করুন নাহয় সিলিং এবং ফ্যান থেকে। মাথায় এবং নাকে কাপড় বেঁধে লম্বা ঝুল ঝাড়ু নিয়ে পরিষ্কার করুন।

৩) পরের দিন নাহয় কার্পেট, সোফা, ইত্যাদি পরিষ্কার করলেন। ঘরের মেঝেতে কার্পেট থাকলে তার উপর বেকিং সোডা ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। দেখবেন দুর্গন্ধ দূর হয়েছে। সোফাসেটের উপর ভ্যাকুম চালিয়ে নিন। যতক্ষণ এটা করবেন ততক্ষণ কার্পেটটাতে সোডা ছড়িয়ে রাখুন। শেষ হলে কার্পেট ধরুন। ব্যস সেদিন এটুকুই থাক।

৪) আসবাবপত্র পরিষ্কার করার জন্য পাতলা কাপড় ব্যবহার করুন। কাঠের আসবাব হলে মোটেই সেটা কাপড় ভিজেয়ে মুছবেন না। এতে পালিশ নষ্ট হয়। শুকনো কাপড় বা ছোট হাতঝাড়ু আজকাল পাওয়া যায়। এতে আসবাবপত্রে লেগে থাকা ময়লা জলদি দূর হবে। পেলমেট থাকলে সেটাও ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে নিন।

৫) আয়না পরিস্কারের জন্য গ্লাস ক্লিনার বা জলে সামান্য শ্যাম্পু দিয়েও পরিষ্কার করে শুকনো কাপ। দিয়ে কাচ মুছে দিন। পেপার বা কাগজ ভেজিয়ে মুছলেও ভালো পরিষ্কার হয়। এতে দাগ হবে না এবং আয়না ঝকঝকে দেখাবে।

৬) পর্দা কাচতে চাইলে ওয়াশিং মেশিনে দিন। ততক্ষণে জানলার কাচ পরিষ্কার করে নিন।

৭) পরিশেষে খাটের নীচে বা কোণে জমে থাকা ময়লা যেখানে রোজ হাত পৌঁছয় না, সেটা পরিষ্কার করে নিন।

বাংলার ফল ও খাদ্য উৎসব- ২০২৪ঃ ফল ও খাবারে বৈচিত্র্য উদযাপন

সল্টলেক, ৮ আগস্ট ঃ পশ্চিম বঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর বাংলার ফল ও খাদ্য উৎসব- ২০২৪ উদযাপনের আয়োজন করেছে, যা বাইরের দেশের ফল, আঞ্চলিক পণ্য এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রক্রিয়া কে তুলে ধরবে। সাধারণত জুনের মাঝামাঝি সময়ে এই দপ্তর ঐতিহ্যবাহী Mango Festival আয়োজন করে। কিন্তু এবারে জুন মাস, যেটাকে আমের মরশুম হিসাবে আমরা জানি সেই সময় সংসদীয় নির্বাচন, ২০২৪-এর আদর্শ আচরণবিধি প্রয়োগের কারণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এই উৎসব কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৯ থেকে ১১ই অগাস্ট, ২০২৪-এ হচ্ছে। এই উৎসব - এর উদ্দেশ্য হল উদ্যান পালনের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ এবং খাদ্য প্রক্রিয়া করনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত উপাদনের সংরক্ষণ ও তার প্রদর্শনী ও এর মাধ্যমে সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে উসবের বার্তা তুলে ধরা। ৯ই আগস্ট, ২০২৪-এর জন্য

নির্ধারিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের আটজন মাননীয় মন্ত্রী এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী অরূপ রায় উপস্থিত থাকবেন। দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। মাননীয় মন্ত্রীদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ হয়েছে। উৎসবে প্রতি সন্ধ্যায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিখ্যাত যে সমস্ত শিল্পী থাকবেন তাদের কয়েকজন হলেন শ্রী স্বপন বসু - গায়ক, শ্রীমতী প্রণতি ঠাকুর আবৃত্তিকার, শ্রী সতিনাথ মুখোপাধ্যায় আবৃত্তিকার, শ্রীমতী সৌমি ঘোষ-গায়িকা, শ্রী অলোক রায় চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

রেলপ্রকল্প নিয়ে সংসদের প্রশ্ন

কলকাতা, ৮ই আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত রেল- প্রশ-ক। দ্রুত রেল কার্যক্রম শুরু সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ খ. বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত রেল ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাবিত রুট নির্মাণের বিবরণ গ. দেশে কতগুলি মালবাহী করিডোর নির্মিত হচ্ছে এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যে রুটগুলি কভার করা হচ্ছে তার বিবরণ এবং মালবাহী করিডোর অর্থনীতিতে কী কী সুবিধা পাবে? উত্তর (a) থেকে (d) রেলওয়ে প্রকল্পগুলি জরিপ অনুমোদিত সম্পাদিত জোনাল রেলওয়ে অনুসারে এবং রাজ্য-ভিত্তিক নির্বাচন-ভিত্তিক নয় কারণ রেলের প্রকল্পগুলি রাজ্যের সীমানা জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে। যাইহোক, ০১.০৪.২০২৪ পর্যন্ত, ৪৩টি প্রকল্প (১৩টি নতুন লাইন, ০৪টি গেজ রূপান্তর এবং ২৬টি দ্বিগুণ) যার মোট দৈর্ঘ্য ৪৪৭৯ কিমি, যার ব্যয় ৬০,১৬৮ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সম্পূর্ণ আংশিক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা অনুমোদন নির্মাণ পর্যায়ে, যার মধ্যে, ১৬৫৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য চালু করা হয়েছে এবং মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ২০,৪৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সম্পূর্ণআংশিকভাবে পড়া রেলওয়ে অবকাঠামো প্রকল্পগুলি পূর্ব মধ্য রেলওয়ে (ইসিআর), পূর্ব রেলওয়ে (ইআর), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে (এসইআর) এবং ভারতীয় রেলওয়ের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) জোনের আওতায় রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সম্পূর্ণআংশিকভাবে অবকাঠামো এবং নিরাপত্তা কাজের জন্য গড় বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ নিম্নরূপ-বছরের বাজেট পরিবর্ধন পরিবর্তন w.r.t. গড় বার্ষিক ২০০৯-১৪ এর বরাদ্দ ২০০৯-১৪ ৪৩৮০ কোটিবছর -২০২৩-২৪ আ১১৭৯০ কোটি ১৬৯ বেশিযদিও তহবিল বরাদ্দ বহুগুণ বেড়েছে (২.৬ গুণেরও বেশি) কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সম্পূর্ণআংশিকভাবে পড়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের গতি ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণে আটকে রয়েছে এবং প্রায় ৫৮০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

হামাসের নতুন প্রধান হিসাবে মনোনীত হল ৭ অক্টোবরের মূলচক্রী ইসমাইল!

৮ আগস্ট ঃ হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহ ইরানে নিহত হয়েছেন। বর্তমানে এই্ নিয়েই সম্মুখ সমরে ইরান ও ইজরায়েল! কারণ এই হত্যাকাণ্ডে অভিযোগের ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের দিকে অভিযোগ উঠছে। যেকোনও মুহূর্তে ইহুটি দেশটিতে ভয়ংকর আঘাত হানতে পারে তেহরান। অন্যদিক থেকে ইজরায়েলে হামলা চালাচ্ছে লেবাননের হেজবোল্লা। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে নতুন প্রধান পেয়েছে ' হামাস। ৭ অক্টোবরের মূলচক্রী ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে নেতা হিসাবে বেছে নিয়েছে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠনটি। গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইজরায়েল সেনার টার্গেটে রয়েছে হামাসের শীর্ষনেতারা। নিশানায় ছিল হানিয়েহও। কিন্তু তাঁকে হত্যার দায় অস্বীকার করেছে ইজরায়েল। এদিকে, চুপ বসে নেই হামাসও। ইজরায়েলের বুকে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। কিন্তু হানিয়েহ-র উত্তরসূরি কে হবে তা নিয়ে নানা জল্পনা ছিল। অবশেষে বুধবার নতুন প্রধান হিসাবে সিনওয়ারের নাম ঘোষণা করে হামাস। হানিয়েহ-র পর তিনিই সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা। তবে হামাস প্রধান ঘোষিত হওয়ার আগে থেকেই ইজরায়েলের নজর রয়েছে সিনওয়ারের ওপরে। কারণ গত ৭ অক্টোবরের হামলার মূলচক্রী তিনিই। এমনটাই দাবি তেল আভিভের। হামাসের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই গাজায় আত্মগোপন করে ছিলেন

সিনওয়ার। গত ডিসেম্বর মাসে তাঁর গোপন ডেরায় হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েলি ফৌজ। রয়টার্স সূত্রে খবর, সিনওয়ারের জন্ম গাজার খান ইউনিয়ের একটি শরণার্থী শিবিরে। ২০১৭ সালে গাজাতেই তাঁকে হামাসের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর আগে দীর্ঘ ২৩ বছর ইজরায়েলের একটি জেলে বঃদি ছিলেন সিনওয়ার। এবার নতুন কী রণনীতি নেন হামাস নেতা সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের। এদিকে, হামাস নেতা হানিয়েহর মৃত্যুতে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। কারণ এক্ষেত্রে বৈঠকের টেবিলে হানিয়েহর গুরুত্ব ভূমিকা ছিল। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠনটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনেও মুখ খুলেছেন হানিয়েহর মৃত্যু নিয়ে। এই মুহূর্তে তিনি চিন্তিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি নিয়ে। অন্যদিকে, হানিয়েহর হত্যার বদলা নিতে ইজরায়েলের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের ' সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। ফলে গাজা যুদ্ধের মাঝেই মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হয়ে যেতে পারে আরেক ভয়ংকর লড়াই।

১) ছোট্ট একটি কাপড়ে অল্প পরিমাণ বেকিং সোডা নিয়ে ছোট পুটলি বানিয়ে মোজার মধ্যে রেখে দিন। দেখবেন মোজা থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে।

২) ন্যাপথোলিন গুঁড়ো করে নিয়ে ট্যালকম পাউডারের সঙ্গে তা মিশিয়ে জুতোর মধ্যে ছড়িয়ে দিন। দেখবেন জুতোয় আর দুর্গন্ধ হচ্ছে না।

৩) বাড়িতে ফিরেই ভিজে জুতো ভালো করে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিন। তারপর জুতোর মধ্যে কিছু পরিমাণ বেকিং সোডা ছিটিয়ে দিন। পরের দিন জুতোর ভিতর ভালো করে মুছে ফেলুন। দেখবেন গন্ধ দূর হয়েছে।

বিরিকদাড়ায় বড় ভূমিধস,জাতীয় সড়ক

দুরন্তবার্তা,শিলিগু।ড়ি, ৮ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির বিরিকদাড়ায় রাস্তার বড় একটা অংশ ভেঙে পড়ে ভূমিধসে। যার জেরে বৃহস্পতিবার সকালে ফের বন্ধ হয়ে গেল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল। বিপাকে পড়তে হয় এই পথে চলাচলকারীদের।পুলিশের তরফে সমস্ত গানিকে গরুবাথান, লাভা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। যেভাবে রাস্তার ভাঙন ধরেছে, তাতে মেরামতি বা নতুনভাবে রাস্তা তৈরি কবে হবে, তা অনিশ্চিত। অর্থাৎ দুর্ভোগ থেকে দ্রুত মুক্তি ঘটার সম্ভাবনা কম। প্রসঙ্গত, কিছু বিধিনিষেধ জারি করে চারদিন আগেই রাস্তাটি খুলে দেওয়া হয়েছিল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক । তারপরই আবার এই ঘটনা। বৃষ্টির জেরে এমন বিপত্তি বলে প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য।

সেবক-রং পো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পে আরও এক মাইলস্টোন টানেল নং. টি-০৬-এর সাফল্য অর্জন

মালিগাঁও, ০৮-আগস্টঃ ০৬আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এক বৃহমাইলস্টোন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের কালিম পং জেলায় অবস্থিত সেবক-রংপো রেলপ্রোজেক্ট (এসআরআরপি)-এর টানেল নং. টি-০৬ -এর এক সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যে মোট ১৪টি টানেল রয়েছে। এই টানেলের সাফল্যের ফলে প্রকল্পটির ১২টি টানেল খননের কার্যকলাপ সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং জেলার এনএইচপিসি, তিস্তা লোডামপাওয়ার স্টেশন৷৷৷-এর নিকটে অবস্থিত ৫৭৭মিটার দৈর্ঘের ইভাকুয়েশন টানেলের পাশাপাশি এই মূল টানেলটির দৈর্ঘ৩৯৪৩মিটার। মূল টানেলটি দুর্বল ও প্রত্যাহ্বান মূলক ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা এবং তরুণ হিমালয়ের ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এসআরআরপি-এর অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো মাটির ভারের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতে, সর্বশেষ ও সবচেয়ে আধুনিকও পরিশীলিত টানেলিংটেকনোলজি তথা নিউঅস্ট্রিয়ান টানেলিংমেথড (এনএটিএম) ব্যবহার করা হয়েছে। সেবক-রংপো নতুন রেললাইন প্রকল্পের ৬৬ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে।

সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি প্রায় ৪৪.৯৬ কেএমএস লম্বা, যা সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ওরংপোকে (সিকিম) সংযুক্ত করবে এবং এতে ১৪টি টানেল, ১৩টি মেজর ব্রিজ, ০৯টি মেজর ব্রিজও ৫টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘতম টানেলটি (টি-১০) ৫.৩ কিমি এবং দীর্ঘতম ব্রিজটি (ব্রিজ-১৭) ৪২৫ মিটার লম্বা। সমগ্রপ্রকল্পটিরপ্রায়৩৮.৬৫কিঃমিঃ বিন্যাস টানেলের মাধ্যমে অতিক্রম হয়েছে এবং টানেল নির্মাণের ৯৩.৫ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে টানেলটি-০২, টি-০৩, টি-০৯, টি-১২ওটি-১৪-এর ফাইনাল লাইনিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং টি-০১, টি-৪, টি-০৭, টি-০৮, টি-১০,টি-১১ওটি-১৩-এর কাজ অগ্রগতি লাভ করেছে। আজকের তারিখ পর্যন্ত মোট১৬.৪৫কিমি লাইনিং সম্পূর্ণ হয়েছে। সবগুলি সেকশনে কাজদিন-রাত ২৪ঘণ্টা চালানো হচ্ছে। এটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদাপূণ 'নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এই রেলনেটওয়ার্কটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সিকিমের সাথে একটি বিকল্প মূলক ও স্থিতিশীল সংযোগ প্রদান করবে। প্রকল্পটি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ও স্টেশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালানো হচ্ছে।

ইনব্রু বেভারেজের নতুন ব্র্যান্ড

অসম, ৮ই আগস্ট ঃ ভারতের স্পিরিট তৈরির শিল্পের অন্যতম নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ইনব্রু বেভারেজ প্রাইভেট লিমিটেড গর্বের সঙ্গে নতুন ও পরিশোধিত স্পেশাল হুইস্কির লঞ্চ ঘোষণা করেছে। এই নতুন উন্নত সংস্করণ ১৯৯৪ সালের গ্রীন লেবেলকে পুনরুজ্জীবিত করে ।

Name Change

I, ANSURA BIBI W/O INCHAN SEKH Resident of Vill-Banopukur, PO-Samudragarh, PS-Nadanghat, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713519 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name ANSURA BIBI instead of MONOWARA BIBI and my husband's actual name INCHAN SEKH instead of INSAN SK which is wrongly recorded in my Voter ID Card No. ZUM1494590, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kalna, Purba Bardhaman on 05/08/2024. ANSURA BIBI W/O INCHAN SEKH and MONOWARA BIBI W/o INSAN SK all are same and one identical person.

Name Change

I, Ananta Halder (old name) S/O Jogen Haldar, residing at Fatepur, Pepulberiya, P.S.- Hanskhali, Dist.- Nadia, Pin- 741507, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ananta Haldar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/08/2024. Ananta Haldar (new name) and Ananta Halder (old name) both are same identical person.

Name Change

I MUMTAZ ALAM, S/O ISTYAK AHAMED, R/O MIRIK BAZAR, WARD NO 2, DARJEELING -734214, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUMTAJ ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/08/2024, THAT MUMTAZ ALAM AND MUMTAJ ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD ISTIYAK AHAMAD, S/O MD HABIB, R/O MIRIK BAZAR WARD NO 2, DARJEELING -734214, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISTYAK AHAMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/08/2024, THAT MD ISTIYAK AHAMAD AND ISTYAK AHAMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NOOR NAHAR, W/O MOHAMMAD ROFIQUE MOLLA, R/O Z-3/20, NADIAL ROAD, PO BADARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NOOR NEHAR BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT NOOR NAHAR AND NOOR NEHAR BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD RAFIQUE MOLLA, S/O MD YASIN MOLLA , R/O Z-3/20, NADIAL ROAD, PO BADARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD ROFIQUE MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT MOHAMMAD RAFIQUE MOLLA AND MOHAMMAD ROFIQUE MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHEKH MOHAMMAD SAMSUZZOHA, S/O SK MD MOSTAFA, R/O U-73, M S D LANE, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, PIN-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MD SAMSUZZOHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT SHEKH MOHAMMAD SAMSUZZOHA AND SK MD SAMSUZZOHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,DULU KHATUN(OLD NAME), W/O-ARFAN ALI SK, RESIDING AT VILL-PALSUNDA,PO-PALSUNDA,PS-PAL ASHIPARA, DIST- NADIA, PIN-741156, WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME TO DULU SK BEFORE THE NOTARY PUBLIC KRISHNANAGAR COURT ON 06/08/2024. DULU SK & DULU KHATUN IS SAME PERSON.

Name Change

AI APARAJITA SARDER(OLD NAME),WIFE OF SUBRATA SARDAR, RESIDING AT SUKANTA PARK,ATGHARA,DHALUA,SONARPUR, SOUTH24PARGANAS -700152,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APARAJITA SARDAR(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/08/2024.THAT APARAJITA SARDER AND APARAJITA SARDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

AI, Prabir Midha (old name) S/O Prasanta Mridha, residing at Bamunmura Main Road, Barasat (M), Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700128, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prabir Mridha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/08/2024. Prabir Mridha (new name) and Prabir Midha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Prasanta Midha (old name) S/O Sudhir Chandra Mridha, residing at Bamunmura Main Road, Barasat (M), Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700128, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prasanta Mridha (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/08/2024. Prasanta Mridha (new name) and Prasanta Midha (old name) both are same identical person.

Name Change

I, MD INJAMUL ISLAM(OLD NAME),SON OF LATE MONIRUL ISLAM & MD MONIRUL ISLAM, RESIDING AT VILL- GOSAIPUR,PO-KHARUA CHANDPUR, PS-DEGANGA, NORTH 24 PARGANAS-743423, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS INJAMUL ISLAM(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT NO 45 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/08/2024.THAT MD INJAMUL ISLAM AND INJAMUL ISLAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I JAYASHREE HORE, W/O SUNIL HORE, R/O GOURANGAPARA ALAIPUR, MADANPUR, NADIA, PIN-741245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYSHREE HORE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/08/2024, THAT JAYASHREE HORE AND JAYSHREE HORE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PAWAN KUMAR AGARWAL, S/O OM PRAKASH AGARWAL, R/O SHANTINAGAR COLONY, 2H, NETAJI SUBHASH ROAD, LILUAH BALLY, HOWRAH -711204, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PABAN AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/08/2024, THAT PAWAN KUMAR AGARWAL AND PABAN AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRONAB KR GHOSH S/o LATE SAHADEB GHOSH, R/o 83E,BARISHA PURBAPARA ROAD,THAKURPUKUR, KOLKATA-700063,HAVE CHANGED MY NAME TO PRANAB GHOSH VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC ON 08/08/2024 AT KOLKATA . PRONAB KR GHOSH HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANAB GHOSH FOR ALL PURPOSES AND THEY ARE BOTH SAME ONE AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUSMITA PATRA BISWAS W/o RANJIT KUMAR PATRA, R/o 2631/A,VIDYASAGAR SARANI, THAKURPUKUR, KOLKATA-700063, HAVE CHANGED MY NAME TO SUSMITA PATRA VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC ON 08/08/2024 AT KOLKATA.COURT. SUSMITA PATRA BISWAS HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSMITA PATRA FOR ALL PURPOSES AND THEY ARE BOTH SAME ONE AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,TAPAN KUMAR SINGHA,SON OF ANANTA SINGHA, RESIDING AT BARCHUNFALI,PO-DAKSHIN DAUKI,PS-JUNPUT COSTAL(CONTAI),EAST MEDINIPUR-721450, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAN SINGHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT CONTAI ON 05/08/2024.THAT TAPAN KUMAR SINGHA AND TAPAN SINGHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Omera Khatun (old name) D/O Oliulla Mallick (father) & Salma Begum (mother), residing at Sekhpara, Krishnapur, VTC: Chanditala - II, P.O.- Garalgacha, Dist.- Hooghly, Pin-712708, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Omera Mallick (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/08/2024. Omera Mallick (new name) and Omera Khatun (old name) both are same identical person.

Name Change

I GAUTOM MONDAL, S/O LATE SANKAR MONDAL, R/O ANDULGORIA, PO TARDAHA, PS KLC, KOLKATA -743330, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOUTAM MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/08/2024, THAT GOUTAM MONDAL AND GAUTOM MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK HAIDAR ALI, S/O SK SAWKAT ALI, R/O FATIKA, INDAS, PO ROLL, BANKURA -722205, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAYDER ALI SHAIKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/08/2024, THAT HAYDER ALI SHAIKH AND SK HAIDAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AVINASH KUMAR SHAW, S/O RAM PRASAD SHAW, R/O 5/197, R.K. DEB PATH , PO & PS TITAGARH, BARRACKPORE -700119, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AVINASH SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/08/2024, THAT AVINASH SHAW AND AVINASH KUMAR SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mocha Pahar (old name) S/O Yunus Pahar, residing at Vill.- Joypur, P.O.- Chhoyghoria, Bongaon, Pin-743235, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mochha Pahar (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/08/2024. Mochha Pahar (new name) and Mocha Pahar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Shahabuddin (old name) S/O Alam Samir, residing at 51/2, Basiruddin Munshi Lane, Howrah-711101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shahbuddin Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/08/2024. Shahbuddin Khan (new name) and Md Shahabuddin (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sutapa Bera Singh (old name) D/O Asim Kumar Bera, residing at Sahapur, P.O.- Manglamaro, P.S.- Patashpur, Dist.- Purba Medinipur, Pin-721434, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sutapa Bera (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/08/2024. Sutapa Bera (new name) and Sutapa Bera Singh (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Amit Halder (old name) S/O Ananta Haldar, residing at Fatepur, Pepulberiya, P.S.- Hanskhali, Dist.- Nadia, Pin- 741507, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Amit Haldar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 08/08/2024. Amit Haldar (new name) and Amit Halder (old name) both are same identical person.

Name Change

I DIPALI MANDAL, W/O ATISH RANJAN MANDAL, R/O VIVEKANANDA PALLY, PO SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPALI RANI MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024, THAT DIPALI RANI MANDAL AND DIPALI MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

AI ARUP KUMAR DE(OLD NAME),S/O LATE DUKHIRAM DEY,R/O 10,PARBATI GHOSH LANE,PS-GIRISH PARK,KOLKATA-700007,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUP KUMAR DEY(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024,THAT ARUP KUMAR DE AND ARUP KUMAR DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SULEKHA DE(OLD NAME),W/O ARUP KUMAR DEY,R/O 10,PARBATI GHOSH LANE,PS-GIRISH PARK,KOLKATA-700007,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SULEKHA DEY(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/08/2024,THAT SULEKHA DE AND SULEKHA DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ABHISHEK BAGARIA,SON OF SHRI SHEO SHANKAR BAGARIA,RESIDING AT 2C,BURDWAN ROAD,PO-ALIPORE,KOLKATA-700027,WEST BENGAL,DO HEREBY DECLARE THAT MY MINOR SON AASHVAT ABHISHEK BAGARIA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AASHVAT A BAGARIA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024 AND THAT AASHVAT ABHISHEK BAGARIA AND AASHVAT A BAGARIA ARE ONE AND THE SAME IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Jayesh Kumar Mahta,son of late Jayanti Lal Mehta, residing at 22/20, Manohar Pukur Road,2nd floor,near Sishu Mongal Hospital,Po-Sarat Bose ROAD,Ps-Rabindra Sarobar, Kolkata -700029,West Bengal.Shall henceforth be known as Jayesh Mehta,Vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 07/08/2024.That Jayesh Kumar Mahta and Jayesh Mehta both are the same and one identical person.

Name Change

I ANOARA KHATUN,W/O MD HAFIZUR RAHAMAN,R/O VILL-KAIPUKUR,PO-ADHATA,NORTH 24 PARGANAS,743221,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANNOWARA KHATUN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024,THAT ANOARA KHATUN AND ANNOWARA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MST MAFUZA KHATUN,W/O ANSER ALI MONDAL,R/O VILL-SIKIRA,PO-HISABI,NORTH 24 PARGANAS,743221,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAFUJA BIBI MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024,THAT MST MAFUZA KHATUN AND MAFUJA BIBI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Amanullah S/o. Gulam Bari R/o. House No. 47, Rajiv Nagar, P.O.- Wimberly Gunj, P.S.- Bambooflat, Dist.- South Andaman, State- Andaman and Nicobar, Pin-744206 shall henceforth be known as Amanulla. I declare that Amanulla and Amanullah is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-08-2024

Name Change

I, Sanjoy Dawn S/o. Madan Chandra Dawn R/o. B.B.D Bag Sarani, P.O.- Ghoshpara, P.S.- Nischinda, Dist.- Howrah, Pin-711227 shall henceforth be known as Sonjoy Dawn. I declare that Sonjoy Dawn and Sanjoy Dawn is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-07-2024.

Name Change

I, Monish Kayal S/o. Anil Karmakar R/o. 104, Ishan Mitra Lane, P.O.- Rajpur Sonarpur, P.S.- Sonarpur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin-700149 shall henceforth be known as Monish Karmakar. I declare that Monish Karmakar and Monish Kayal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Alipore on 05-08-2024.

Name Change

I, Sahani Ferdousi W/o. Niaz Anjum Laskar R/o. Unsani Dakshin Para, Unsani, Howrah, 711302, West Bengal, India shall henceforth be known as Sahani Ferdousi Laskar. I declare that Sahani Ferdousi Laskar and Sahani Ferdousi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-07-2024.

প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের স্মরণে স্মৃতিচারণ ও মিছিল নবদ্বীপে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ আগস্ট ঃ বৃহস্পতিবার সকালে এমন খবর শুনতে হবে কল্পনাও করতে পারেনি কেও, তার চলে যাওয়া সত্যি আমাদের অপূরনীয় ক্ষতি, তার জায়গা কোনদিনও কেও নিতে পারবে না, এমনই একাধিক স্মৃতি চারণের মাধ্যমে প্রয়াত নেতৃত্ব কমঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যকে স্মরণ করে নবদ্বীপ শহর জুড়ে মিছিল করলো সিপিএমের তরফে। বৃহস্পতিবার সকালে ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। বালিগঞ্জে পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতেই বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। রেখে গেলেন স্ত্রী ও এক সন্তানকে। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। শয্যাশায়ী ছিলেন। জানা যায় বুধবার থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে, বৃহস্পতিবার সকালে এল মৃত্যুসংবাদ। আর তার এই মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পরতেই সিপিএম নেতা- কর্মীদের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। দলের তরফে সর্বত্রই দলীয় পতাকা অর্ধেক নামিয়ে দেওয়া হয়েছে সকালেই। আর সিপিএমের তরফে নবদ্বীপে তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি একটি শোক মিছিলের আয়োজন করে বৃহস্পতিবার বিকেলে। এদিন বিকেল আনুমানিক সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শহরের রামসীতা পাড়া অমিয় বিনোদন ভবন দলীয় কার্যালয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একে একে জমায়েত হয় সিপিএম সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কয়েকশো নেতা কর্মী। এর পর প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় ও তার পর তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক শোক মিছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে। সংগঠনের নেতৃত্বরা জানান দীর্ঘ পাঁচ দশকের রাজনৈতিক জীবন। প্রথমে কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তিনি। এরপর ১৯৮৭ সালে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ান। ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন বুদ্ধবাবু। ১৯৪৪ সালের ১ মার্চ কলকাতায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের জন্ম। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁর কাকা। আজীবন বামপন্থায় বিশ্বাসী এই মানুষটির রুচিবোধ নিয়ে এখনও চর্চা হয়। রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাতেও সমান আগ্রহ ছিল বুদ্ধবাবুর। শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় থেকে স্কুল জীবন শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর সরকারি স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন। ১৯৬৬ সালে সিপিএমের প্রাথমিক সদস্যপদ নেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। ১৯৭২ সালে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ সালে বিধানসভা ভোটে প্রথমবার লড়াই। ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত সে জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে। রাজ্যের বিভিন্ন দফতর সামলেছেন তিনি। তথ্য সংস্কৃতি দফতর থেকে পর্যটন, নগরোন্নয়ন- কখনও পূর্ণ মন্ত্রী, কখনও আবার সাময়িকভাবে সামলেছেন দফতর। ১৯৯৬ সালের পর স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। ১৯৯৯ সালে ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি। জ্যোতি বসু অবসর নেওয়ার পর ২০০০ সালে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেন বুদ্ধবাবু। বাংলায় ৩৪ বছরের বাম রাজত্বের শেষের ১০ বছরের মুখ্যমন্ত্রী তিনিই। পরনে সাদা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি, বাঁদিকে পাট করে আঁচড়ানো চুল, শব্দচয়নে সদা সতর্কতা, গলার স্বরের গাম্ভীর্য, স্পষ্ট উচ্চারণে বাংলায় কথা বলা - ১০টা বছরেই তাঁকে করে তুলেছিল 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ব্র্যান্ড হয়েই থেকে গেলেন। বিতর্ক এসেছে, যেমনটা আসে রাজনীতির অনুসঙ্গে। তবে সেসব ঠেলে সরিয়ে তিনি আজীবন 'বুদ্ধবাবু' হয়েই থেকেছেন। কোনও বিরোধী রাজনীতিক তাঁকে ভাষার বাণে বিঁধতে গেলেও কখনও 'বাবু' ছাড়া সম্বোধন করেনি। এটাই বোধহয় 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ'র ক্যারিশমা। দক্ষিণ কলকাতায় পাম অ্যাভিনিউয়ের দু' কামরার ফ্ল্যাটে আড়ম্বরহীন জীবন কাটিয়েছেন শেষ দিন পর্যন্ত। গত কয়েক বছরে একাধিকবার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। বারবার সেই লড়াই জিতে ফিরেও এসেছেন। কখনওই হাসপাতালে যেতে চাইতেন না তিনি। পাম অ্যাভিনিউয়ের ঘরটাই ছিল তাঁর সবটা। বৃহস্পতিবার সেই ঘরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বুদ্ধবাবু। শেষ হল বাম রাজনীতির এক জমানার। সব মিলিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক চর্চায় না থাকলেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের প্রয়াণে যেন রাজনীতি ভুলে সকলেই মিলেমিশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে তিনি হয়ে উঠলেন প্রকৃত জন নেতা।

মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্রেকার বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে জখম পাঁচ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ আগস্ট ঃ মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ নম্বর ইউনিটের ব্রেকার বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর ভাবে জখম হলেন পাঁচ জন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে এদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জখম হয়েছেন ডিভিসির সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) বিজয় মন্ডল, ২ জন বার্ষিক মেইনটেনেন্স ঠিকা শ্রমিক বড়জোড়ার বাসিন্দা কমল গোস্বামী ও বাঁকুড়ার সুখেন বাউরি এবং ২ জন সাপ্লাই লেবার রাহুল দাস ও ঈশ্বর দে। এদের বাড়ি গঙ্গাজলঘাটি থানার ঘনশ্যামপুর। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ২ নম্বর ইউনিটের পাওয়ার হাউসের দোতলার ৬.৬ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গে তাদের এমটিপিএস হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ৫ জনকেই দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকল্পের ঠিকা শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে প্রণব কর্মকার ও উজ্জ্বল ঢাং বলেন, গত ১ আগস্ট থেকে ওভার ওয়েলিং এর জন্য ২ নম্বর ইউনিট শাট ডাউন নেওয়া হয়েছে। তারই সংস্কারের কাজ চলছিল। ডিভিসির ইঞ্জিনিযাররা ঠিকা কর্মীদের নির্দেশ দেন ওই এলাকার ব্রেকার থেকে যে কেবল লাইন বেরিয়েছে তাতে যে কার্বন ও নানা রকম নোংরা জমে আছে তা পরিষ্কার করার। তাদের সঙ্গে ডিভিসির এক ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন। ইউনিট শাট ডাউন আছে নিশ্চিত জেনে কাজ হচ্ছিল। ব্রেকার ডাউন করতেই বিস্ফোরণ হয়। তাতেই ৫ জন ঝলসে যান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ইউনিট শাট ডাউন থাকা মানে তাতে বিদ্যুৎ সরবরহ বন্ধ। গত ৪৮ ঘন্টা ধরে সেখানে কাজ হচ্ছে অথচ এদিন কী করে ২০০০ এমপিআর ব্রেকারে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়ে গেল? এর জন্য ডিভিসি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন তিনি। ডিভিসির স্থায়ী শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি নেতা অরিন্দম ব্যানার্জি, সিটু নেতা সুমন গোস্বামী ও স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন নেতা বিদ্যুৎ কর্মকার বলেন, ডিভিসিতে দীর্ঘদিন কর্মী নিয়োগ বন্ধ । প্রায় সমস্ত দক্ষ কর্মী অবসর নিয়েছেন। ফলে ঠিকা শ্রমিকদের উপর ভরসা করেই কারখানা চালাতে হচ্ছে। আমরা টেকনিক্যাল কর্মী নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছি বহুদিন থেকে। কিন্তু তা কার্যকর করা হচ্ছে না। এবিষয়ে ডিভিসির কর্তারা নিশ্চুপ।

বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়ল বাংলাদেশি যুবক, চাঞ্চল্য সীমান্তে

দুরন্ত বার্তা, হিলি, ৮ আগস্ট ঃ কখনও সীমান্ত দিয়ে, কখনও বা লুকিয়ে। কখনও বা ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলেছে। আর এবার ভারতীয় পণ্যবাহী লরিতে করে ভারতে আসার চেষ্টা। বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়ল বাংলাদেশি যুবক। ধৃতের নাম ডাবলু শেখ। বাড়ি বাংলাদেশের গাইবান্ধায় । বিএসএফ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে হিলি সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে ওই বাংলাদেশি নাগরিক। জানা যাচ্ছে, রপ্তানির গাড়ি বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসছিল। সেই সময় চালকের নজর এড়িয়ে লরির হুডে ত্রিপল জড়িয়ে লুকিয়ে ছিল সে। এরপর বাংলাদেশ থেকে হিলি সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার পর বিএসএফের চেকিংয়ে ধরা পড়ে ওই বাংলাদেশি যুবক। এদিকে বিষয়টি জানতে পেরেই বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওই বাংলাদেশি নাগরিক ও লরি চালককে আটক করে বিওপিতে নিয়ে যায়। ধৃত বাংলাদেশি কেন ভারতে প্রবেশ করছিল? কী উদ্দেশ্যে এই সব জিজ্ঞাসাবাদ করছে। পাশাপাশি ওই লরির চালককেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে বিএসএফ আধিকারিকরা। এ দিকে, আজ সকালে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় হিলি সীমান্তে।

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মাঠে চালু হতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের জয়নগরের মোয়া হাব

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ আগস্ট ঃ বর্ষার ঝোড়ো ইনিংস চলছে। এর পরে পুজো ও তার পরেই শীতের মরশুম। আর শীত মানেই খাদ্য রসিক মানুষের প্রিয় জয়নগরের সুস্বাদু নলেন গুড়ের মোয়া। তবে এবারে শীতে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী এবং প্রস্তুতকারকদের কাছে সুসংবাদ আসতে চলেছে। এই শীতেই জয়নগরের বুকে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীদের স্বপ্নের 'মোয়া হাব'। এখন তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে জয়নগরে 'মোয়া হাব' তৈরির কাজ। জয়নগরের প্রাণ কেন্দ্রেই পুরসভার পাশের মাঠের ধারে পাঁচিল ঘেরা জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে মোয়া হাবের জন্য নব নির্মিত দোতলা বাড়ি। এই মোয়া হাব তৈরি হলে জয়নগর সহ তসংলগ্ন এলাকার প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হবেন। কেন না এখানকার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে রয়েছেন এই মোয়া ব্যবসায়ী। কেউ প্রস্তুতকারক, তো কেউ ব্যবসায়ী। আবার কেউ শিউলি। কয়েক বছর আগেই জয়নগরের মোয়া জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে এখানকার মোয়ার সুনাম আরও বেশি ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে। আর তাই গত জানয়ারি মাসে জয়নগরের বহড়ু হাইস্কুলে মাঠে এক প্রশাসনিক সভায় এসে জয়নগরের মোয়ার প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি বারুইপুরের একটি সভায় এসেও জয়নগরের মোয়ার উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। পাশাপাশি মোয়া ব্যবসায়ী, মোয়া প্রস্তুতকারক ও শিউলিদের কথা চিন্তা করে দ্রুত 'মোয়া হাব' তৈরি করার কথাও বলেন। ইতিমধ্যেই 'মোয়া হাব' তৈরির কাজ করছে রাজ্যের খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ড। মোট ৮ কোটি টাকা প্রকল্প খরচ ধরা হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে বলে জানান মোয়া হাব তৈরির দায়িত্বে থাকা খাদি গ্রামীণ শিল্প বোর্ডের এক আধিকারিক। মোয়া হাবের দোতলা বাড়িতে থাকছে মোয়াকে দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র। পাশাপাশি মোয়া নিয়ে গবেষণা ও প্রস্তুতকারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা। এই ব্যাপারে বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ী গনেশ দাস, জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস, রাজেশ দাস, তিলক কয়াল সহ একাধিক মোয়া ব্যবসায়ীরা বলেন, মোয়া হাব আত্মপ্রকাশ পেলে নিঃসন্দেহে এখানকার মোয়া প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী এবং মোয়া ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সবারই উপকার হবে। আমাদের জয়নগরের মোয়া ব্যবসায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার দেওয়া জায়গায় এই হাবটি তৈরি হচ্ছে। আর এই ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, এই জয়নগরের মোয়া হাব মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের পোজেক্ট। এই মোয়া হাবটি আমাদের এই পৌরসভায় হওয়ায় আমরা খুশি। এই মোয়া হাব তৈরির পিছনে যন্ত্রপাতি কিনতে সহায়তা করেছে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। আর এই মোয়া হাবটি চালুর পথে জেনে খুশি সাংসদ প্রতিমা মন্ডলও। আর খাদ্য প্রেমিক মানুষ তাকিয়ে আছে কবে তাদের স্বপ্নের জয়নগরের মোয়া হাবটি চালু হবে।

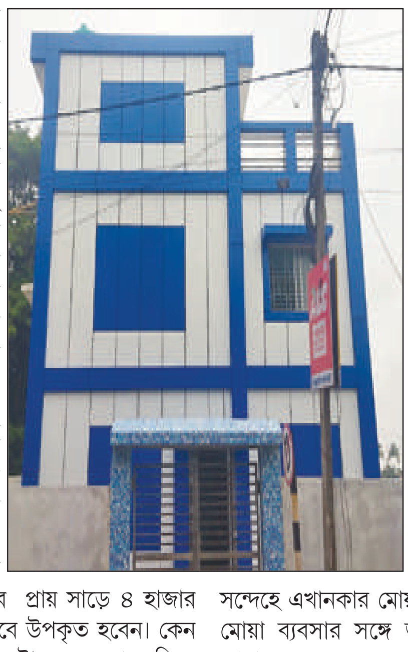

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি ভিএইচপির দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের

অসম, ৮ আগস্ট ঃ হিংসা ও অরাজকতায় জর্জরিত প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করে দেশত্যাগের পর নৈরাজ্যবাদী উপাদানগুলি আধিপত্য বিস্তার করে আইন-শৃঙ্খলা তছনছ করে দিয়েছে। বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশের চরমপন্থী জিহাদিরা হিন্দু সমাজের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন শুরু করেছে। আজ বৃহস্পতিবার শিলচরে বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের সভাপতি শান্তনু নায়েক এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথাগুলো বলেন। শান্তনু নায়েক বলেন, গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে ধর্মীয় স্থান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়িতে আক্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। এই ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায সংগঠিত হচ্ছে। এমন-কি মৌলবাদীদের হাতে শ্মশান পর্যন্ত রেহাই পায়নি। মঠমন্দিরগুলোকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এমন কোনও জেলা নেই, যেখানে তাদের হিংসা ও সন্ত্রাসের লক্ষ্যে পরিণত হয়নি। সব কয়টি জেলাতেই আতংকের পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি ত্রাস ও হিংসা ছড়িয়েছে তারা। সময় সময় এই ধরনের জঙ্গিপনার ফলস্বরূপ বাংলাদেশে হিন্দুরা, যারা দেশভাগের সময় ৩২ শতাংশ ছিল, তারা আজ ৮ শতাংশেরও নীচে চলে এসেছেন ক্রমাগত জিহাদি নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক আরও বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের বাড়িঘর, দোকানপাট, অফিস, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, মহিলা, শিশু, এমন-কি তাঁদের আরাধনাস্থল মন্দির, গুরুদ্বার এবং অন্যান্য আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলি নিরাপদ নয়। বলা যায় সেখানে নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শান্তনু নায়েক বলেন, এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব। তিনি বলেন, ভারত অবশ্যই এই পরিস্থিতিতে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। ভারত ঐতিহ্যগতভাবে সারা বিশ্বের নিপীড়িত সমাজকে সাহায্য করেছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ভিএইচপির প্রান্ত সভাপতি নায়েক আশংকা ব্যক্ত করে বলেন, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালানো হতে পারে। এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাই আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য প্রয়োজন সীমান্তে কঠোর নজরদারি রাখা এবং সর্বাস্থায় অনুপ্রবেশ রোধ করা অতি আবশ্যক। তাঁর কথায়, আমরা চাই বাংলাদেশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। সেখানকার সমাজ যেন মানবাধিকার পায় এবং অব্যাহত অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কোনও বাধা না থাকে। ভারতীয় হিন্দু সমাজ ও সরকার এই ব্যাপারে বাংলাদেশকে সব সময়ই সহযোগিতা করবে।

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for various works. For details visit www.wbtenders.gov.in No. of work, Tender IDs, Last Date and time, Ref. NIT respectively as follows. 01 no. work, 2024_ZPHD_726544_1, 12/08/2024, 10 A.M., NIT11 ; 03 nos. work, 2024_ZPHD_728284_1 to 2024_ZPHD_728284_3, 12/08/2024, 6:55 P.M., NIT12; 05 nos. work, 2024_ZPHD_728454_1 to 2024_ZPHD_728454_5, 12/08/2024, 6 P.M., NIT13

Sd/-
BDO, Namkhana Dev. Block
&
Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samiti,
District South 24 Parganas

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ১১ কনভেন্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা-৭০০০১৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসইআর-পিএসআই-এইচডব্লুএইচ-কেজিপি-২x২৫ কেভি, তারিখ ঃ ০৮.০৮.২০২৪। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** ইপিসি মোড-এ ৩০০০এমটি লোডিং-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের হাওড়া-খড়গপুর সেকশনে ২x২৫ কেভি সিস্টেমে ১৩২ কেভি ট্র্যাকশন সাবস্টেশন, সেকশনিং পোস্ট (এসপি সমূহ) ও সাব সেকশনিং পোস্ট (এসএসপি সমূহ) ডিজাইন, সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যু করার তারিখ থেকে ২৪ মাস। **কাজের আনুমানিক খরচ ঃ** ১৩৩,৩১,১১,৮৫৫.১৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটিঃ** ৬৮,১৫,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **অনুসন্ধান গ্রহণের শেষ দিন ঃ** ২৬.০৮.২০২৪। **প্রি বিড মিটিংঃ** ২৮.০৮.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা। **অনুচ্ছেদ নং ২.১১.২-তে তালিকাভুক্ত সকল নথির স্বহস্তে জমাঃ** ২৩.০৯.২০২৪ (দুপুর ৩টা প্র.ভা.স.)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২০.০৯.২০২৪ (দুপুর ২টা প্র.ভা.স.)। ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডার সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** । (PR-465)

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে শস্যবিমার ব্যপ্তি বাড়ানোর উপর জোর

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি এবং আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকার বাংলা শস্যবিমার ব্যপ্তি বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে। এজন্যই কৃষি দফতর চলতি মাস থেকে জেলায় জেলায় শিবিরেরে আয়োজন করবে। প্রয়োজনে যা সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি অবধি চালানো হবে। এই মর্মে কৃষি দফতরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত কৃষককেই বিমার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এজন্য জেলাগুলিকে লক্ষমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জেলাগুলির ব্লক অফিসের পাশাপাশি অন্য কোথাও ক্যাম্প করা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে। ২০১৯ সালে বাংলা শস্যবিমা প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে কৃষকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২২৮৬ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে ৮৫ লক্ষ কৃষক উপকৃত হযেছেন। গত খরিপ মরশুমের জন্য বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার শস্য হানি বাবদ ১১ লাখ কৃষকদের ১০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যেই উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে।

বাংলাদেশ থেকে আত্মীয় স্বজন বা অনুপ্রবেশকারীরা এলে প্রশাসনে জানানোর অনুরোধ বিএসএফের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ আগস্ট ঃ বাংলাদেশ থেকে কোন আত্মীয় স্বজন বা অনুপ্রবেশকারী এমন কি শরণার্থীরা এলে কোন জায়গা না দিয়ে সাথে সাথে বিএসএফ ক্যাম্প এবং প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করতে বলল সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ আধিকারিকেরা। আর সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে আজ নদীয়ার গেদে বিএসএফ ক্যাম্পে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ স্থানীয় কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক আশীষ কুমার বিশ্বাস ছাড়াও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েত সদস্য এবং কিশোরগঞ্জ থানার পুলিশ। বিদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে চিকিৎসা করাতে আসছে। বিশেষ বিশেষ কারণে কিছু কিছু লোককে চিকিৎসা করানোর জন্য ছাড় দেওয়া হচ্ছে বিএসএফের তরফ থেকে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আত্মীয় পরিজন এমনকি অনুপ্রবেশকারীরা এলে সাথে সাথে প্রশাসনকে খবর দেওয়ার অনুরোধ জানালো বিএসএফ। আগামী দিনে মাইকিং করে গোটা সীমান্তবর্তী এলাকায় জানানো হবে বলে স্থানীয় পঞ্চায়েত সূত্রে খবর। একই সাথে দিন নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ গেদে সীমান্ত পরিদর্শন করলো কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক আশীষ কুমার বিশ্বাস সহ বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

৮টি দামী সাইকেল উদ্ধার করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ সাইকেল চুরি চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নিয়ে আরও ৮টি দামী সাইকেল উদ্ধার করলো শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ জলপাইমোড়ের কাছে অভিযান চালিয়ে দুই সাইকেল চোর মহম্মদ মোজাবেল এবং সুজিত দাসকে গ্রেফতার করে। তাদের হেফাজত থেকে সাতটি সাইকেল উদ্ধার হয়। ধৃতদের আদালতে তুলে মহম্মদ মোজাবেলকে পুলিশ হেফাজতে নেয় পুলিশ। তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বেশকিছু তথ্য সামনে আসে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আরও আটটি দামী সাইকেল উদ্ধার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে সাইকেলগুলিকে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

শিলিগুড়িতে হাট বাস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ বহু পুরনো হাট বাস, অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ বছর পুরনো এই বাস। তবে বর্তমানে খালি পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এখন আর যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে বাস টি ব্যবহার করা হয় । জলপাইগুড়ি মোড় থেকে বাসটি সপ্তাহে চারদিন ছাড়ে। শুধুমাত্র হাটে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়ে বাসটি ড্রাইভার জানিয়েছেন বর্তমানে বাসটি যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না, শুধুমাত্র পণ্য পরিবহন করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। সপ্তাহে চারদিন বাসটি জলপাই মোড় থেকে ছাড়ে, দুপুর ১ টার সময় যাত্রা শুরু করে। বাসের ভিতরে বসার সিট গুলি কাঠের তৈরি, সাধারণত বাসের মধ্যে বসার জন্য গদি সিট থাকে। কিন্তু এই বাসটিতে কাঠের সিট রয়েছে। পণ্য সামগ্রী পরিবহন করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র।

'ফিরে পাওয়া' প্রকল্পে হারিয়ে যাওয়া ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফেরালো হাওড়া সিটি পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ আগস্ট ঃ 'ফিরে পাওয়া' প্রকল্পে হারিয়ে যাওয়া ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফেরালো হাওড়া সিটি পুলিশ। হারিয়ে যাওয়া এইসব মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তা ফিরিয়ে দেওয়া হল প্রকৃত মালিকদের হাতে। বৃহস্পতিবার হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে এই মোবাইলগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয় আসল মালিকদের হাতে। বিভিন্ন সময়ে যেসব মোবাইল ফোন হারিয়ে গিয়েছিল বা চুরি হয়েছিল এইসকল মোবাইলের মধ্যে উদ্ধার হওয়া বেশ কিছু ফোন যথাযথ যাচাইকরণের পর তা প্রকৃত মালিকদের হাতে এদিন তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এইসব ফোনগুলি উদ্ধার করে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। পুলিশের তিনটি বিভাগ দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকৃত মালিকদের হাতে এই ফোন ফেরত দেওয়া হয়। এদিন সেন্ট্রাল ডিভিশনের অনুষ্ঠান হয় শিবপুর পুলিশ লাইনের কনফারেন্স হলে। উত্তর বিভাগের অনুষ্ঠান হয় ডিসি নর্থের কার্য্যালয়ে। এবং দক্ষিণ বিভাগের অনুষ্ঠান হয় ডিসি সাউথের কার্য্যালয়ে। এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে ১৭৫ জনকে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। 'ফিরে পাওয়া' কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে ওই মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। এদিন শিবপুর পুলিশ লাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৫০ জনের হাতে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল তুলে দেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সহ অন্যান্য পদস্থ কর্তারা। হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী জানান, গত ৩ মাসে বিভিন্ন থানা এলাকায় ওই মোবাইলগুলি হারিয়ে গিয়েছিল। সেগুলি উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিন প্রথম পর্যায়ে ৫০ জনকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। বাকিদেরও কয়েকদিনের মধ্যে মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এদিন প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আরও বলেন, সোস্যাল মিডিয়ায় অনেক বিষয়ের যেমন পজিটিভ দিক আছে তেমনই নেগেটিভ দিকও আছে। সেই কারণে সোস্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটে সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত। সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন যেকোনও সময় যে কেউ প্রতারিত হতে পারেন। তার সম্ভবনাও থাকে। অনেক সময় অশ্লীল ভিডিও বা সেক্সটরশনের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেল করতে পারে। যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলে থানায় বা সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে অভিযোগ জানাতে হবে। অনেক সময় পরিবারের কাছে, সোস্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে ব্ল্যাকমেল করে থাকে। এর জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পুলিশ চেষ্টা করবে এই সমস্যা দূর করতে। যারা এই ধরনের কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ৪ ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণী, কলকাতা-৭০০০০১
সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬
ফোন নংঃ ০৩৩ ২২৩১৩৩৩৭, ফ্যাক্স নংঃ ০৩৩-২২৩১৪৭৬৮, ওয়েবসাইটঃ www.kilburnengg.com

অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
৩০শে জুন ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩০.০৬.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩০.০৬.২০২৩	বছর সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪
১.	মোট আয়	৬,৪৩৬.৮০	৮,৬২২.৭২	৬,৭৩২.৭৯	২৯,৬৫৮.৭২
২.	করের আগে লাভ / (ক্ষতি)	১,৩৫৯.৩৫	১,৬৯৬.৪৩	৯৪৮.৪৩	৫,৫৫০.৪৩
৩.	করের পরে নিট লাভ / (ক্ষতি)	১,০৭০.৪১	১,২২৩.৫৮	৭০৯.৬৭	৩,৯৬৯.০১
৪.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত	১,১০২.৬৮	১,১৯১.৭৪	৮৬৯.৫৮	৪,০৪৭.১৭
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু টাকা ১০ প্রতিটি)	৪,১৮২.০৪	৪,১৮২.০৪	৩,৭৫৭.০৪	৪,১৮২.০৪
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়) মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	২.৫৬	৩.০৫	১.৯৫	১০.৪৭

অনিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
৩০শে জুন ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (অনিরীক্ষিত) ৩০.০৬.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪	বছর সমাপ্তি (নিরীক্ষিত) ৩১.০৩.২০২৪
১.	মোট আয়	৮,৬১২.৯১	১২,২৭৮.৪৬	৩৩,৩১৪.১৯
২.	করের আগে লাভ / (ক্ষতি)	১,৪৭২.৩৯	২,৮৪১.০০	৬,৬৯৩.৪৪
৩.	করের পরে নিট লাভ / (ক্ষতি)	১,১৫৮.৬৪	২,৩১০.৬১	৫,০৫৪.৪৯
৪.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) সমন্বিত	১,১৪৮.০৩	২,২৭৭.১৪	৫,১৩১.৮১
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু টাকা ১০ প্রতিটি)	৪,১৮২.০৪	৪,১৮২.০৪	৪,১৮২.০৪
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (টাকায়) মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস (টাকায়)	২.৭৭	৫.৭৬	১৩.৩৩

মন্তব্যঃ
১ উপরোক্তটি এসইবিআই (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০ শে জুন ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য একত্রিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত একত্রিতের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ উপলব্ধ।
২ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত আইএনডি এএস অনুসারে আর্থিক ফলাফলগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে, এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি এবং ভারতে সাধারণত গৃহীত অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতিগুলির সাথে পড়া হয়েছে। ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ৮ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা তাদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে নেওয়া হয়েছিল। এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োনীয়তা) রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা ২০১৫ কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
(রঞ্জিত লালা)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন ০৭২৬৬৬৭৮

তারিখঃ ৮ই আগস্ট, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

প্যারিস গেমসে ভারতের মুখ পুড়িয়ে বড় শাস্তির মুখে পাঙ্ঘাল?

প্যারিস, ৮ আগস্টঃ বয়স তাঁর মাত্র ২০। তাতেই অলিম্পিকের মঞ্চে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কথা হচ্ছে অন্তিম পাঙ্ঘালকে নিয়ে। তিনি প্যারিসে গিয়েছিলেন। প্যারিস অলিম্পিকে নিজের ইভেন্টে নেমেওছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ পারফর্ম করতে পারেননি। সেখানেই শেষ নয়। নিয়মভঙ্গের কারণে তিনি ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের রোষে পড়েছেন। তাঁকে প্যারিস থেকে তড়ি ঘড়ি দেশে পাঠানোও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তিন বছরের জন্য অন্তিম পাঙ্ঘাল নির্বাসিত হতে পারেন। প্যারিস গেমসে কুস্তি থেকে ভারতের জন্য প্রথম হৃদয়বিদারক খবর ছিল বিনেশ ফোগাটের বাতিল হওয়া। তারপর বলা যায়, নিয়মভঙ্গ

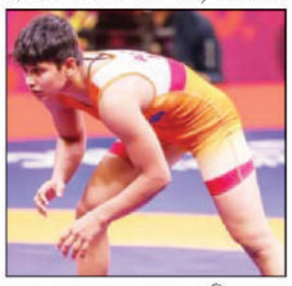

করে ভারতের মুখ পুড়িয়েছেন অন্তিম। বুধবার প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের বছর কুড়ির মহিলা কুস্তিগির অন্তিম নেমেছিলেন ৫৩ কেজি বিভাগে। প্রথম বাউট হেরে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ থেকে বিদায় নেন তিনি। জানা গিয়েছে, তারপর তিনি গেমস ভিলেজে ফিরতে চাননি। শুধু তাই নয়, গেমস ভিলেজে প্রবেশের জন্য নিজের অ্যাক্রিডেশন কার্ড বোনকে দিয়েছিলেন অন্তিম। এরপর অন্তিম ও তাঁর বোনকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বয়ান নেওয়া হয়। এরপর নিয়মভঙ্গের কারণে অন্তিম এবং তাঁর সাপোর্ট স্টাফদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। অন্তিম যে আইওএর রোষে পড়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বোঝা যাচ্ছে তাঁর আচরণ ভালোভাবে নেওয়া হয়নি। যে কারণে আইওএর কর্তারা আলোচনা করেছেন। গেমস ভিলেজ শুধু অ্যাথলিটদের জন্যই হয়। নিজের বোনকে সেখানে পাঠিয়ে কার্যত দেশের মুখ পুড়িয়েছেন অন্তিম। প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজক কমিটি অন্তিমকে নিয়ে কড়া রিপোর্ট দিয়েছে আইওএকে। যে কারণে এ কথাও শোনা গিয়েছে যে, তিন বছরের জন্য নির্বাসিত হতে চলেছেন অন্তিম। অবশ্য অন্তিমের নির্বাসনের যে দাবি করা হচ্ছে, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তা অস্বীকার করেছে।

তুমি হারোনি, তোমাকে হারানো হয়েছে বজরং

নিয়াদিল্লি, ৮ আগস্টঃ বিনেশ ফোগাটের জীবনে তোলপাড় চলছে। অলিম্পিক পদকের একেবারে কাছে গিয়েও তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। বুধবার সকালে ভারতীয় ক্রীড়া মহলে শোরগোল পড়েছিল বিনেশ অলিম্পিকে বাতিল হওয়ায়। মাত্র ১০০ গ্রাম ওজন বেশি হওয়ায় তিনি আর প্যারিস অলিম্পিকে মেয়েদের ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তির ফাইনালে নামতে পারেননি। এমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির রেশ কাটেনি এখনও। তার মাঝে কুস্তি থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন হরিয়ানার মেয়ে। টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পাওয়া ভারতীয় কুস্তিগির বজরং পুনিয়া এ বার বলেছেন, 'বিনেশ হারেননি, তাঁকে হারানো হয়েছে।' সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ বৃহস্পতিবার ভোরে বিনেশ ফোগাট কুস্তি থেকে অবসর ঘোষণা করেন। তাঁর বার্তাকে ঘিরে দুঃখপ্রকাশ করেছেন অলিম্পিকে পদকজয়ী বজরং পুনিয়া। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'বিনেশ তুমি হারোনি, তোমাকে হারানো হয়েছে। আমাদের জন্য তুমি সব সময় চ্যাম্পিয়ন। তুমি ভারতের মেয়ে। তুমি ভারতের গর্ব।' বৃহস্পতিবার সকালে বজরং পুনিয়া এক্স হ্যান্ডেলে এখন একটু সময় চেয়ে নিয়েছেন।

হকিতে ব্রোঞ্জ ভারতের

স্পেনকে হারিয়ে তৃতীয় হরমনপ্রীতরা

প্যারিস, ৮ আগস্টঃ আরও এক বার হকিতে ব্রোঞ্জ ভারতের। টোকিয়োর পর প্যারিস অলিম্পিক্সেও ব্রোঞ্জ পেল ভারতের পুরুষ হকি দল। হরমনপ্রীত সিংহের করা জোড়া গোলে স্পেনকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল ভারত। প্রথম কোয়ার্টারে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই পেনাল্টি পেয়ে যায় স্পেন। ১৮ মিনিটের মাথায় অধিনায়ক মার্ক মিরালেস গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। ভারত পেনাল্টি কর্নার পেলেও গোল শোধ করতে পারেনি। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আরও একটি পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। ৩০ মিনিটের মাথায় সেখান থেকে গোল করতে ভুল করেননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংহ। তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক হরমনপ্রীতই। পেনাল্টি কর্নার থেকেই গোল করেন তিনি। ৩৩ মিনিটের মাথায় গোল করেন হরমনপ্রীত। সেই গোলই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিল। অলিম্পিক্সে হকিতে ১৩তম পদক এল দেশে। ভারতের এই হকি টিম স্বপ্ন দেখানোর মতো। অলিম্পিকের আগে পুরো বছরটাতেই সে ভাবে খেলতে পারেনি ভারত। যা উদ্বেগে রেখেছিল হকি ভক্তদের। কিন্তু অভিষেক, গুরজন্ত, বিবেক, সুখজিৎ, জার্মানপ্রীতদের মতো তারকারা, যাঁদের হাতে আগামী দিনে থাকবে ভারতের দায়িত্ব, তাঁরা কিন্তু অলিম্পিকে সেরাটাই দিয়েছেন।

এয়ার ফোর্সকে ৬ গোল, ডার্বির আগে তাণ্ডব মোহনবাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ ১৮ আগস্ট রয়েছে ডুরান্ড কাপের ডার্বি। মরশুমের প্রথম ডার্বির আগে দুর্দান্ত ছন্দে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সকে ৬-০ গোলে ওড়াল মোহনবাগান। কলকাতা লিগে গত দুটো ম্যাচে সবুজ-মেরুনের ছোটরা ৫ গোল দিয়েছে। এবার ডুরান্ড কাপেও সেই ছবি দেখে গেল। সবুজ-মেরুনের হয়ে গোল করলেন জেসন কামিন্স (২), টম আলড্রেড, লিস্টন কোলাসো, অনিরুদ্ধ থাপা ও গ্রেগ স্টুয়ার্ট। ম্যাচের শুরু থেকে মোহনবাগান দাপট দেখানো শুরু করে। খোসে মলিনার ছেলেরা কতটা তৈরি তারা প্রমাণ দেয় প্রথম মিনিট থেকে। ৩ মিনিটে আসে প্রথম গোল। সাহাল কামিন্সকে বল বাড়ান আর তিনি গোল করেন। ম্যাচের ১০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পায় মোহনবাগান। লিস্টন কোলাসো গোলে

শট নেন, কিন্তু বিপক্ষের গোলকিপার আটকে দেন। ফিরতি বলে পা ছুঁইয়ে গোল করেন টম আলড্রেড। ১৭ মিনিটে মোহনবাগান একটি গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল, কিন্তু পারেনি। তবে এটা তাদের খুব একটা সমস্যায় ফেলেনি। ৩৮ মিনিটে গোল করেন লিস্টন কোলাসো। সাহালের পাস থেকে গোল করেন তিনি। প্রথমার্ধে তিনটে গোলের পর মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্ধে তিনটে গোল করে। যদিও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা তারা দ্রুত করতে পারেনি। ৬৫ মিনিটে মোহনবাগান তাদের চতুর্থ গোল পায়। অনিরুদ্ধ থাপা গোল করেন। এখানেও সেই সাহাল ও লিস্টন ছিলেন গোলের নেপথ্যে। ৭৬ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটা পান জেসন কামিন্স। সাহাল মনবীরকে বল বাড়ান, আর কামিন্স সহজেই সেটা গোলে ঢুকিয়ে দেন। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে শেষ গোলটা করে মোহনবাগান। গ্রেগ স্টুয়ার্ট জেসন কামিন্সের থেকে বল পেয়ে গোল করেন। মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। ১৮ তারিখ ডার্বি। তার আগে বিপক্ষকে মেপে নিতে উপস্থিত ছিলেন। আর সেখানে দেখে গেলেন মোহনবাগানের ৬ গোলের মালা। ম্যাচে মোহনবাগান মোট গোলে শট নেয় ১৬টা। যেখানে বায়ু সেনার দল নেয় মাত্র ১টা। ১৮টা কর্নার পায় সবুজ মেরুন। সব মিলিয়ে পুরো ম্যাচেই ছিল সবুজ মেরুনের দাপট। এটা যে কুয়াদ্রাতকে বাড়তি চিন্তায় রাখবে তা বলাই যায়।

ডোপিংয়ের অভিযোগে গ্রিক পোল ভল্টার নিষিদ্ধ

প্যারিস, ৮ আগস্টঃ প্যারিস অলিম্পিকে ডোপিংয়ের অভিযোগে নিষিদ্ধ হলেন আরও একজন। পরীক্ষায় নিষিদ্ধ বস্তুর নমুনা পাওয়ায় সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছেন গ্রিক পোল ভল্টার এলিনি-ক্লদিয়া পোলাক। ২৭ বছর বয়সী এই ক্রীড়াবিদ ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ইভেন্ট পোল ভল্টে অংশ নিয়েছিলেন। অলিম্পিকের মধ্যে ডোপিংয়ের কারণে নিষিদ্ধ চতুর্থ ক্রীড়াবিদ পোলাক। এর আগে ইরাক ও আফগানিস্তানের দুই জুডোকা এবং নাইজেরিয়ার এক বক্সার ডোপ পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছে, পোলাকের ডোপ পরীক্ষায় অননুমোদিত বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এর আগে মঙ্গলবার গ্রিক অলিম্পিক কমিটি (এইচওসি) বলেছিল, তাদের এক ক্রীড়াবিদকে গেমস ভিলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যদিও নাম প্রকাশ করা হয়নি। সাময়িক নিষিদ্ধ হওয়ার আগে পোল ভল্টের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে অংশ নিয়েছিলেন পোলাক। জাম্পিংয়ের বিশেষ ধরনের এই খেলায় ৪.২০ মিটার উঠতে পেরেছিলেন। তবে চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করতে ৪.৪০ মিটার দরকার ছিল। টোকিও অলিম্পিকে অংশ নেওয়া পোলাক অবশ্য প্যারিসে কোনো ভুল করেননি বলে দাবি করেছেন। তবে কোথায় সমস্যা হয়ে থাকতে পারে, সেটি অনুমান করতে পারছেন, 'কয়েক দিন আগে আমার নমুনা পরীক্ষায় কিছু একটা পাওয়া গিয়েছিল। আমি কখনোই বাড়তি কিছু গ্রহণ করিনি। আর (নমুনায়) যেটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটাও অনুমোদিত সীমার মধ্যেই ছিল। যে কারণে আমি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। আমার আয়রনের সমস্যা আছে। যে কারণে প্রতিদিন রেড মিট খেতে হয়। কিছু থেকে থাকলে সেটা ওই মাংসেই ছিল।' পোলাকের আগে নমুনা পরীক্ষায় অননুমোদিত উপাদান পাওয়া গিয়েছিল ইরাকি জুডোকা সাজ্জাদ শেহেন, আফগান জুডোকা শামিম ফাইজাদ এবং আফ্রিকান গেমসের বক্সিং চ্যাম্পিয়ন নাইজেরিয়ার সিন্থিয়া ওগুনসেমিলোরের।

সাকিবের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন!

ঢাকা, ৮ আগস্টঃ কানাডার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই বোর্ডের থেকে ছুটি নেন সাকিব। আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেটেও খেলেন। এরপর কানাডার টি-টোয়েন্টি লিগে। পারফরম্যান্সের দিক থেকে স্বস্তির জায়গায় থাকলেও দেশের পরিস্থিতি নিয়ে অস্বস্তিতে। বাংলাদেশে পালাবদল হয়েছে। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়েছেন। এরপরই বাংলাদেশে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা হয়েছে। দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক মাশরাফি মোর্তাজার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সাকিব আল হাসানের পার্টি অফিসেও আগুন দেওয়া হয়। কানাডার টি-টোয়েন্টি লিগে খেলার মাঝে চূড়ান্ত অপমানের শিকারও হন সাকিব। এ বার প্রশ্ন তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়েই। মাশরাফি মোর্তাজা ক্রিকেট থেকে অবসরের পর রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আওয়ামি লিগের তরফে দাঁড়ানো মাশরাফি নরাইল-২ কেন্দ্রের সাংসদ এবং হুইপ পদেও ছিলেন। সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আওয়ামি লিগের নেতাদের বাড়ি ভাঙচুরের নানা ঘটনা ঘটেছে। সাকিব আল হাসানও একই পার্টির তরফে সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। সাংসদও হয়েছিলেন। তবে তিনি প্রাক্তন ক্রিকেটার নন। খেলার মাঝেই রাজনীতিতে যোগ দেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। একটা সময় বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রেমীদের চোখের মণি ছিলেন সাকিব। পরিস্থিতি বদলেছে। এখন আর সাকিব সেই সম্মানের জায়গায় নেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর বোর্ডের থেকে ১২ আগস্ট অবধি ছুটি নিয়েছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলার জন্য। সামনে বাংলাদেশ এ দলের পাকিস্তান সফর রয়েছে। এরপরই সিনিয়র দল যাবে পাকিস্তানে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত দু-ম্যাচের টেস্ট সিরিজও রয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আওয়ামি লিগের নেতা-মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে নেই। সাকিব বিদেশে থাকায় তাঁর উপর সেই অর্থে কোনও আঁচ পড়েনি। দল ঘোষণার আগে সাকিব দেশে না ফিরলে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যে অন্য চিন্তা-ভাবনা করবে তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

মেসি এখনো অনুশীলনেই ফেরেননি, মায়ামি ও আর্জেন্টিনার অপেক্ষা

ফ্লোরিডা, ৮ আগস্টঃ ১৫ জুলাই কোপা আমেরিকার ফাইনালের পর থেকেই মাঠের বাইরে লিওনেল মেসি। মাঠ বলতে শুধু খেলা নয়, অনুশীলন থেকেও দূরে। চোটাক্রান্ত আর্জেন্টাইন অধিনায়ক সেরে ওঠার কোন পর্যায়ে আছেন, সেটিও প্রকাশ করা হয়নি এত দিন। অবশেষে মেসিকে নিয়ে মুখ খুলেছেন ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো। খুব যে আশাবাদের খবর শুনিয়েছেন তা নয়। কারণ, শিগগিরই মাঠে ফেরা হচ্ছে না তাঁর। এর মধ্যেই আগামীকাল ভারতীয় সময় ভোরে লিগস কাপে নকআউট ম্যাচ খেলতে নামবে মায়ামি। কোপা আমেরিকার ফাইনালে মেসি চোট পেয়েছিলেন ডান পায়ের অ্যাঙ্কেলে। সেদিন পুরো ম্যাচও খেলতে পারেননি। এর দুই দিন পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মায়ামি মেসির লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর দিয়েছিল। যদিও মাঠে ফেরার বিষয়ে সম্ভাব্য কোনো সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এরপর মায়ামি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একাধিকবার মেসির চোটজনিত প্রশ্নের মুখোমুখি হলেও সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেননি। মায়ামির ফুটবলার জুলিয়ান গ্রেসেল তো এমনও জানান যে মেসির ফেরার তারিখ তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছে। অবশেষে কাল মেসির ফেরা নিয়ে মুখ খুলেছেন কোচ মার্তিনো। জানিয়েছেন, আগামীকাল লিগস কাপে টরন্টো এফসির বিপক্ষে রাউন্ড অব থার্টি টুর ম্যাচে খেলছেন না মেসি। খেলার জন্য এখনো অনুশীলনেও ফেরেননি তিনি, 'লিওর অবস্থা ভালোর দিকে। এখনো জিমে ঘাম ঝরাচ্ছে। সময় অনুপাতে ঠিকঠাকভাবেই উন্নতি হচ্ছে।' সময় অনুপাতে পরিস্থিতির উন্নতি হয়ে থাকলে মেসিকে কবে মাঠে পাওয়ার আশা করছে মায়ামি? কোচ এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণের কথা বলেননি। তবে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের খবর অনুসারে, চোটের পর মেসির ফেরার জন্য চার থেকে ছয় সপ্তাহের সময় ধরে রেখেছে মায়ামি। এরই মধ্যে তিন সপ্তাহ শেষ। আরও সপ্তাহ তিনেক সময় হয়তো লাগতে পারে। সে ক্ষেত্রে আগামীকাল মায়ামি যদি লিগস কাপে না জেতে, এ বছরের মতো এই টুর্নামেন্টে আর মেসির খেলা হচ্ছে না। গত বছর এই লিগস কাপ দিয়েই মায়ামি-অধ্যায় শুরু করেছিলেন মেসি। জিতেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটির হয়ে প্রথম ট্রফিও। মায়ামির মতো মেসির জন্য অপেক্ষায় আর্জেন্টিনাও। আগামী মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের খেলায় চিলি ও কলম্বিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

পদক হারানোর কষ্ট উগরে দিলেন

সেই পিরিয়ডসই থামাল মীরাবাঈ চানুকে

প্যারিস, ৮ আগস্টঃ প্যারিস অলিম্পিকে মণিপুরের মেয়ে মীরাবাঈ চানুর হাত ধরে পদকের স্বপ্ন দেখছিলেন ভারতবাসী। সেই স্বপ্ন ভেঙেছে। মাত্র ১ কেজি কম ওজন তোলার জন্য ব্রোঞ্জ পদক হাতছাড়া হল চানুর। টোকিও অলিম্পিকের প্রথম দিনই রুপো পেয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন মীরাবাঈ চানু। প্যারিসে লক্ষ্য ছিল দ্বিতীয় পদকের। কিন্তু মণিপুরের হীরা মীরা তা পারলেন না। মহিলাদের ৪৯ কেজি ভারোত্তোলনে চতুর্থ হয়ে থামতে হল তাঁকে। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে শেষ চেষ্টায় ১১৪ কেজি তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। পারেননি। সব মিলিয়ে ১৯৯ কেজিতে থামেন তিনি। মঞ্চেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। ২০০ কেজি তুললেই ব্রোঞ্জ পদক পেতেন মীরা। পরবর্তীতে গেমস ভিলেজ থেকে পদক হারানোর কষ্ট উগরে দিলেন মীরাবাঈ চানু। টোকিও অলিম্পিকের সময় মীরাবাঈয়ের পিরিয়ডস চলছিল। তারপরও রুপো পেয়েছিলেন। কিন্তু প্যারিসে সেই পিরিয়ডসই থামিয়ে দিল চানুকে। পিরিয়ডস নিয়েই টোকিও অলিম্পিক থেকে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন মীরাবাঈ চানু। প্যারিস গেমসে সেই পিরিয়ডসই থামিয়ে দিল তাঁকে। মীরাবাঈ চানু বলেন, "আজ আমার পিরিয়ডসের তৃতীয় দিন। টোকিও অলিম্পিকে ইভেন্টের দিন আমার পিরিয়ডসের দ্বিতীয় দিন ছিল। এর জন্য শরীরে কিছু তো পরিবর্তন হয়। অল্প দুর্বলতাও ছিল। তারপরও আমি সব রকম চেষ্টা করেছিলাম পদক জেতার। কিন্তু আমি পারলাম না। পদক হাতছাড়া হয়েছে। পরের বার আমি পুরো চেষ্টা করব পদক জেতার। পরবর্তীতে যে সকল ইভেন্টে নামব, তাতে পদক জেতার পুরো চেষ্টা করব। আর আমি এ বার পদক দিতে পারিনি বলে সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি।" হার-জিত যে কোনও অ্যাথলিটের জীবনের অঙ্গ। সেটা মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় বিশ্বাসী মীরাবাঈ চানু। প্যারিস গেমসে ভারোত্তোলন ইভেন্টের শেষে তিনি বলেন, "আজকের পারফরম্যান্সে আমি খুশি। প্লেয়ারদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন হয়। আমি অনেক সময় চোট ও অন্যান্য সমস্যায় ভুগেছি। রিও অলিম্পিকে প্রথম বার আমার কী ভাবে পদক হাতছাড়া হয়েছিল, সকলেই জানেন সেটা। সকল প্লেয়ারদের ভাগ্য তো এক হয় না। কখনও ভালো কিছু হয় তো আবার কখনও খারাপ কিছু হয়।" বার বার চোট, আঘাত মীরাবাঈকে নানা কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছে। সেই কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "রিওতে পদক হাতছাড়া হওয়ার পর আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এরপর টোকিও অলিম্পিকে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলাম। এ বার প্যারিসেও আমি

নিজের ১০০ শতাংশ দিয়েছিলাম। দেশকে পদক এনে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। অনেক চোট পেয়েছিলাম আমি। এশিয়ান গেমসেও আমার অবস্থা খারাপ ছিল। ৫ মাস পুরো রিহ্যাবে কাটাতে হয়েছিল। চোট সারিয়ে ওঠার জন্য আমার কাছে অনেক কম সময় ছিল। তারপরও আমি এবং আমার কোচরা পুরো চেষ্টা করেছিলাম এ বার ভালো পারফর্ম করে দেশকে পদক এনে দেওয়ার। কিন্তু আমার ভাগ্যে ছিল না আজ পদক। প্লেয়ারদের সঙ্গে এই সব ঘটনা ঘটে থাকে।"

'ক্ষমা করে দিও, আমার সব সাহস শেষ'

কুস্তি থেকে অবসর ঘোষণা বিনেশ ফোগাটের

প্যারিস, ৮ আগস্টঃ বিনেশ ফোগাটকে নিয়ে তোলপাড় চলছে ভারতীয় ক্রীড়ামহলে। মঙ্গলবার তিনি প্যারিস অলিম্পিকে মেয়েদের ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তির ফাইনালে ওঠেন। সেই রাতেই তাঁর ২ কেজি ওজন বেড়ে যায়। রাতভর ওজন কমানোর নানা চেষ্টা করে যান বিনেশ। বুধবার সকালে তাঁর ওজন দাঁড়ায় ৫০ কেজি ১০০ গ্রাম। ওই বাড়তি ১০০ গ্রাম ওজনের জন্য তাঁকে অলিম্পিক থেকে বাতিল করা হয়। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন সব চেষ্টা করে বিনেশকে যাতে ফাইনালে নামার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু লাভের লাভ হয়নি। বুধবার গভীর রাতে জানা যায়, কোর্ট অব আরবিট্রেশনে আবেদন করেছেন বিনেশ ফোগাট। হরিয়ানার মেয়ের আবেদন পরিস্থিতির বিচার করে তাঁকে যাতে যুগ্মভাবে রুপোজয়ী ঘোষণা করা হয়। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়ার তার আগেই সকলকে অবাক করে ভারতীয় সময় ভোর ৫.১৭ মিনিটে কুস্তি থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন বিনেশ ফোগাট। প্যারিস অলিম্পিকে বিপর্যয়ের পর বড় ঘোষণা ভারতীয় কুস্তিগির বিনেশ ফোগাটের। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় নিজের অবসের কথা জানিয়েছেন হতাশাগ্রস্ত বিনেশ। অলিম্পিকে বাতিল হওয়ার এক দিন পরই কুস্তিকে

বিদায় জানালেন হরিয়ানার মেয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মঙ্গলবার থেকেই ট্রেন্ডিংয়ে বছর ২৯ এর ভারতীয় তারকা কুস্তিগির। প্যারিস গেমসে মেয়েদের ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তির ফাইনালে উঠে মাকে বিনেশ বলেছিলেন, সোনা জিতে দেশে ফিরবেন। ফাইনালে উঠলেও, সেখানে নামতে পারেনি বিনেশ। যে কারণে মাকে জানিয়েই এক্স হ্যান্ডেলে বিনেশ লেখেন, 'মা কুস্তি আমার থেকে জিতে গিয়েছে। আর আমি হেরে গেলাম। ক্ষমা করে দিও আমায়। তোমার স্বপ্ন, আমার সাহস সব শেষ হয়ে গিয়েছে। আমার শক্তি নেই আর। বিদায় কুস্তি ২০০১-২০২৪। আপনাদের সকলের কাছে চিরকাল ঋণী হয়ে থাকব। ক্ষমা করে দেবেন।'

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com